গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ইমার্জেন্সী মাল্টি সেক্টর রোহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স প্রজেক্ট (ইএমসিআরপি)

পুনর্বাসন নীতিমালা কাঠামো

রিসেটেলমেন্ট পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক (আরপিএফ)

জানুয়ারি ২০১৯

বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানঃ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (মিনিস্ট্রি অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এণ্ড রিলিফ, এমওডিএমআর)

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (লোকাল গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট, এলজিইডি)

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপিএইচই)

আদ্যক্ষরা সমূহের তালিকা

এ আর এ পি	সংক্ষিপ্ত পূনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা
বি পি	ব্যাংক নীতিমালা
সি বি ও	কমিউনিটি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান
সি এস ও	সিভিল সোসাইটি সংগঠন
ডি আই এ	দায়িত্বপ্রাপ্ত বাস্তবায়ন সংস্থা
ই এস এম এফ	পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো
ই এস এম পি	পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা
জি ডি আর	পুনর্বাসন সাধারণ বিভাগ
আইডা	ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন
আই ও এল	ক্ষতির তালিকা
আই পি	আদিবাসী মানুষ
আই পি ডি পি	আদিবাসী উন্নয়ন পরিকল্পনা
আই পি পি এফ	আদিবাসী পরিকল্পনা কাঠামো
এম এন্ড ই	পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন
এম ও ই	পরিবেশ মন্ত্রনালয়
এনজিও	বেসরকারী সাহায্য সংস্থা
এন আর	জাতীয় সড়ক
ও পি	পরিচালনা নীতি
পি এ এইচ	প্রকল্প প্রভাবিত পরিবার
পি এ পি	প্রকল্প প্রভাবিত লোকজন
পি এম ও	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস
পি এম ইউ	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট
আর এ পি	পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা
আর সি এস	প্রতিস্থাপন ব্যয় অধ্যয়ন
আর পি এফ	পুনর্বাসন নীতি কাঠামো
আর ও ডব্লিউ	পথস্বত্ব
আর এ পি	পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা
টি ও আর	টার্মস অফ রেফারেন্স
ডব্লিও বি	বিশ্ব ব্যাংক
ডব্লিও বি জি	বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপ

সূচীপত্র

আদ্যক্ষরা সমূহের তালিকা ii

সূচীপত্র..... iii

১.০ প্রকল্পের বিবরণ..... 1

১.১ সূচনা 1

১.২ প্রকল্পের পটভূমি 1

১.৩ প্রকল্প কম্পোনেন্ট..... 2

২.০ পুনর্বাসনে নীতি, আইন এবং সরকারি নীতিমালা..... 8

২.১ বাংলাদেশ সরকারের জমি অধিগ্রহণের নীতিমালা 8

২.২ বিশ্বব্যাংকের অপারেশন পলিসি (ওপি) ৪.১২..... 9

২.৩ প্রকল্পের অধীনে জমি অধিগ্রহণের নীতিমালা..... 10

৩.০ পুনর্বাসন প্রক্রিয়া এবং অনুমোদন প্রক্রিয়া 11

৪.০ স্বেচ্ছায় বা সাময়িকভাবে জমি প্রদানের প্রক্রিয়া 12

৪.১ ভূমি জরিপ মানচিত্র এবং নথিভুক্তির প্রস্তুতি..... 12

৪.২ তথ্য অবহিত করে সম্মতি প্রদান প্রতিষ্ঠাকরণ..... 13

৫.০ স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ এবং অভিযোগ পরিচালনা পদ্ধতি সম্পর্কিত প্রস্তাবনা..... 15

৫.১ মূল স্টেকহোল্ডারগণ 15

৫.২ পরামর্শ সভা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল 16

৫.২ পরামর্শসভা এবং ভূমিকা ও দায়িত্বের প্রকাশ..... 18

৬.০ অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতি 20

৬.১ স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ এবং জিআরএম ট্র্যাকিং..... 24

৭.১ ক্যাম্পের ভিতরে ডিআরপিদের এনটাইটেলমেন্ট 25

৭.২ আশ্রয়দানকারী জনগোষ্ঠীর জন্য এনটাইটেলমেন্ট..... 25

৮.০ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবায়ন..... 31

৮.১ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান (পিআইইউ) 32

৯.০ পর্যবেক্ষণ এবং রিপোর্টিং..... 33

পরিশিষ্ট ১ স্বেচ্ছায় জমি দান ফর্ম..... 35

পরিশিষ্ট ২ - সামাজিক স্ক্রীনিং ফর্ম 36

পরিশিষ্ট ৩ – পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিকল্পনার রূপরেখা..... 37

১.০ প্রকল্পের বিবরণ

১.১ সূচনা

২৫শে আগস্ট, ২০১৭ তারিখ থেকে শুরু হওয়া মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যে চলমান চরম সহিংসতা রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের আনুমানিক ৭২০,০০০ মানুষকে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলায় আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে। এই গণপ্রস্থানের ফলে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনসংখ্যার (ডিআরপি) মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯,১৯,০০০ জন যা পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগতিতে বর্ধমান জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতির সংকটগুলির মধ্যে অন্যতম। সম্প্রতিক সময়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির আগমনের সংখ্যা অনেক কমে আসলেও এখনো সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ অব্যাহত রয়েছে। বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ৮৫% নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস করছে, ১৩% স্থানীয় আশ্রয় প্রদানকারী জনগোষ্ঠীর সাথে নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস করছে, এবং ২% আশ্রয় প্রদানকারী জনগোষ্ঠীর সাথে বিভিন্ন স্থানে বসবাস করছে। সর্বাধিক সংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি রয়েছে উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলায়, যেখানে তাদের সংখ্যা আশ্রয় প্রদানকারী জনগোষ্ঠীর তিনগুন।

জরুরী মাল্টি সেক্টর রোহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স প্রজেক্ট (ইএমআরসিআরপি) জনসাধারনের জন্য উন্নত পরিষেবার সুযোগ সৃষ্টি করতে এবং বিচ্ছিন্ন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সমস্যা লাঘব ও সামাজিক নিরাপত্তা সৃষ্টির জন্য গৃহীত ব্যবস্থাসমূহকে শক্তিশালী করবে। প্রকল্পটি পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্যবিধি প্রচার, বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র তথা প্রাথমিক বিদ্যালয়/কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, প্রবেশ/সংযোগ সড়ক নির্মাণ এবং জরুরী নির্গমন রাস্তা ও সেতু নির্মাণ, সড়ক ও ফুটপাতের উন্নয়ন, দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে সহায়তা করবে।

এই পুনর্বাসন নীতি কাঠামো (আরপিএফ) পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ফ্রেমওয়ার্ক (ইএসএমএফ) এর অংশ হিসাবে বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও এনজিওগুলির জন্য নির্দেশনা প্রদান করতে প্রস্তুত করা হয়েছে যেখানে উপ-কম্পোনেন্ট/ কম্পোনেন্টগুলির বাস্তবায়নের জন্য স্থায়ী বা অস্থায়ী ভিত্তিতে এবং/অথবা স্বেচ্ছায়দানকৃত ভূমি ব্যবহারের প্রয়োজন হতে পারে। তদুপরি, প্রস্তাবিত প্রকল্প এবং উপ-প্রকল্পগুলির কারণে ভূমি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসন সম্পর্কিত নেতিবাচক প্রভাবগুলি প্রতিরোধ বা হ্রাস করার নীতি ও পদ্ধতিগুলি নির্ধারণের জন্য আরপিএফ প্রস্তুত করা হয়েছে। এই আরপিএফ স্বেচ্ছায় ভূমি দান প্রক্রিয়ার নীতি ও পদ্ধতিগুলিও নির্ধারণ করে।

পুনর্বাসন নীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্প দ্বারা প্রভাবিত মানুষ এবং পরিবারগুলি যেন তাদের প্রকল্পপূর্ব জীবনযাত্রার মান বজায় রাখতে বা তার চেয়েও উন্নত করতে পারে তা নিশ্চিত করা। আরপিএফ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন হ্রাস করা এবং প্রকল্প প্রভাবিত লোকজন ও পরিবারগুলি, প্রস্তাবিত প্রকল্প/নির্মাণ কাজের কারণে যাদের ভূমি, সম্পদ, জীবিকা এবং জীবনযাত্রার মান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তাদের উদ্বেগসমূহ যথাযথভাবে মূল্যায়ন করার জন্য একটি কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন করা।

এই আরপিএফ এ ক্ষতি নির্ধারণের জন্য নির্দেশিকা এবং একটি স্বেচ্ছায়-জমি দান প্রক্রিয়ার বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আরপিএফ এ বিস্তারিত ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ সংজ্ঞায়িত করার জন্য বিস্তৃত বেসলাইন (ভিত্তিমূল) তথ্য নেই। এটা সংক্ষিপ্ত পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা (এআরএপি) অথবা পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা (আরএপি) তে করা হবে যখন প্রকল্পের আরও বিশদ ও হালনাগাদকৃত তথ্য পাওয়া যাবে।

১.২ প্রকল্পের পটভূমি

প্রায় সকল বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনসংখ্যাকে পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল এলাকায় বসবাস করতে হচ্ছে যার মধ্যে রয়েছে কুতুপালংয়ের 'বৃহদায়তনের আশ্রয়-শিবির'।এই আশ্রয়শিবিরটি বর্তমানে বাস্তুচ্যুত মানুষের পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আশ্রয় শিবির। বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনসংখ্যা কক্সবাজারের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ। জেলাটি ইতোমধ্যেই উন্নয়নের ক্ষেত্রে মারাত্মক সংকটের সম্মুখীন। অস্থায়ী ঘর বানিয়ে তারা গাদাগাদি করে বসবাস করছে। অত্যন্ত ঘনবসতিপুর্ণ এই আশ্রয়কেন্দ্রগুলিতে অবকাঠামো খুব দুর্বল, মৌলিক সেবাপ্রাপ্তির ঘাটতি প্রকট, এবং ঘূর্ণিঝড় ও সাইক্লোনের মত প্রাকৃতিক দূর্যোগের ঝুঁকি বিদ্যমান। ক্যাম্প স্থাপনের দরুন দ্রুত বনাঞ্চল ধ্বংস হয়েছে যার ফলে আশ্রিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির জন্য ভুমিধ্বসের ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে। বনাঞ্চল পরিষ্কার করে প্রতিষ্ঠা করা কুতুপালং ক্যাম্প বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্যাম্প হিসেবে বিবেচিত। ভুমিধ্বস ও বন্যার ঝুঁকিপ্রবণ স্থানে বসবাসকারী পরিবারগুলিকে স্থানান্তর করার কাজ চলমান, কিন্তু ভুমির অপ্রতুলতার দরুন সবচেয়ে ঝুঁকিপুর্ন পরিবারগুলিকে ও স্থানান্তর করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

অভিবাসীদের এই প্রবাহ বিদ্যমান অবকাঠামোর উপর নেতিবাচক চাপ সৃষ্টি করছে এবং তা পূর্বের সীমিত সম্পদের মধ্যে সামজিক সেবা বিতরণ ব্যবস্থাপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। একইসাথে, কক্সবাজারের সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক পরিবেশও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। নতুন অভিবাসী প্রবাহের ফলে বিদ্যমান পানির পয়েন্টগুলিতে চাপ ২০ গুণ বেড়ে গেছে যার ফলে অনেকগুলি নিষ্কাশনের সময় অকার্যকর হয়ে পড়েছে এবং মলমূত্র পরিষ্কার করা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গৃহস্থালীতে সংরক্ষিত পানির ৭০ শতাংশের ও বেশি দুষিত। সেখানে ডিপথেরিয়া, হাম এবং ডায়রিয়ার মতো রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা গেছে।নতুন অভিবাসী প্রবাহের ফলে জেলা হাসপাতাল ও দুটি উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীদের আগমন ও ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা বেড়ে গেছে যা হাসপাতালগুলির সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে চাপ সৃষ্টি করছে।

অধিকাংশ বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় অবস্থান করছে যেখানে যথাক্রমে ৫ ও ৬টি ইউনিয়ন রয়েছে যার অধিকাংশই পল্লী এলাকা। এছাড়াও, কক্সবাজার সদর ও রামু উপজেলাতেও কিছুসংখ্যক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী রয়েছেন। টেকনাফ

ও উখিয়া এই দুটি উপজেলাতে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী সংখ্যায় স্থানীয় জনগণের তিনগুণ। সবচেয়ে বেশিসংখ্যক বসবাস করছে উখিয়াতে যেখানে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৭০০,০০০। স্বল্প সময়ের মধ্যে জনসংখ্যার এমন দ্রুত বৃদ্ধি অবকাঠামো ও নাগরিক পরিষেবা কাঠামোর উপর অস্বাভাবিক চাপ সৃষ্টি করেছে যা এই সংকট শুরু হওয়ার পূর্বেও তেমন উন্নত ছিল না।

১.৩ প্রকল্প কম্পোনেন্ট

প্রস্তাবিত প্রকল্পের চারটি উপাদান নিচে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

কম্পোনেন্ট ০১ - মৌলিক সেবা, স্থিতিশীল অবকাঠামো, জরুরী সাড়াদান কর্মসূচী এবং লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি) প্রতিরোধ শক্তিশালী করা

উপ- কম্পোনেন্ট ১.কঃ স্থিতিশীল পানীয়-জল, পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থা

এই উপ- কম্পোনেন্টটির উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি এবং পরিচ্ছন্নতা বা স্যানিটেশন সুবিধা (জলবায়ু স্থিতিশীল বৈশিষ্ট্যগুলি অন্তর্ভূক্তিকরণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনে বিপদাপন্নতা এবং দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করা) প্রদান করা এবং সামাজিক ও লিঙ্গভিত্তিক সমন্বিত স্বাস্থ্যবিধি প্রচার।

এই উপ-কম্পোনেন্টটি পাইপযুক্ত ও বৃষ্টির পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সমন্বয়ে উন্নত জল সরবরাহ পরিষেবা স্থাপন করবে। পানি সরবরাহ প্রকল্প গঠিত হবে- ১) রেজিলিয়েন্ট মিনি পাইপড পানি সাপ্লাই স্কিম (বিদ্যমান টিউব ওয়েলসগুলি বন্যার স্তর থেকে উপরের প্ল্যাটফর্মে পুনঃস্থাপন এবং সৌর চালিত ফোটোভোল্টিক (পিভি) পাম্পিং সিস্টেম সাথে সংযুক্তকরণ) ২) রেজিলিয়েন্ট টিউব ওয়েলস (বিদ্যমান টিউব ওয়েলসগুলিকে বন্যার স্তর থেকে উপরের প্ল্যাটফর্মে পুনর্বাসন) ৩) মোবাইল ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্ট। ৪) জলবায়ু পরিবর্তনে বিপদাপন্নতা এবং চরম আবহাওয়া পরিস্থিতি বিবেচনার মাধ্যমে জল সম্পদ সুনির্দিষ্টকরণ এবং জলমানের পর্যবেক্ষণসহ জল সম্পদের প্রাপ্যতা নির্ধারণ, এবং ৫) পয়নিস্কাশন এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের জন্য একটি সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা এবং নকশা প্রণয়ন। এই কার্যক্রমগুলি জলসেবার গুণমান, স্থিতিস্থাপকতা, এবং স্থায়িত্ব উন্নত করার পাশাপাশি বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য পানির অভাব কমাবে।

এই সাব-কম্পোনেন্টটি স্থিতিশীল এবং পরিবেশ বান্ধব টেকসই স্যানিটেশন পরিষেবাও নিশ্চিত করবে। এটি নিরাপদ এবং গ্রহণযোগ্য স্যানিটেশন পরিষেবাদিকে অর্থায়ন করবে যা সমগ্র স্যানিটেশন পরিষেবা ব্যবস্থা যেমন, বদ্ধ স্থানে ধারন, সংগ্রহ, পরিবহন, এবং কঠিন বর্জ্য পদার্থের নিরাপদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে। এই সাবকম্পনেন্টের মাধ্যমে নিম্নোক্ত অবকাঠামোগুলি-তে সহায়তা প্রদান করা হবেঃ ১) উন্নীত প্ল্যাটফর্মে (বন্যা স্তরের উপরে) জলবায়ু স্থিতিশীল একক এবং কমিউনিটি ল্যাট্রিন (লিঙ্গ ভিত্তিক পৃথকীকরণের ব্যবস্থাসম্পন্ন, গোসল এবং কাপড় ধোয়ার সুবিধা, সেপ্টিক ট্যাংক, এবং সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সহ)। ২) বন্যা থেকে সুরক্ষা ব্যবস্থা সহ ক্যাম্পে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট নির্মাণ। ৩) সমন্বিত বর্জ্য এবং ফিকাল স্লাজ ব্যবস্থাপনা নির্মাণ (কো-কম্পোস্টিং প্ল্যান্ট এবং সৌর শক্তি ব্যবস্থা চালিত বর্জ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা, স্থিতিশীল উপরিকাঠামো এবং উত্থিত প্ল্যাটফর্ম) ৪) স্বাস্থ্যবিধি প্রচার, স্যানিটেশন সচেতনতা কর্মসূচি, পয়নিস্কাশন ব্যবস্থাপনা, এবং নিরাপদ পানি ব্যবহার, জলবায়ু বিপদাপন্নতা এবং দুর্যোগ ঝুঁকি সহ পানি এবং স্যানিটেশন কার্যক্রম, অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণের উপর প্রশিক্ষণ।

কম্পোনেন্ট ০১(খ) - মৌলিক সেবাসমূহ ,স্থিতিশীল অবকাঠামো, জরুরী/আপদকালীন সাড়াদান এবং লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ

এই সাব- কম্পোনেন্টটির লক্ষ্য হচ্ছে জেন্ডার (লিঙ্গ) এবং সামাজিকভাবে সমন্বিত পদ্ধতিতে মৌলিক পরিষেবাদি, জলবায়ু স্থিতিশীল অবকাঠামো, উন্নত জরুরী প্রতিক্রিয়া পরিষেবা নিশ্চিত করা এবং লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ কর্মসূচি স্থাপন করা।

এই সাব- কম্পোনেন্টটি যে সব কাজ বা কর্মসূচীতে অর্থায়ন করবে- ১) প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রস্তুতি এবং সহনশিলতা বৃদ্ধি করতে সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্বলিত জলবায়ু স্থিতিশীল সংযোগ ও জরুরী বহিষ্করনে সড়ক নির্মাণের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ; ২) জলবায়ু সহনশীল কালভার্ট ও সেতু নির্মাণ (ঝড়বৃষ্টির জল নিষ্কাশন নেটওয়ার্ক অংশ হিসেবে); ৩) বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জন্য গ্রামীণ বাজার মেরামত, পুনঃস্থাপন ও নির্মাণ; ৪) নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সৌর চালিত সড়কবাতি স্থাপন; ৫) ফুটপাত তৈরী; ৬) বজ্রপাত সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে ঝুঁকির তীব্রতা হ্রাস করা। স্থায়ীত্ব বাড়ানোর জন্য ও বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করতে সড়ক অবকাঠামোঝড়বৃষ্টির , জল নিষ্কাশন নেটওয়ার্ককালভার্ট , ও সেতু, ঢাল সুরক্ষা ব্যবস্থার পৃষ্ঠ পাকা করে দেয়া হবেএর ফলে ক্যাম্পে লজিস্টিক ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে। এই ; কার্যক্রম মাটি ক্ষয় এবং ভুপৃষ্ঠতঃ পানির দূষণ হ্রাস এবং স্বাস্থ্যবিধি অবস্থা উন্নত করতে সহায়তা করবে।

সাইক্লোনঝড়ো বাতাস থেকে রক্ষার জন্য জলবায়ু ,চ্ছাসজলো , সহনীয় বহুমূখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র/প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং জলবায়ু সহনীয় বহুমূখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র/কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা, সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা এবং জলবায়ু স্থিতিশীল সংযোগ সড়ক (বন্যার স্তরের উপরে) অর্থায়ন করবে এই উপ-কম্পোনেন্টটি।

এই উপ-কম্পোনেন্টটি জলবায়ু সংক্রান্ত ঝুঁকি ও , দুর্যোগপ্রস্তুতির- জন্য উন্নত জরুরী প্রতিক্রিয়া পরিষেবাকে সমর্থন করবে- ১জরুরী (প্রস্তুতি ও দুর্যোগকালীন জরুরী প্রস্থানের জন্য কনটিনজেন্সি পরিকল্পনা; ২) জল-আবহাওয়া সংক্রান্ত দুর্যোগগুলির জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক প্রাথমিক-সতর্কতা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ; ৩) দুর্যোগকালীন প্রাথমিক সাড়াদান প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত সংস্থাগুলি ও ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্সের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণ ও সরঞ্জাম সরবরাহ করা।

এই উপ-কম্পোনেন্ট উচ্চতর প্ল্যাটফর্মে (বন্যা স্তরের উপরে) নারী এবং কিশোরীদের জন্য নিরাপদ স্থান তৈরি করবে যা লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি) রেফারাল ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হবে এবং এগুলোর পরিচালনায় অর্থায়ন করবে। এটি লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ , বাড়িবাড়ি গিয়ে সেবাএকটি রেফারাল ,শালা আয়োজনকর্ম , ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে যা ব্যাংক এর চলমান স্বাস্থ্য সহায়তা প্রকল্প ও অন্যান্য উন্নয়ন অংশীদারের বিদ্যমান রেফারাল ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত হবে এবং কিশোরদের জন্য একটি জিবিভি প্রতিকার কর্মসূচী অর্থায়ন করবে।

১ (লিঙ্গ ভিত্তিক একটি অবহিতকরণ পদ্ধতিতে নারী ও মেয়েদের জন্য পরিষেবা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাসেবা (২ ; সরবরাহের জন্য শিশু বান্ধব এবং শারিরীক প্রতিবন্ধী বান্ধব পদ্ধতি অনুসরণ; ৩) কম্পোনেন্ট ২ এ উল্লেখিত স্থানীয় জনগণের মধ্যে জনসংযোগের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সেচ্ছাসেবীদের দ্বারা ঝুঁকিপ্রবণ গোষ্ঠীগুলির অন্তর্ভূক্তি ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; ৪) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য পানি ও স্যানিটেশন কমিটি গঠন; ৫) জ্বালানীর জন্য কাঠের সংগ্রহ- এ ধরণের কাজ থেকে নারীকে মুক্তি দেয়ার জন্য নারীদের জন্য স্থিতিশীল ও জলবায়ু-বান্ধব কর্মপদ্ধতি প্রতিষ্ঠার জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রকল্পের সুবিধাগুলি সমেতভাবে সবার কাছে পৌঁছানো নিশ্চিত করা হবে।

কম্পোনেন্ট ০২- সামাজিক স্থিতিশীলতা শক্তিশালীকরণ

এই কম্পোনেন্টটি কমিউনিটি পরিষেবাদি এবং ওয়ার্কফেয়ার স্কিমে ঝুকিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা সমাধান করবে। এই কম্পোনেন্ট এর অধীনে - বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী পরিবারগুলি সাব প্রজেক্ট এবং বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে যা ঝুকিগ্রস্তদের (মহিলা, শিশু, প্রতিবন্ধী এবং বৃদ্ধ) অবস্থার উন্নয়ন করবেতাদের ; কর্মসংস্থান প্রক্রিয়া জোরদার (জোট, প্রচার এবং জিআরএম কার্যক্রম মাধ্যমে) করবে; জলবায়ু এবং পরিবেশ ঝুঁকি নিরসনে অবদান রাখবে; পরিস্কার পরিবেশের মাধ্যমে ক্যাম্পে জীবনযাত্রার অবস্থার উন্নতি, এবং সমাজবিরুদ্ধ আচরণ প্রতিরোধ করবে।

চাহিদার ভিত্তিতে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে সাব প্রজেক্টগুলিতে অংশগ্রহণের জন্য সুবিধাভোগীদের নির্বাচন করা হবে। যেসব অন্তর্ভুক্তিমূলক কমিউনিটি পরিষেবাগুলিতে দুর্বল গোষ্ঠীগুলির জন্য উপ প্রকল্প-নির্বাচনে অগ্রাধিকার দেওয়া হবেএবং ক্যাম্প ; কর্তৃপক্ষ বিদ্যমান চাহিদার ভিত্তিতে ওয়ার্কফেয়ার স্কিমসমূহ সনাক্ত করবে। অংশগ্রহণকারী বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্যদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে; ওয়ার্কফেয়ার স্কিমের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি/সম্প্রদায়ের জনসংযোগ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ – এবং অংশগ্রহণের উপর নজর দেওয়া হবে। অংশগ্রহণের জন্য প্রদত্ত ভাতা নিরাপদ, স্বচ্ছ এবং সহজগম্য পদ্ধতির মাধ্যমে প্রদান করা হবে যেন পরিবারগুলি নিরাপদ ও সম্মানিত পরিবেশে খাদ্য এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রয় করতে সক্ষম হয়।

কম্পোনেন্ট ০২(ক) - কমিউনিটি সেবা

এই সাব-কম্পোনেন্টের উদ্দেশ্যগুলি হল ঝুকিপ্রবণ জনগোষ্ঠী যেমন শিশু, বৃদ্ধ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্প্রদায়ের পরিষেবার আওতায় অন্তর্ভূক্ত করা । রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবীদের একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এই জনসংযোগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে এবং প্রায় ৬০,০০০ সুবিধাভোগী পরিবারকে এর আওতায় নিয়ে আসা হবে। এটি - ১) অংশগ্রহণকারীদের ভাতা; ২) সহায়ক উপকরণ; ৩) ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম (যার মধ্যে পরিকল্পনা, সুবিধাভোগী নির্বাচন, অংশগ্রহণের তত্ত্বাবধান এবং ভাতা বিতরণ) অর্থায়ন করবে।

এই সাব-কম্পোনেন্টের সচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রমগুলির জন্য অংশগ্রহমূলক কার্যক্রমকে সমর্থন করবে যার মধ্যে রয়েছে: জলবায়ু এবং দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলা বা প্রশমন; ঘূর্ণিঝড়, বন্যা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কমিউনিটি ভিত্তিক প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থা; রান্নার জন্য দূষণমুক্ত জ্বালানী ব্যবহার যা জ্বালানী কাঠ ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করবে; পুষ্টি; শিশু নির্যাতন, বাল্য বিবাহ, জিবিভি, যৌন হয়রানি, এবং নারী ও শিশুদের পাচার প্রতিরোধ; অবৈধ মাদক ব্যবসা প্রতিরোধ। অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে শিশু যত্ন এবং বৃদ্ধ সহায়তা সেবা; সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক গ্রুপ দ্বারা পরিচালিত অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবক গ্রুপ, এবং অন্যান্য যোগাযোগ এবং প্রচার কার্যক্রম। এই কর্মকাণ্ডগুলি অংশগ্রহণকারীদের জন্য সুবিধাজনক স্থানে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পরিচালিত হবে যেন তা ফলপ্রসূ হয়। অংশগ্রহণকারী পরিবারগুলিকে অর্থ প্রদান বিশ্ব খাদ্য সংস্থা দ্বারা সমর্থিত ই-ভাউচার স্কিমের মাধ্যমে করা হবে। জাতিসংঘের একটি সংস্থা এবং একটি সুশিল সমাজ সংস্থা দ্বারা এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে এবং সেশন, লজিস্টিকস এবং পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা প্রকল্প ম্যানুয়ালে বর্ণনা করা হবে।

কম্পোনেন্ট ০২(খ) - কমিউনিটি ওয়ার্কফেয়ার

এই সাব-কম্পোনেন্টের লক্ষ্য হল জলবায়ু এবং দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমে, এবং শিবির পরিস্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমগুলিতে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সামাজিক কর্মকাণ্ডে ঝুঁকিপূর্ণ যুবকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজ-বিরুদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখা। শ্রমনির্ভর কার্যক্রমগুলিতে এ যুবকরা অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নত মানসিক অবস্থা অর্জন করবে যা ক্যাম্পের বসবাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করতেও সহায়তা করবে। এটি অর্থায়ন করবে- ১) যেখানে তারা বসবাস করে বা ক্যাম্পের সম্পদ রক্ষণবেক্ষণ কাজে এবং এ সকল কাজের বিনিময়ে মজুরি; ২) উপপ্রকল্পের জন্য মূলধন সরবরাহ; এবং ৩) অংশগ্রহণ ও বেতন বিতরণ তত্ত্বাবধান। মজুরি হার বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য বিদ্যমান ন্যূনতম মজুরিতে নির্ধারণ করা হবে এবং এটি জেলা কর্তৃপক্ষ এবং আইএসসিজি দ্বারা নির্ধারিত হবে। প্রতিটি সুবিধাভোগী পরিবারের প্রতিনিধি তিন বছরের জন্য সর্বাধিক ১২০ দিন কাজ করবে। এই কাজগুলো হচ্ছে সাধারণ জনগোষ্ঠীর কাজ যেমন ঢাল সুরক্ষামূলক কাজ, ঝড়ের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং ব্যাগ বাগান / মাটি ধারনের জন্য গাছপালা এবং বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি। এই কার্যক্রমগুলি ভূমিধস এবং মাটির ক্ষয়জনিত বিপদাপন্নতা হ্রাস করবে, ক্যাম্প এলাকাতে গাছের ছায়া দিবে ও কার্বন সিঙ্ক হিসেবে কাজ করবে, এবং ক্যাম্প এলাকায় অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে ভূমি ক্ষয় রোধ করবে। শ্রম-নিবিড় কাজগুলি অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে মেশিন-নির্ভরতা কমাবে এবং গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসে অবদান রাখবে।

প্রতিটি ক্যাম্পে সুবিধাভোগী সংখ্যা ওই কাম্পের জনসংখ্যার অনুপাতে নির্বাচন করা হবে। বিদ্যমান মজুরি হারে প্রায় ৪০,০০০ পরিবারের থেকে সক্ষম পাপ্তবয়স্করা (প্রায় ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সী) কাজ করতে স্বেচ্ছায় নিয়োজিত হবে। যদি যোগ্য প্রার্থীদের সংখ্যা অংশগ্রহণের সুযোগপ্রাপ্তির সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যায়, তবে সুবিধভোগী নির্বাচন করার জন্য "আগে আসলে আগে পাওয়া যাবে" পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। একটি অংশগ্রহণ তালিকা রাখা হবে। প্রতিটি পরিবারকে প্রাথমিকভাবে যোগ্য প্রতিনিধি হিসাবে দুইজন যোগ্য প্রাপ্তবয়স্কদের নিবন্ধন করার অনুমতি দেওয়া হবে এবং বিকল্প কাজকর্মগুলিতে ধারাবাহিক অংশগ্রহণ এবং অর্থপ্রদান নিশ্চিত করার জন্য পরিবারের প্রতিনিধিত্বকারী ও বিকল্প কেউ তার পক্ষে কাজ করতে পারে।

জাতিসংঘ সংস্থা / সিএসও-এর সাথে মিল রেখে সিআইসি উপ-প্রকল্পগুলিকে চিহ্নিত করবে ও বাস্তবায়নের জন্য সহায়তা প্রদান করবে। আরআরআরসি সেসব প্রকল্পগুলিকে বাস্তবায়ন করার অনুমোদন দেবে যেগুলি ৮০ শতাংশের মজুরি ই-ভাউচার ব্যবহার করে প্রদান করা হবে। ক্যাম্প এর জন্য নির্বাচিত যোগ্য উপ-প্রকল্প সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর চাহিদা এবং স্বার্থ রক্ষা করবে। যোগ্যতার পূর্বনির্ধারণ হিসাবে, ক্যাম্পগুলি সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা এবং স্থান পরিচালনার জন্য রেকর্ড ব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে, যা পরিবারগুলির জন্য আরও কাজের সুযোগ সৃষ্টি করবে। সিএসও সম্পদের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য নিযুক্ত হবে। অংশগ্রহণকারী পরিবারগুলিকে বিশ্ব খাদ্য সংস্থা দ্বারা সমর্থিত ই-ভাউচার স্কিমের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করা হবে। উপ-প্রকল্প এবং যোগ্যতার মানদণ্ডের বিশদ বিবরণ প্রকল্প অপারেশন ম্যানুয়ালে বিস্তারিত জানানো হবে।

কম্পোনেন্ট ০৩- বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সেবা ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

এই কম্পোনেন্টটির উদ্দেশ্য হচ্ছে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সাড়াদান (দুর্যোগকালে প্রতিক্রিয়া সহ) পরিকল্পনা এবং সমন্বয় করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনার ও সমন্বয় সাধন করা। এতে জলবায়ু বিপদাপন্নতা এবং দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবেলার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সরঞ্জাম, সিস্টেম এবং জনবল বৃদ্ধিসহ বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনগুলি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

কম্পোনেন্ট ০৩(ক) - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, এনটিএফ, শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার, সিআইসি, এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশে অনুরূপ বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর প্রবাহ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর রেফিউজি সেলটি উদ্বাস্তু সম্পর্কিত কার্যক্রমসমূহ সমন্বয়ে নেতৃত্ব দেয় এবং তা *শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার*ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে থাকে (জেলা পর্যায়ে আরআরআরসি এবং ক্যাম্প স্তরে সিআইসি প্রতিনিধিত্ব করে)। বাংলাদেশ সরকারের অ্যালোকেশন অফ বিজনেস (ডিসেম্বর ২০১৪ এ সংশোধিত) অনুসারে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ছাড়া জরুরি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সকল কার্যক্রম সমন্বয় করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় দায়িত্বশীল। তবে, বর্তমান রোহিঙ্গা সংকটে এই কেন্দ্রীয় সমন্বয় ভূমিকা শক্তিশালী করতে জাতীয়, জেলা ও ক্যাম্প পর্যায়ে শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে এমওডিএমআর এর সক্ষমতা বাড়ানো প্রয়োজন।

জাতীয় পর্যায়ঃ জাতীয় পর্যায়ে, এই উপ-কম্পোনেন্টটির লক্ষ্য হল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং এনটিএফের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং চরম হাইড্রোমেট জাতীয় দুর্যোগসমূহ হতে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা, সমন্বয় ও প্রতিক্রিয়া প্রস্তুতি; এর অন্তর্ভূক্ত কার্যক্রমসমূহ হচ্ছে - ১) জরুরী এবং উদ্বাস্তু ব্যবস্থাপনা, প্রতিক্রিয়া এবং সমন্বয় নীতি সংলাপ; ২) শরণার্থী ব্যবস্থাপনা এবং সাড়া দান কার্যক্রম সংক্রান্ত সেরা অনুশীলনের উপর একই অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অন্যান্য দেশের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময়; ৩) উদ্বাস্তু সংকট উন্নয়ন তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের পাশাপাশি সুবিধা স্থানান্তর প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ এবং ৪) কেন্দ্রীয় স্তরের যোগাযোগ এবং রিপোর্টিং প্রক্রিয়া।

শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনঃ এই ইউনিটটির সমন্বয় সক্ষমতা জোরদার করতে কক্সবাজারে (বিপর্যয়কালীন/ বিপর্যয়পরবর্তী) বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর নজরদারি এবং রিপোর্ট করা সহ - ১) ক্যাম্পগুলিতে মাল্টি-এজেন্সী কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে প্রযুক্তিগত পরামর্শ; ২) তথ্য ব্যবস্থা, সরঞ্জাম এবং রিপোর্টিং প্রক্রিয়া পরিচালনা, সুবিধা স্থানান্তর প্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধান এবং শরণার্থী রেজিস্ট্রি পরিচালনা; ৩) উন্নত সমন্বয়ের জন্য সরবরাহ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা; ৪) এবং শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনে সমন্বয়কারীর পরামর্শদাতাদের বেতন প্রদান ইত্যাদি করা হবে।

ক্যাম্পস্তরেরঃ সিআইসির গভর্নেন্স এবং বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য জনসংযোগ সক্ষমতা (দুর্যোগের জরুরী প্রতিক্রিয়া সহ) শক্তিশালী করার পাশাপাশি রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবী নেটওয়ার্কের উন্নয়নের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জনগণকে অংশগ্রহনে উৎসাহিত করা এর উদ্দেশ্য। এই ক্রিয়াকলাপ অর্থায়ন করবে: ১) সিআইসি পর্যায়ের ২ জন স্টাফ (একজন জিআরএম এবং একজন স্বেচ্ছাসেবী নেটওয়ার্ক সুপারভাইজার); ২) অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, কমিউনিটি সংসৃষ্টতা, এবং জেন্ডার মেইনস্ট্রিমিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা।

বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহন কাঠামো (স্বেচ্ছাসেবী নেটওয়ার্ক); বর্তমানে সিআইসি কর্মীরা রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের নেতাদের (মাঝি নামে পরিচিত) একটি স্বেচ্ছাসেবক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সমাবেশ করে। এই প্রকল্পটি স্বেচ্ছাসেবক নেটওয়ার্ককে সরকারের প্রধান বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী সংশ্লিষ্ট জনসংযোগ কাঠামো হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করবে যা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় এর আউটরিচ, আচরণ পরিবর্তনগত (ট্রেইনিং অফ ট্রেইনারস কৌশলের মাধ্যমে) যোগাযোগ মাধ্যম এবং সর্বশেষ ডেলিভারি ব্যবস্থা হিসাবে কাজ করবে। নারী ও অন্যান্য দুর্বল গোষ্ঠীগুলিকে যথাযথভাবে বিবেচনায় রেখে স্বেচ্ছাসেবকদের একটি স্বচ্ছ, অন্তর্ভুক্তি এবং প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতিতে নির্বাচিত করা হবে এই প্রক্রিয়াতে। এই ডিআরপি জনসংযোগ কাঠামো শুধুমাত্র রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী, বিশেষত নারীদের জন্য সামাজিক স্থিতিশীলতা কার্যক্রমই(উপ-কম্পোনেট ২(ক) এর কমিউনিটি পরিষেবার অন্তর্গত)পরিচালনা করবে না, বরং , এটি প্রচার এবং সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রমগুলিকে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও ভাষাকে প্রাসঙ্গিক করারও প্রয়াস করবে। এই উদ্দেশ্যে, এই সাব-কম্পোনেন্টটি একটি বিশেষায়িত সংস্থা (এসসিও) কে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জনসংযোগ ও অন্তর্ভূক্তি কাঠামো ব্যবস্থা কার্যকর এবং সহজতর করার জন্য অর্থায়ন করবে। এসসিও অভিযোগের রেকর্ডিং এবং কমিউনিটিকে মতামত প্রদানের জন্য সিআইসি অফিসে অভিজ্ঞ কর্মীদের নিয়োগ দেবে। সংস্থাটি ডিআরপি জনসংযোগ ও অন্তর্ভূক্তিকরণ প্রক্রিয়াটি সহজতর, তত্ত্বাবধান ও নিরীক্ষণ করবে, এ প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে: ১) স্বেচ্ছাসেবীদের নির্বাচন এবং প্রশিক্ষণ; ২) পর্যবেক্ষণ এবং রিপোর্টিং কার্যক্রম; ৩) পর্যায়ক্রমিক সিআইসি-স্বেচ্ছাসেবক বৈঠক; এবং ৪) আইইসি উপকরণ বিতরণ।

কম্পোনেন্ট ০৩(খ) - স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, এবং বাংলাদেশ সরকারের পরিষেবাদি শক্তিশালীকরণ

এই সাব-কম্পোনেন্টটি বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের জন্য সরকারি সংস্থাগুলির সক্ষমতা শক্তিশালী করবে এবং বিশেষত কক্সবাজার এলাকায় সম্ভাব্য জরুরী অবস্থা এবং জলবায়ু সংক্রান্ত চরম ঘটনাগুলির পটভূমিতে সাড়াদান ব্যবস্থা শক্তিশালী করবে। সাব-কম্পোনেন্টটি জাতিসংঘ, অন্যান্য বিশেষায়িত সংস্থা এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে মৌলিক পরিষেবাগুলি, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং জরুরী প্রতিক্রিয়া পরিষেবাদি প্রদানের ক্ষেত্রে, পদ্ধতি ও সক্ষমতাগুলির সমন্বয় বা স্থানান্তরকে উত্সাহিত করবে এবং বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পরিষেবা সরবরাহ পদ্ধতির মানবিক অবস্থান থেকে রাষ্ট্রীয় অবস্থানে ক্রমবর্ধমান রূপান্তরের উপর গুরুত্ব আরোপ করবে।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনায় ওয়াটার অ্যান্ড স্যুয়ারেজ অথরিটি (ওয়াসা) এর আধিকারিক এলাকা ছাড়া জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশের অন্যসব স্থানে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার জন্য দায়ীত্বশীল। উন্নত জলবায়ু স্থিতিশীল পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধাগুলি বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য নিরসন ও বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠা করতে অবদান রাখবে।

বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সেবা প্রদানের জন্য এই সাব-কম্পোনেন্টটি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নত করবেঃ ১) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্মীদের প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ; ২) ক্যাম্প স্যানিটেশন, পনি নিস্কাশন ব্যবস্থাপনা, এবং নিরাপদ পানি ব্যবহারের উন্নতির জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর প্রযুক্তিগত ক্ষমতা শক্তিশালীকরণ; ৩) মাঠ পর্যায়ের জনস্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ; ৪) কমিউনিটি ওয়াশ পরিচালনার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর গ্রামীণ ও নগর অবকাঠামো এবং ক্ষুদ্রাকার পর্যায়ে পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধানতম সংস্থা। এ ছাড়া সংস্থাটি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ এবং ব্যাংক-অর্থায়নে সকল বহুমূখী দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্রগুলির জন্য বাস্তবায়ন সংস্থা হিসাবে কাজ করে। সংস্থাটি দুর্যোগের পরে সড়ক, সেতু, কালভার্টের মেরামত, জরুরি নির্মাণ, ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও দায়ীত্বশীল। এই সাব-কম্পোনেন্টটি বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ক্যাম্পের এবং এর আশেপাশের এলাকায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে: ১) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্মীদের প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ; ২) বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ক্যাম্পে এবং আশেপাশের সড়ক ও সংশ্লিষ্ট পানি নিষ্কাশন নেটওয়ার্কগুলির রক্ষণাবেক্ষণ উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর প্রযুক্তিগত সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ; ৩)অতিরিক্ত স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধির ব্যবস্থাগুলি মূল্যায়ন করার জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

এর জন্য প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা তৈরির কর্মসূচি এবং বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীরক্যাম্পের মধ্যে এবং আশপাশে রাস্তার কাজগুলির ডিজাইনে ভূতাত্ত্বিক ঝুঁকি (ভূমিকম্প এবং ভূমিধ্বস) সংক্রান্ত স্থিতিশীলতা বিবেচনা করার জন্য নির্দেশিকা প্রস্তুত করন; ৪) এবং বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সেবা প্রদানের জন্য নতুন সাইট পরিকল্পনা প্রস্তুতিতে কৌশলগত সহায়তা এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো (অভ্যন্তরীণ সড়ক, সৌরবিদ্যুৎ চালিত সড়ক বাতি, বজ্রপাত হতে সুরক্ষা ব্যবস্থা,পানি নিষ্কাশন, বাজার) সনাক্ত করণ। জলবায়ু বিপদাপন্নতা এবং বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিপর্যয়ের ঝুঁকি বিবেচনা করে এই উপ-কম্পোনেন্ট ১) বিপত্তি, বিপদাপন্নতা এবং ঝুঁকি নিরসনে সক্ষমতা তৈরির সেশন সেশন প্রদান করবে; এবং ২) ডিআরপি ক্যাম্পে জরুরি সংকটের সময় সাড়া দান করবে।

লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য পরিষেবা শক্তিশালীকরণঃ এই উপ-কম্পোনেন্টটির অধীনে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতার মূল্যায়ন পরিচালনা করার জন্য লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে পরিষেবাগুলির জন্য বর্তমান চাহিদা, আওতা এবং গুণগতমান, এবং ঘাটতি নির্ধারণ করে একটি বিশেষ সংস্থা নিয়োগ করবে, এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক প্রতিবন্ধকতাগুলি চিহ্নিত করবে। এই মূল্যায়ন প্রকল্প কার্যক্রমগুলিতে বিস্তৃত লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও চিকিৎসা পদ্ধতির নকশা, স্থানীয় শ্রম অংশগ্রহণ কৌশল, এবং শ্রম নিয়োগ / পরিচালনার কৌশলগুলি অন্তর্ভুক্ত করবে এবং এজন্য একটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। এই কার্যকলাপটি সরাসরি কম্পোনেন্ট ১(খ) কার্যক্রম, লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও চিকিৎসা পরিষেবা কর্মসূচীর সাথে যুক্ত।

কম্পোনেন্ট ০৪- আপদকালিন জরুরী সাড়া দান কম্পোনেন্ট (সিইআরসি)

এই কম্পোনেন্টটির উদ্দেশ্য অপ্রত্যাশিত জরুরী প্রয়োজন পূরণ করা। একটি বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে, সরকার ডিআরপির সুবিধার জন্য প্রতিক্রিয়া এবং পুনর্গঠনকে সহায়তা করার জন্য এই কম্পোনেন্টের অধীনে (বর্তমানে বরাদ্দ শূন্য) প্রকল্প তহবিলের পুনঃ-বরাদ্দ করতে অনুরোধ করতে পারে। নিম্নলিখিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে সিইআরসি-র অধীনে বিতরণ চলবে: ১)বাংলাদেশ সরকার দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে এমন যে কোন উপযুক্ত সংকট বা জরুরী অবস্থা ঘটেছে, যা সরকার ব্যাংককে অবহিত করেছে এবং ব্যাংক সম্মত হয়েছে; ২) অর্থ মন্ত্রণালয় আপদকালিন জরুরী সাড়াদান (সিইআর) বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে এবং গ্রহণ করেছে এবং ব্যাংক সম্মত হয়েছে; ৩) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সিইআরসি এর অধীনে যোগ্য অর্থায়নের জন্য সিইআর বাস্তবায়ন পরিকল্পনা থেকে সমস্ত কার্যক্রমের জন্য ব্যাংক নির্দেশিকা অনুসারে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রস্তুত, গ্রহন এবং প্রকাশ করেছে; এবং ৪) কম্পোনেন্টের অধীনে ব্যয়গুলি হতে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী উপকৃত হবে।

১সম্ভাব্য প্রভাব ৪.এই প্রকল্প কার্যক্রমের কারনে ক্যাম্পের ভিতরে এবং বাহিরে হোস্ট কমিউনিটিগুলিতে সামাজিক প্রভাব পড়বে। সবগুলি ক্যাম্পে প্রকল্পের অধীনে অবকাঠামো সেবা এবং পরিষেবা বিধানের উদ্দেশ্যে কিছু কাঠামো স্থানান্তর বা পুনঃনির্মাণ করা দরকার হতে পারে (এ সংখ্যা সীমিত এবং ক্যাম্পের আশেপাশে দ্রুত পুনঃনির্মাণ কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ) । ক্যাম্পের অভ্যন্তরে কোনও স্থাপনা ও আশ্রয়ের স্থানান্তর এবং স্থানান্তরণ সম্পূর্ণরূপে ঐচ্ছিকভাবে সম্পন্ন করা হবে (যথাযথ পরামর্শ প্রক্রিয়া এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সাথে চুক্তির মাধ্যমে হতে হবে) এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক কাঠামোগুলি অন্যত্র স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরেই তা করতে হবে (তাঁবু, বাঁশের এবং প্লাস্টিকের শিটের কাঠামোগুলি অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন করা যায়)। ক্যাম্পের অভ্যন্তরে কোন জমি অধিগ্রহন করা হবেনা।

হোস্ট কমিউনিটির জন্য রাস্তা/সেতু নির্মান ও পরিবর্ধন, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মানের ফলে কিছু স্কোয়াটার ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। নির্মানকাজের সময় কিছু কৃষিজমি ও সম্পদেরও ক্ষতি হতে পারে। যদি নতুন জমির প্রয়োজন হয়, তাহলে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছায় প্রদান করা জমি গ্রহনের চেষ্টা করবে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে জমি না পাওয়া গেলে ও.পি. ৪.১২ এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ অনুযায়ী জমি গ্রহন করা হবে। বিশেষতঃ ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির ক্ষেত্রে মালিকদের ক্ষতিপূরণের জন্য (শস্য বিনষ্ট, নির্মাণসামগ্রী পরিবহণ ও মজুতকরণ এর কারনে ক্ষতি প্রভৃতি) পূর্বসতর্কতা হিসেবে ও.পি. ৪.১২ ব্যবহার করা হবে।

সারণী ১: প্রকল্পের প্রভাব এবং তাৎপর্য

প্রভাব	কার্যক্রম	প্রভাবের তাৎপর্য
ভূমি	কম্পোনেন্ট ১ ও ২ এর অধীনে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ স্কিম এবং নলকূপ স্থাপন (বিদ্যমান নলকূপ পুনর্বাসন), মোবাইল ডেস্যালিনেশন প্ল্যান্ট, পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা, কমিউনিটি ল্যাট্রিন, দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্রের উন্নয়ন, এবং গ্রামের রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি করা হবে। ক্যাম্পের মধ্যে জমি অধিগ্রহণের কোন অনুমতি নেই।	প্রকল্প প্রভাব সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখতেক্যাম্পের মধ্যে জমি অধিগ্রহণ করা হবে না। যদি স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিগ্রহণ অনিবার্য হয়, সেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ ওপি ৪.১২ এবং এআরপিএ ২০১৭ অনুসারে প্রদান করা হবে। যদি ভূমি গ্রহণের প্রয়োজন হয় তবে প্রকল্পটি ভাড়া বা স্বেচ্ছা-দান পদ্ধতিতে জমি নেবে। ক্যাম্প এলাকায় বেশিরভাগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। হোস্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে কার্যক্রমগুলি বিদ্যমান সড়ক, কালভার্ট ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। দুর্যোগ আশ্রয়গুলি বিদ্যমান বিদ্যালয়গুলিতে বা সরকারী ভূমিতে নির্মিত হবে। প্রকল্পের জন্য যদি কোনও ব্যক্তিগত জমি প্রয়োজন হয় তবে ভূমি মালিকদের সাথে পূর্বে পরামর্শের মাধ্যমে এটি স্বেচ্ছা-দান পদ্ধতি ব্যবহার করে নেওয়া হবে।

প্রভাব	কার্যক্রম	প্রভাবের তাৎপর্য
বাসস্থান ও ব্যবসায়িক স্থাপনা	প্রকল্প কার্যক্রমের কারণেক্যাম্পের মধ্যে কয়েকটি অস্থায়ী কাঠামো স্থানান্তরের প্রয়োজন হতে পারে। হোস্ট কমিউনিটি এলাকা থেকে আবাসিক বা বাণিজ্যিক কাঠামো স্থানান্তর প্রয়োজন পড়বে এমন কোন কার্যক্রম এই প্রকল্প পরিচালনা করবে না।	কোন স্থায়ী কাঠামো প্রকল্পের কার্যক্রম দ্বারা প্রভাবিত না হওয়ায় প্রকল্প প্রভাব সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকবে । নির্মাণকালীন সময়ে কেবল অস্থায়ী কাঠামোগুলি সাময়িক ভিত্তিতে প্রভাবিত হতে পারে।
কমিউনিটির সম্পদ	কোন কমিউনিটিভিত্তিক সম্পত্তি প্রকল্পের দ্বারা প্রভাবিত হবে না। কমিউনিটিভিত্তিক সম্পত্তি প্রভাবিত করতে পারে এই প্রকল্প এমন কোন কার্যক্রম গ্রহণ করবে না।	প্রকল্পের প্রভাব অত্যন্ত কম।
উদ্ভিদ	প্রকল্পের কার্যক্রমে গাছ কাটা এড়ানো হবে।	প্রকল্পের প্রভাব অত্যন্ত কম। অধিকন্তু, প্রকল্পের অধীনে ক্যাম্প এলাকায় এবং স্থানীয় জনগনের বসবাসের এলাকার মধ্যে গাছ লাগানো হবে ।
স্কোয়াটারস বা অস্থায়ী বসতি	বিদ্যমান সড়ক বা কালভার্ট নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণের সময় কিছু স্কোয়াটারস ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	প্রকল্পের প্রভাব অত্যন্ত কম। যদি কোন স্কোয়াটার ক্ষতিগ্রস্থ হয়, এটি অস্থায়ী ভিত্তিতে হবে এবং এই প্রকল্প বিশ্বব্যাংক সুরক্ষা নীতি অনুসারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে।
শ্রম প্রবাহ	প্রকল্পের নির্মাণ কাজের সময় শ্রমিক প্রয়োজন হবে।	প্রকল্পের প্রভাব ইতিবাচক হবে। সকল অদক্ষ শ্রমিক রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী থেকে নিযুক্ত হবে। শ্রম প্রবাহের প্রভাব কম হবে।

তাছাড়া, সামাজিক মূল্যায়ন (সামাজিক স্ক্রীনিং এবং প্রভাব মূল্যায়ন) এর সময় উপকারভোগীদের চাহিদা, প্রয়োজনীয়তা, সক্ষমতা, সীমাবদ্ধতা, প্রকল্প কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ইচ্ছা ইত্যদি নিশ্চিত করার জন্য দারিদ্র্য, জেন্ডার এবং সামাজিক ঝুঁকি সম্পর্কিত নির্দিষ্ট বিষয়সমূহ, জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি) এবং যৌন সহিংসতা এবং অপব্যবহার (এসইএ) এর ঝুঁকি মূল্যায়ন করা হবে। সামাজিক মূল্যায়ন জনসংখ্যা, আয়, পেশা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের অবস্থা ও উদ্বেগ, জিবিভি, জেন্ডার এবংএসইএ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করে একটি বেসলাইন আর্থ-সামাজিক ও দারিদ্র্য প্রোফাইল প্রস্তুত করবে। সকল তথ্যসমুহ আয় গোষ্ঠী, জনমিতিক, এবং জেন্ডার ভিত্তিক বিষয় বিবেচনায় আলাদাভাবে যাচাই ও মূল্যায়ন করা হবে।

২.০ পুনর্বাসনে নীতি, আইন এবং সরকারি নীতিমালা

২.১ বাংলাদেশ সরকারের জমি অধিগ্রহণের নীতিমালা

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন (এআরআইপিএ) ২০১৭—বাংলাদেশে ভূমি অধিগ্রহণের প্রধানতম আইনি কাঠামো। এআরআইপিএ ২০১৭ এর ধারা ৪(১) এর অধীনে জেলা প্রশাসক (ডিসি) অধিগ্রহণের নোটিশ প্রদানের তারিখে সম্পদের মূল্য নির্ধারণ করেন। তারপরে অধিগ্রহণে বাধ্যকতা থাকায় স্থায়ী ফসল, কাঠামো এবং আয় হ্রাসের ক্ষতিপূরণের জন্য জেলা প্রশাসক জমির নির্ধারিত মূল্যের মান ২০০% বাড়িয়ে এবং অতিরিক্ত ১০০% প্রিমিয়াম বাড়িয়ে ক্ষতিপুরণের পরিমাণ নির্ধারণ করেন। এভাবে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণকে নগদ ক্ষতিপূরণ (সিসিএল) বলা হয়। আইনগতভাবে লিখিত চুক্তির অধীনে ভাড়াটে (বর্গাদার) দ্বারা চাষ করা জমি যদি অধিগ্রহণ করা হয়, আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদানের অর্থ চুক্তি অনুসারে ভাড়াটেদের নগদ প্রদান করতে হবে। ১৯৮২ সালের পূর্ববর্তী এআরআইপিও কোন উদ্দেশ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধিত প্রার্থনার স্থান বা উপাসনালয়, কবর, এবং শ্মশান অধিগ্রহণের নির্দেশ দেয়নি। তথাপি, এআরআইপিএ ২০১৭ এর ধারা ৪(১৩) এর অধীনে নতুন আইনটি এই ধরণের সম্পত্তিগুলির অধিগ্রহণকে অনুমতি দেয়, যদি এটি জনসাধারণের উদ্দেশ্যের জন্য হয় এবং প্রকল্প যে স্থান বা জমি অধিগ্রহণ করে সেই একই উদ্দেশ্যে ব্যবহারযোগ্য অন্য কোনও উপযুক্ত স্থানে অনুরূপ ধরনের সম্পদ সরবরাহ করে। ইতোপূর্বে প্রকল্প উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করা জমি কিংবা সে জমি থেকে সরিয়ে নেওয়া স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এবং/অথবা সরকারি খাস জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না, তাই এই আইনের অধীনে ক্ষতিপূরণের জন্য বিবেচনা করা হয় না। একটি বিশেষ পাবলিক উদ্দেশ্য অধিগ্রহণ করা জমি অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। নতুন আইনের ধারা ৪(২) এর অধীনে বেসরকারি সংস্থাসমূহ উন্নয়নের জন্য সরকারকে জমি অধিগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করতে পারে। অধিকন্তু, ধারা ১৫ এর অধীনে নতুন আইনে আংশিক অধিগ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট একটি বাড়ি মালিক কর্তৃক সম্পূর্ণ অধিগ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাতে পারে। সরকার অধিগ্রহণকৃত সম্পদের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। ১৯৮২ সালের পূর্ববর্তী অধ্যাদেশে ভূমি অধিগ্রহণের ফলে অননুমোদিত অধিবাসীদের (স্কোয়াটার), দখলদার, এবং অনানুষ্ঠানিক ভাড়াটে এবং অনিবন্ধিত লিজ-হোল্ডারদের উপর সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবগুলি চিহ্নিত ছিল না এবং ক্ষতিপূরণ বা অন্য কোন সহায়তার ব্যবস্থা ছিল না। অধিকন্তু, অধ্যাদেশটিতে জীবিকা হারানো ও আয় হ্রাসের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা ছিল না।

সারণী ২: স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন ২০১৭ এর অধীনে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া

সংশ্লিষ্ট ধারা	ধাপসমূহ	দায়িত্ব
ধারা ৪(১)	সম্পত্তি অধিগ্রহণে প্রাথমিক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	জেলা প্রশাসক
ধারা ৪(৩)(১)	ধারা ৪(১) বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পূর্বে; • ভিডিও, ছবি বা উপযুক্ত প্রযুক্তির মাধ্যমে স্থল, কাঠামো এবং গাছের বর্তমান অবস্থা চিহ্নিত করতে হবে	জেলা প্রশাসক
	ধারা ৪(১) এর প্রকাশনার পরে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের যৌথ যাচাইকরণ সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে পরিচালিত হওয়া উচিত।	জেলা প্রশাসক
ধারা ৪(৭)	ধারা ৪(১) এর অধীনে প্রারম্ভিক নোটিশ প্রকাশের পর, যদি কোন পরিবারের মালিকানাধীন জমিটির অবস্থা পরিবর্তিত হয় তবে পরিবর্তিত অবস্থা যৌথ যাচাই নোটিশে যোগ করা হবে না।	জেলা প্রশাসক
ধারা ৪(৮)	যদি ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি যৌথ যাচাই মূল্যায়ন নিয়ে সন্তুষ্ট না হন তবে সে ৪(১) নোটিশ প্রদানের ৭ দিনের মধ্যে ডেপুটি কমিশনারকে অভিযোগ করতে পারে।	ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি
ধারা ৪(৯)	অভিযোগ পাওয়ার পর ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে ডেপুটি কমিশনারের শুনানি হতে হবে। সরকারি অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে শুনানি ১০ কার্যদিবসের মধ্যে হতে হবে।	জেলা প্রশাসক
ধারা ৫(১)	ধারা ৪(১) প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে অধিগ্রহণের জন্য আপত্তি।	ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি
ধারা ৫(২)	জেলা প্রশাসক ধারা ৫(১) প্রকাশের তারিখের ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে শুনানির প্রতিবেদন জমা দিবেন। সরকারি অগ্রাধিকার প্রকল্পের ক্ষেত্রে এটি ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে থাকবে।	জেলা প্রশাসক
ধারা ৫(৩)	জেলা প্রশাসক রিপোর্ট করবে - (১) সরকারকে ১৬.৫০ একরের বেশি সম্পদ অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে; (২) বিভাগীয় প্রশাসককে ৫০ বিঘার কম অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে রিপোর্ট করবে। জেলা প্রশাসক কোন অভিযোগ না থাকলে তদন্তের ৩০ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবে। সরকারি অগ্রাধিকার প্রকল্পের ক্ষেত্রে এটা ১৫ দিন হবে।	জেলা প্রশাসক
ধারা ৬(১)(১)	ধারা ৫(৩) এর অধীনে জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৬০ কার্যদিবসের মধ্যে সরকার অধিগ্রহণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।	সরকার
ধারা ৬(১)(২)	ধারা ৫(৩) এর অধীনে জেলা প্রশাসক কর্তৃক রিপোর্ট জমা দেওয়ার পর ১৫ দিনের মধ্যে বা যথাযথ কারণ সাপেক্ষে ৩০ দিনের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।	বিভাগীয় প্রশাসক
ধারা ৭(১)	সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের নোটিশ প্রকাশ এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি পেশ	জেলা প্রশাসক
ধারা ৭(২)	ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে তাদের ক্ষতিপূরণের দাবি পেশ করবে (অগ্রাধিকার প্রকল্প ৭ দিনের মধ্যে)।	ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি

সংশ্লিষ্ট ধারা	ধাপসমূহ	দায়িত্ব
ধারা ৭(৩)	ধারা ৭(১) নোটিশ প্রদানের ১৫ দিনের মধ্যে শেয়ারহোল্ডারসহ সকল আগ্রহী ব্যক্তির কাছে ব্যক্তিগত নোটিশ প্রদান করতে হবে।	জেলা প্রশাসক
ধারা ৮(১)	ধারা ৪ নোটিশ প্রদানের তারিখ হিসাবে অধিগ্রহনের জন্য নির্ধারিত সম্পত্তির মূল্যায়ন করে জেলা প্রশাসক ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করবেন এবং তদানুযায়ী ক্ষতিপূরণ বরাদ্দ করবেন।	জেলা প্রশাসক
ধারা ৮(৩)	জেলা প্রশাসক ক্ষতিপূরণের জন্য আগ্রহী পক্ষকে জানাবে এবং ৭ দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণ প্রদানকারী সংস্থা/ব্যক্তির কাছে অনুমিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ পাঠাবে।	জেলা প্রশাসক
ধারা ৮(৪)	সংশ্লিষ্ট সংস্থা/ব্যক্তি ১২০ দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণের অর্থ জেলা প্রশাসকের কাছে জমা দিবে।	জেলা প্রশাসক
ধারা ৯(১)	সম্পদের মূল্যায়নকালে, জেলা প্রশাসক নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করবে: (১) গত ১২ মাসে একই শ্রেণীর ভূমির গড় বাজার মূল্য; (২) বিদ্যমান ফসল ও গাছের উপর প্রভাব; (৩) অন্যান্য অবশিষ্ট সংলগ্ন সম্পত্তির ওপর প্রভাব; (৪) সম্পত্তি এবং আয় এর ওপর প্রভাব; এবং (৮) ব্যবসা, বাসস্থান ইত্যাদির পুনর্বাসন খরচ।	জেলা প্রশাসক
ধারা ৯(২)	বর্তমান মৌজা হারের অতিরিক্ত ২০০% অনুমিত মানের ওপর ক্ষতিপূরণ যোগ করা হয়। বেসরকারি সংস্থা অধিগ্রহণ করলে ক্ষতিপূরণ ৩০০% হবে।	জেলা প্রশাসক
ধারা ৯(৩)	ধারা ৯(১) ও (২) এর অধীনে উল্লেখ করা প্রভাবগুলির জন্য বর্তমান বাজার মূল্যের ওপরে অতিরিক্ত ১০০% ক্ষতিপূরণ।	জেলা প্রশাসক
ধারা ৯(৪)	উপরে-উল্লিখিত উপ-ধারাগুলোর অধীনে স্থানান্তরের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
ধারা ১০(১)	সংস্থা/ব্যক্তি থেকে আমানত প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে।	জেলা প্রশাসক
ধারা ১০(২)	যদি কোন দাবিদার ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ নিতে সম্মত না হন বা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার যোগ্য কোন ব্যক্তি পাওয়া না যায় বা ক্ষতিপূরণ দাবি সম্পর্কিত বিরোধের ক্ষেত্রে ডেপুটি কমিশনার প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে ক্ষতিপূরণের অর্থ জমা রাখবে ও জেলা প্রশাসক ভূমি অধিগ্রহণ করবে। যদি কোন ব্যক্তি জমির মালিকানা সম্পর্কে অভিযোগ করেন, সেক্ষেত্রে আপীলের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ সংগ্রহ করতে পারবে। এই জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নেই।	জেলা প্রশাসক
ধারা ১২	যখন অধিগ্রহণ করা সম্পত্তিতে বর্গাদার কর্তৃক আবাদকৃত বিদ্যমান ফসল থাকে, সেক্ষেত্রে এই ক্ষতিপূরণ জেলা প্রশাসক দ্বারা নির্ধারিত হবে এবং নগদ প্রদান করা হবে।	জেলা প্রশাসক

২.২ বিশ্বব্যাংকের অপারেশন পলিসি (ওপি) ৪.১২

অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনের বিষয়ে ওপি ৪.১২ এর উদ্দেশ্যগুলো হল: (১) যেখানেই সম্ভব অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন এড়ানো; (২) প্রকল্পের বিকল্প নকশাগুলি অন্বেষণ করে অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন কমিয়ে আনা; (৩) প্রকল্প-পূর্ব অবস্থার তুলনায় জীবিকার সুযোগ বৃদ্ধি বা অন্তত পুনরুদ্ধার করা; এবং (৪) বাস্তুচ্যুত দরিদ্র ও অন্যান্য ঝুঁকিপ্রবণ গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। (১) অনৈচ্ছিক অধিগ্রহণ, বা (২) ভূমি ব্যবহারের জন্য বা আইনীভাবে পরিকল্পিত জনসাধারনের জন্য আমোদ ও বিশ্রামের জায়গা এবং সুরক্ষিত এলাকায় প্রবেশাধিকারের ওপর বিধিনিষেধ - এসব ক্ষেত্রে বাস্তুচ্যুতি (স্থানান্তর, আবাসিক ভূমির ক্ষতি, বা বাসস্থানের ক্ষতি) এবং অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতি (ভূমি, সম্পদ, সম্পদের ব্যবহার, আয়ের উৎস, বা জীবিকার উপায়ে ক্ষতি) ওপি ৪.১২ এর আওতাভুক্ত।। এতে সেসব বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের অধিকার অন্তর্ভুক্ত, যাদের ক্ষতি এবং অনৈচ্ছিক ভূমি অধিগ্রহণের ধরণ সম্পূর্ণ বা আংশিক অথবা স্থায়ী বা অস্থায়ী। অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন প্রয়োজন এমন যেকোন বিশ্বব্যাংক প্রকল্পে প্রকল্প চক্রের শুরু থেকেই নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনাপূর্বক পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রণয়ন একটি অবিচ্ছেদ্য অংশঃ

(১) অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন যতটা সম্ভব এড়াতে হবে বা কমাতে হবে; সম্ভব না হলে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে সম্পূর্ন ক্ষতিপুরণ দিতে হবে।

(২) সকল ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির জীবনযাত্রার উন্নতি, বা অন্তত পুনরুদ্ধার করা, এবং ভৌত ও অর্থনৈতিকভাবে স্থানচ্যুত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।

(৩) ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি, হোস্ট কমিউনিটি, এবং সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থার সাথে অর্থপূর্ণ আলোচনা পরিচালনা করা। তাদের এনটাইটেলমেন্ট এবং পুনর্বাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে বাস্তুচ্যুত সকল ব্যক্তিদের জানানো। স্বচ্ছ, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতিতে জমি অধিগ্রহণের পদ্ধতি অনুসন্ধান করা, যাতে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিরা একই বা আরও ভাল আয় এবং জীবিকার অবস্থান বজায় রাখতে পারে।

(৪) বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি ভূমির আইনি মালিক না হলেও পুনর্বাসন সহায়তা এবং অ-ভূমি সম্পদের ক্ষতির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

(৫) ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের এনটাইটেলমেন্ট, আয় এবং জীবিকা পুনরুদ্ধারের কৌশল, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, পর্যবেক্ষণ এবং কাঠামো, বাজেট, এবং বাস্তবায়ন সময়সীমা সম্পর্কিত বিশদ পুনর্বাসন পরিকল্পনাটি জনসাধারণের কাছে প্রকাশিত হতে হবে।

(৬) অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনকে একটি উন্নয়ন প্রকল্প বা প্রোগ্রাম অংশ হিসাবে বিবেচনা এবং নির্বাহ করা। প্রকল্পের খরচ এবং উপকারিতা উপস্থাপনার মধ্যে সম্পূর্ণ পুনর্বাসন খরচ অন্তর্ভুক্ত করা। ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং বাস্তুচ্যুতি বা অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতির আগে

অন্যান্য পুনর্বাসন এনটাইটেলমেন্ট প্রদান করা। পুনর্বাসনের ফলাফল, ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার ওপর প্রভাব এবং পুনর্বাসন পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলি বেসলাইনের শর্তাবলী বিবেচনা করে অর্জন করা হয়েছে কি না তা নিরীক্ষণ এবং মূল্যায়ন ।

(৭) পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট প্রকাশ।

২.৩ প্রকল্পের অধীনে জমি অধিগ্রহণের নীতিমালা

নির্মাণ কাজ চলার সময় বেসরকারি জমি ব্যবহার করার প্রয়োজন হতে পারে। ক্যাম্প এলাকার মধ্যে কোন ধরনের ভূমি অধিগ্রহণ চলবে না। যদি হোস্ট কমিউনিটি থেকে বেসরকারি জায়গা ব্যবহার করা আবশ্যক হয়ে পড়ে, তাহলে কেউ স্বেচ্ছায় জমি ব্যবহার করতে দেয় কিনা, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ সে মর্মে প্রচেষ্টা চালাবে এবং স্বেচ্ছায় জমি দানের বিষয়টি ভূমির মালিক এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করার মাধ্যমে কার্যকর হবে। যদি হোস্ট কমিউনিটির মধ্যে ভূমি অধিগ্রহণ আবশ্যক হয়ে পড়ে, ওপি ৪.১২ এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন – ২০১৭ এর নির্দেশনা অনুসারে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ভূমি অধিগ্রহণ করতে পারে। যদি কমিউনিটির কারো কাছ থেকে জমি নিতে হয়, তাহলে প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট অবশ্যই উক্ত জমি ব্যবহারের বিষয়টি প্রকাশ করবে। বিশ্ব ব্যাংক এর ওপি ৪.১২ স্থানীয় মালিকদের ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ (ফসলহানি, নির্মাণ সামগ্রী ডাম্প বা স্থানান্তরের সময় ক্ষতি হলে, ইত্যাদি) দেওয়ার জন্য সুরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

জমি অধিগ্রহণের সাথে সম্পর্কিত উপ-প্রকল্পের উদ্দেশ্যটি হল রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর লোকেদের জীবিকা অন্তত প্রাক-প্রকল্প অবস্থায় পুনরুদ্ধারের জন্য সহায়তা করা। নিম্নোক্ত নির্দিষ্ট নীতিমালাসমূহ এই প্রকল্পের অন্তর্ভূক্তঃ

- যেখানেই সম্ভব স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বসত-বাড়ি এবং ক্যাম্পের অস্থায়ী কাঠামোগুলোর স্থানান্তর এড়ানোর প্রচেষ্ঠা হিসেবে সেসব দাগের জমি অধিগ্রহণ না করার চেষ্ঠা করা যেগুলো ব্যক্তিগত স্থাবর সম্পত্তি এবং উৎপাদনশীল সরকারি জমি।
- হোস্ট কমিউনিটির ভূমি অধিগ্রহণ (প্রয়োজন হলে), ভূমির ঐচ্ছিক সম্প্রদান বা ভূমি লিজের মাধ্যমে ভূমি অধিগ্রহণের সময় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা নিশ্চিত করতে হবে।
- নকশাতে ক্যাম্পের আশেপাশের এলাকায় জমি ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে আনা নিশ্চিত করা;
- (১) নির্মাণ বা পুনর্বাসনের সময় অস্থায়ীভাবে ভূমি বা সম্পদের ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের জন্য এই আরএফপি এর এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্সের সংজ্ঞা অনুসারে ন্যায্য ও স্বচ্ছ পদ্ধতি তৈরি করা; (২) অধিগ্রহনের জন্য নির্ধারিত জমির সংযোগ বরাবর বা পথস্বত্বের (ROW) জন্য নির্ধারিত জমির পার্শ্ব বরাবর যে কোন প্রকার ভূমির ব্যবহারের উপর বিধিনিষেধ আরোপ;
- পুনর্বাসন বা মেরামত সম্পন্ন হওয়ার পরে, জমিটিকে পুর্বের অবস্থায় যতটা সম্ভব সর্বোত্তমভাবে পুনরুদ্ধার করা যাতে ভূমির মালিক/ব্যবহারকারী/লিজ প্রদানকারী প্রাক-প্রকল্প অবস্থায় তাদের কার্যক্রমগুলি পুনরায় চালু করতে সক্ষম হয়;
- প্রকল্প প্রভাবিত লোকজন, পরিবার, ও কমিউনিটিগুলিকে উপ-প্রকল্প (গুলি) সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত রাখা, অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রক্রিয়া এবং তাদের এ সম্পর্কিত অধিকার এবং প্রতিকারের উপায়গুলি সম্পর্কে অবগত রাখা;
- প্রকল্প প্রভাবিত সংক্ষুব্ধ লোকজন ও পরিবার যে প্রক্রিয়ায় সমাধান পাবে তা এই আরপিএফ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা এবং তার প্রয়োগ নিশ্চিত করা;
- সকল প্রকল্প প্রভাবিত লোকজন ও পরিবার সম্পদের মালিকানার আইনি অবস্থা নির্বিশেষে এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্সের মধ্যে নির্ধারিত নীতিগুলির ভিত্তিতে তাদের জীবিকা এবং সুষ্ঠু জীবনধারা প্রাক-প্রকল্প অবস্থায় বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন ধরণের সহায়তা পাবে। স্কোয়াটারদের ভূমির ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না, তবে প্রকল্প শুরুর একটি নির্ধারিত তারিখের আগে তাদের নিজস্ব অর্থায়নে তৈরি করা হয়েছিল এমন সম্পত্তির ক্ষতির জন্য এবং আয় হ্রাসের ক্ষেত্রে জীবিকা এবং সুষ্ঠু জীবনধারা প্রাক-প্রকল্প অবস্থায় বজায় রাখার জন্য ক্ষতিপূরণ পাবে। করিডর অফ ইমপ্যাক্ট শুমারি, এবং আর্থ-সামাজিক বেসলাইন জরিপের ভিত্তিতে যথাযোগ্য ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ ও কার্যকর করা হবে;
- প্রকল্প প্রভাবিত লোকজন ও পরিবারগুলিকে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সূচি সম্পর্কে অবহিত করা হবে এবং স্বেচ্ছায় জমি দান ও সম্পদের ক্ষতির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ নীতিমালা সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া হবে; এবং
- সম্পদের ক্ষতি যেমন ফসল, গাছ, সীমানা প্রাচীর এবং আয় হ্রাস (ফসলের ক্ষতি সহ) এড়ানোর চেষ্ঠা করা হবে, এবং যদি সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্স অনুসারে মালিকানার আইনি অবস্থা নির্বিশেষে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে।

৩.০ পুনর্বাসন প্রক্রিয়া এবং অনুমোদন প্রক্রিয়া

প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের অবস্থানগুলি নির্দিষ্ট হয়ার পর প্রকল্প বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে একটি এআরএপি বা আরএপি প্রস্তুত করা হবে। একটি উপ-প্রকল্প যখন সম্পদ, আয়, কর্মসংস্থান বা ব্যবসার ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে ২০০ জনেরও কম লোককে প্রভাবিত/ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং কোনও পরিবারের ভৌত স্থানান্তর না ঘটে তখন একটি এআরএপি পরিচালনা করা হয়। যখন একটি উপ-প্রকল্পে ২০০ এর বেশি লোক প্রভাবিত হয় এবং গৃহস্থালীর স্থানান্তর ঘটে তখন বিস্তৃত আরএপি পরিচালনা করা হয়।

একটি স্ক্রীনিং এবং পর্যালোচনা প্রক্রিয়া ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমির অস্থায়ী ব্যবহার, স্বেচ্ছাদানকৃত জমির পরিকল্পনা প্রক্রিয়া বা ভূমি অধিগ্রহণ (যদি প্রয়োজন হয়) এর পদ্ধতি নির্ধারনের জন্য ব্যবহার করা হবে। স্ক্রীনিং এবং পর্যালোচনা প্রক্রিয়া ব্যবহার করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পগুলিতে স্বেচ্ছায় ভূমি প্রদান, ক্যাম্প পুনর্নির্মাণের জন্য পুনর্বাসন, এবং অন্যান্য বিষয়াদি সানাক্ত করা। সর্বোত্তম পরিকল্পনার জন্য আরপিএফ প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায়েই স্ক্রীনিং পরিচালনা করা হবে যাতে পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞ আরএপি প্রস্তুতির সময় ভালভাবে জ্ঞাত থাকে। নিম্নলিখিত প্যারামিটারগুলি সনাক্ত করতে আরএপিতে প্রকল্প স্থানের সুনির্দিষ্ট বিস্তৃত তথ্য প্রয়োজনঃ

- যারা উপ-প্রকল্প দ্বারা প্রভাবিত হবে (ইতিবাচক এবং নেতিবাচক)
- ক্ষতিপূরণ এবং / অথবা সহায়তার জন্য যোগ্য ব্যক্তি; এবং
- স্বেচ্ছায় ভূমি প্রদান ও প্রয়োজনীয় সহায়তা।

এআরএপিতে নিম্নলিখিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে: (১) উপ-প্রকল্প, অবস্থান এবং তাদের প্রভাবগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ; (২) পিএপি এবং এএইচ (ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো)-এর সাথে পরামর্শ; (৩) পিএপি এবং এএইচ ভিত্তিক তথ্য; (৪) ক্ষতির ধরন অনুযায়ী পিএপি এবং এএইচ ক্যাটাগরি; (৫) ক্ষতিপূরণ ম্যাট্রিক্স অনুসরন করে প্রভাবের ক্যাটাগরি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ, ভাতা এবং পুনর্বাসন বা পুনরুদ্ধারের সহায়তা পাওয়ার অধিকার; (৬) স্থানান্তর সাইটের তথ্য (যেখানে প্রযোজ্য); (৭) বাস্তবায়ন এবং নিরীক্ষণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব; (৮) অভিযোগ সমাধান পদ্ধতি; (৯) পুনর্বাসন এবং বার্ষিক বাজেটের আনুমানিক খরচ; এবং (১০) বাস্তবায়ন জন্য সময়-আবদ্ধ পরিকল্পনা।

সম্পদ ও জীবিকার ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে ২০০ এর বেশি লোককে প্রভাবিত করে এমন উপ-প্রকল্পে একটি আরএপি পরিচালনা করা প্রয়োজন। সাধারণত এতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হবে: (১) উপ-প্রকল্প, অবস্থান এবং তাদের প্রভাবগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ; (২) পুনর্বাসন প্রস্তুতি এবং বাস্তবায়ন পরিচালনা নীতি ও উদ্দেশ্য; (৩) আইনি কাঠামো; (৪) পিএপি এবং পিএএইচ ভিত্তিক বেসলাইন তথ্য; (৫) প্রভাবের ধরন অনুযায়ী পিএপি এবং পিএএইচ ক্যাটাগরি; (৬) ক্ষতিপূরণ ম্যাট্রিক্স অনুযায়ী প্রভাবের ক্যাটাগরি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ, ভাতা, এবং পুনর্বাসন বা পুনরুদ্ধার সহায়তা পাওয়ার অধিকার; (৭) পিএপি, পিএএইচ এবং স্থানীয় কমিউনিটিগুলিতে সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে স্থানান্তরের স্থান সম্পর্কিত তথ্য; (৮) পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা; (৯) পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন সময় অংশগ্রহণ পদ্ধতি; (১০) অভিযোগ সমাধান পদ্ধতি; (১১) পুনর্বাসন এবং বার্ষিক বাজেটের আনুমানিক খরচ; (১২) বাস্তবায়নের জন্য সময়-আবদ্ধ পরিকল্পনা; এবং (১৩) বাহ্যিক পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন করার জন্য রেফারেন্স শর্তাবলী সহ অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি।

উপ-প্রকল্পগুলির জন্য প্রয়োজন অনুসারে পূনর্বাসন নীতি কাঠামো (আরপিএফ) অনুযায়ী ডিউ-ডেলিজেন্স প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হবে। যদি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ভূমি অধিগ্রহণ অনিবার্য হয়, তাহলে ওপি ৪.১২ এর নির্দেশনা অনুসরণ করে বিদ্যমান বাজার মূল্য অনুসারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলি সমস্ত সুরক্ষা কর্মপরিকল্পনা সহ সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন এবং পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা কাজের চুক্তি সম্পাদনের আগে বিশ্ব ব্যাংকের কাছে মূল্যায়ন ও অনুমোদনের জন্য জমা দিবে এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা পরিবারের স্থানান্তরের আগে বাস্তবায়ন করবে। বিশ্বব্যাংকের যেকোনো মন্তব্য অবশ্যই এতে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলির সরকারী ওয়েবসাইটে এবং পরামর্শসভার মাধ্যমে সকল সুরক্ষা পরিকল্পনাগুলি অবশ্যই প্রভাবিত ডিআরপি এবং হোস্ট কমিউনিটিগুলির কাছে প্রকাশ করতে হবে।

৪.০ স্বেচ্ছায় বা সাময়িকভাবে জমি প্রদানের প্রক্রিয়া

অফিসিয়াল তথ্য এবং প্রাথমিক মূল্যায়ন: প্রস্তাবিত অবকাঠামো ক্যাম্প সাইট, আশ্রয়দানকারী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এবং বর্ধিত এলাকার মধ্যে নির্মাণ করা হবে। কুতুপালংয়ের প্রধান নিবন্ধিত ক্যাম্প সম্পূর্ণরূপে সরকারি জমির (বন বিভাগ সহ বিভিন্ন সংস্থার) উপর প্রতিষ্ঠিত। অপরদিকে টেকনাফের অননুমোদিত ক্যাম্পগুলির কয়েকটি বেসরকারি জমিতে রয়েছে, যা প্রকল্পের অবকাঠামোগুলোর নকশাকালীন সময়ে ব্যক্তিগত জমির পরিমাণ, মালিকানার ধরণ, বিভিন্ন ক্যাম্পে ডিআরপি সংখ্যা ইত্যাদি তথ্য বের করে মূল্যায়ন করা দরকার। ডিআরপিরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই সকল জমিতে বসবাসের জন্য নামমাত্র ভাড়া পরিশোধ করছে।

পিআইইউ এর সামাজিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ দল প্রতিটি কম্পোনেন্টের জন্য স্ক্রীনিং পরিচালনা করবে এবং কোনো স্থানে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে যার জন্য স্বেচ্ছায় জমি প্রদানের(ভিএলডি) প্রয়োজন হবে – এরকম ক্ষেত্রে পিআইইউকে অবহিত করবে। জমি দান করার কারণ রেকর্ড এবং নথিভুক্ত করে রাখতে হবে। পিআইইউ এর সামাজিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ এই ধরনের ডকুমেন্টেশনের জন্য নিম্নলিখিত তথ্য বিবেচনা করবেন:

- জমি কী কাজে ব্যবহৃত হবে;
- স্থায়ী এবং অস্থায়ী ভিত্তিতে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কতখানি জমি প্রয়োজন;
- কতটুকু জমি অনুদানের ভিত্তিতে পাওয়া যাবে;
- অনুদানে না পাওয়া গেলে তার বিকল্প কী হতে পারে ; (উদাহরণ- ব্যবহারের অধিকার, পথস্বত্ব)
- অনুদানের শর্ত
- যারা জমি দান করতে আগ্রহী তাঁদের পরিচয়;
- জমি যাদের জন্য দান করা হবে তাঁদের পরিচয়;
- জমি দানের এই বিষয়টি কেন উপযুক্ত তার বিস্তারিত তথ্য;

জমি দানের কারণে সম্ভাব্য দানকারীর বিদ্যমান আয় এবং জীবনযাত্রার মান প্রভাবিত হবে না এবং অনুরোধকৃত দানের ক্ষেত্রে তার না বলার অধিকার বলবৎ থাকবে।

৪.১ ভূমি জরিপ মানচিত্র এবং নথিভুক্তির প্রস্তুতি

প্রকল্প এবং উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ণের কারনে প্রভাবিত জমি এবং সম্পদের সাথে সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করার পর, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সহায়তায় দায়িত্বশীল কর্মকর্তা একটি ভূমি জরিপ মানচিত্র প্রস্তুত করবে।

স্বেচ্ছায় জমি দানের ক্ষেত্রে সত্যতা যাচাইঃ নিম্নোক্ত শর্তাবলী পিআইইউ নিশ্চিত করবে-

১। মুখোমুখি আলোচনা এবং স্টেকহোল্ডার পরামর্শ সভার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ স্বেচ্ছায় জমি বা সম্পদ দান করতে আগ্রহী কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে।
২। কেউ তার উৎপাদনশীল সম্পদের ১০ শতাংশের বেশি হারাতে পারবেন না;
৩। কোন ধরনের অবকাঠামোগত স্থানান্তর হবে না;
৪। যদি সম্ভাব্য জমি দানকারী স্বেচ্ছায় জমি দান করতে অস্বীকৃতি জানান, তবে বিকল্প চিন্তা করতে হবে।

প্রাথমিক পরামর্শ: পিআইইউ এবং স্থানীয় সরকারের নেতৃত্বের অধীনে যাদের ব্যক্তিগত জমি ইতিমধ্যে ক্যাম্পের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে এবং কমিউনিটি স্তরে পাইপলাইন নির্মাণ, দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি প্রকল্পের কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে যাদের জমি অস্থায়ীভাবে প্রয়োজন তাঁদের আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি পরামর্শ সভা করা হবে। প্রকল্প কার্যক্রমের বিষয়ে বেসরকারি ভূমি মালিকদের অবগত করা হবে এবং স্বেচ্ছায় জমি দানের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ততা তুলে ধরতে হবে।

জমি হস্তান্তরকরণ ও আনুষ্ঠানিকীকরণ: ভূমি দানের প্রক্রিয়াতে ভূমির হস্তান্তর করার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা এবং হস্তান্তর সম্পর্কিত আনুষ্ঠানিকীকরণের উপযুক্ত উপায়গুলি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হবে। সরকারি প্রবিধান এবং বিশ্বব্যাংক নীতির ওপর ভিত্তি করে আইনি ও প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। প্রক্রিয়াটিতে একটি পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হবে।

ভূমি মালিকানা এবং ব্যবহার সনাক্তকরণের জন্য যাচাইকরণ প্রক্রিয়া (জরিপ): পি আই ইউ এবং স্থানীয় সরকার এই মর্মে নিশ্চয়তা বিধান করবে যে ভূমি সংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধানে উপ-প্রকল্প এলাকায় প্রচলিত ভূমি অধিকারের ধরণ বুঝতে বিশেষ জরিপ পরিচালন এবং ভূমির মালিকানা ও ব্যবহার সম্পর্কিত যে কোনো বিশেষ বিষয় সনাক্তকরণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। দানের জন্য প্রস্তাবিত প্রতি খন্ড জমির জন্যই বিশেষ জরিপ পরিচালনা করে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সনাক্ত করতে হবেঃ

- জমির মালিক বা মালিকগণ;
- জমির ব্যবহারকারীরা, অথবা কোন পক্ষ জমি দখল করে আছে কিনা (সরেজমিনে অথবা সম্পত্তির মালিকানার মাধ্যমে অথবা ভূমিতে জীবনযাত্রা বা ব্যবসায়িক কার্যকলাপ পরিচালনা করে);
- মালিকানা বা ব্যবহারের কোন দাবি;
- ভূমি উপরিস্থিত কাঠামো ও সম্পদ; এবং
- জমির উপরে বা জমি ব্যবহারের সময় সম্ভাব্য কোন বাঁধা আছে কিনা,
- মালিকেরা প্রকল্পের নির্মাণ ও পরিচালনার সময় অস্থায়ী ব্যবহারের জন্য জমি দান করতে পারেন।

এটা গুরুত্বপূর্ণ যে (১) যে অধিকার (মালিকানা অধিকার, ব্যবহারের অধিকার, উপায়ের অধিকার ইত্যাদি) হস্তান্তর করা হচ্ছে তা সনাক্ত করা; এবং (২) যাকে স্থানান্তর করা হচ্ছে তার প্রকৃত অধিকার আছে কিনা তা যাচাই করা। অনেক ক্ষেত্রে যেখানে সতর্কতার কারণে যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া হয় না, পরবর্তী পর্যায়ে যখন অন্য পক্ষ দাবি করে যে ওই একই সম্পদের উপর তাদের একই বা প্রতিযোগিতামূলক অধিকার রয়েছে তখন বেশ গভীর দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। কিছু পরিস্থিতিতে হস্তান্তরকারীর তার দাবির স্বপক্ষে দালিলিক প্রমান থাকবে। যেখানে এই ধরনের কোন প্রমাণ বিদ্যমান নেই, যথাযথ পদ্ধতিতে স্থানীয় কমিউনিটির কর্মকর্তাদের এবং প্রতিবেশীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

জনসাধারণের পরামর্শ ও প্রকাশ: উপ-প্রকল্পসমুহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত হয়ে এবং ভূমি প্রদানে সম্মত হওয়ার পরের ফলাফল বিবেচনায় এনে ভূমি দান করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে হবে। তদনুসারে, যারা এই দানের কারণে প্রভাবিত হবে (ভূমি মালিকেরা এবং ব্যবহারকারীরা) তাঁদের অবশ্যই সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য সরবরাহ করতে হবে, যে কী কাজের জন্য এই জমি ব্যবহার করা হবে, কতদিন ধরে ব্যবহার করা হবে এবং জামি দানের কারণে তাঁদের এবং তাদের পরিবারের উপর কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে। কাজ শুরুর আগে স্থানের নাম এবং জমির পরিমাণ উল্লেখ করে একটি লিখিত প্রজ্ঞাপন প্রদান এবং এই প্রকল্পের কোন কাজে তা ব্যবহার করা হবে তা প্রকাশ করা গুরুত্বপূর্ণ।

যদি জমিটি স্থায়ীভাবে অনুদান পাওয়ার দরকার পড়ে বা একটি উল্লেখযোগ্য সময়ের জন্য পাওয়ার দরকার পড়ে, তবে সেটা অবশ্যই পরিস্কার করা আবশ্যক। এটি লক্ষনীয় যে অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে ভূমি হতে বিচ্ছেদের ধারনা খুব একটা স্বাভাবিক নয় এবং বোঝা কঠিন, তাই এর প্রভাবগুলি সম্পূর্ণরূপে বোঝার বিষয়টি নিশ্চিত করতে যত্নবান হতে হবে। প্রস্তাবিত দান সম্পর্কে আর কার সাথে পরামর্শ করা উচিত তা নির্ধারণ করাও গুরুত্বপূর্ণ, উদাহরণস্বরূপ, হতে পারে পরিবারের স্বামী/স্ত্রী এবং বড় ছেলেমেয়েরা।

সমস্ত পরিমাপ খরচ, ডকুমেন্টেশন এবং নোটারিয়াল ফি, স্থানান্তর কর, রেজিস্ট্রেশন ফি ইত্যাদি প্রকল্প কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রদান করা আবশ্যক। সেই সাথে স্থানান্তরের পর অবশিষ্ট জমিটি মালিকানার পুনঃ-পরিমাপ / পুনঃ-শিরোনাম এবং এটি সম্পর্কিত কোনও নতুন ডকুমেন্টেশন করতে হলে তাও প্রকল্প কর্তৃপক্ষ করবে।

৪.২ তথ্য অবহিত করে সম্মতি প্রদান প্রতিষ্ঠাকরণ

স্থানীয় সরকারের সমন্বয়ে পিআইইউ, ভূমি বা সম্পদ দান করতে আগ্রহী এমন ব্যক্তিদের সম্মতি বা পছন্দের ক্ষমতা যাচাই করবে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলো স্বেচ্ছায় জমি দানের রিপোর্টে যাচাই করা হবে এবং পরবর্তীতে নথিভুক্ত করা হবে:

- ভূমি কিসের জন্য ব্যবহার করা হবে, কার দ্বারা এবং কতদিন ধরে;
- এই দানের ফলে জমির মালিকেরা জমি ব্যবহার করার অধিকার বা অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে - এর অর্থ কী?
- তাঁদের জমি দান করতে অস্বীকার করার অধিকার আছে;
- এই জমি ব্যবহারের বিকল্প আছে কিনা;
- জমি দান করার জন্য তাদের কী করতে হবে (যেমন, দস্তাবেজ এর কাজ, স্বামী/ স্ত্রীর অনুমতি পাওয়া, কর দেওয়া);
- তাদের পরিবারের উপর দানের প্রভাব, এবং তারা (বা তাদের পরিবার বা উত্তরাধিকারীরা) জমি ফেরত চাইলে সেক্ষেত্রে করণীয় কী;

প্রত্যাখ্যান করার অধিকার অবশ্যই বৈধ, নিঃশর্ত, এবং সম্ভাব্য হস্তান্তরকারী অবশ্যই স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং রাজনৈতিক কোনো প্রসঙ্গে এটি ব্যবহার করতে পারে। এই কারণে, দান করার সিদ্ধান্ত সরকারী বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন ধরনের চাপ বা মিথ্যা আশ্বাস ছাড়াই যেন নেওয়া হয় তা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। যৌথ বা কম্যুনাল জমির ক্ষেত্রে ভূমির ব্যবহার বা দখলে রাখা সকল ব্যক্তিদের সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞ্যাত হওয়ার পরে তাদের সম্মতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হতে হবে।

সঠিক নথিভুক্তিকরণঃ উপ-প্রকল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ভিএলডি প্রক্রিয়ার সময় (ক) ভূমি দান করার চুক্তি, এবং (খ) সে সকল দস্তাবেজ যা আইনগতভাবে জমির হস্তান্তর করে এবং তা প্রমান করে, এই দুইএর মধ্যে পার্থক্য করা গুরুত্বপূর্ণ। জমি দান করার উদ্দেশ্যে কোন উদ্দেশ্য এবং চুক্তির প্রমাণ থাকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, জমিটি যথাযথ আইনগতভাবে স্থানান্তরিত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা সমান গুরুত্বপূর্ণ। জমির আইনী স্থানান্তর সম্পর্কিত প্রক্রিয়াটি প্রায়শই জটিল এবং সময় সাপেক্ষ বিষয়, এসম্বন্ধে উল্লেখ থাকতে হবে। বিশেষ পরিস্থিতিতে,

উদাহরণস্বরূপ, যেখানে জমিটি কোন কমিউনিটির কাছে স্থানান্তরিত হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে বৈধভাবে জমি হস্তান্তরের প্রয়োজন নাও হতে পারে। তথাপিও, অভিজ্ঞতার সাপেক্ষে বলা যায় যে আনুষ্ঠানিক স্থানান্তর না করলে ভবিষ্যতে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হতে পারে, যা অবকাঠামো ও পরিসেবাদিগুলির স্থায়িত্বের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে এবং বিভিন্ন কমিউনিটির মাঝে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

পিআইইউ নিশ্চিত করবে যে-

- পরামর্শে/আলোচনায় যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবে কাজ করা হয়েছে;
- স্থানান্তর শর্ত নির্দিষ্ট করা;
- স্থানান্তরের সিদ্ধান্তটি কোন ধরনের প্রভাব ছাড়া পাওয়া গিয়েছে এবং কোন প্রকার চাপ বা কোন ধরনের মিথ্যা আশ্বাসের ভিত্তিতে হয় নি;
- স্থানান্তরিত জমির (সীমানা, স্থানাঙ্ক নির্দেশ করে) একটি সঠিক মানচিত্র সংযুক্ত করা;
- স্থানান্তর খরচ বহন করা (উদাঃ, নোটারিক ফি, কর, শিরোনাম সমস্যা) এবং অবশিষ্ট জমির অধিকার নথিভুক্ত করা;
- সকল প্রয়োজনীয় পক্ষই (স্বামী-স্ত্রী এবং নির্দিষ্ট বয়সের উর্ধ্বের সন্তানদের সম্মতি সহ) নথিতে স্বাক্ষর করেছে তা নিশ্চিত করা;
- স্থানান্তর এবং শিরোনাম নিবন্ধিত বা রেকর্ড করা হয়েছে তা নিশ্চিত করা; এবং
- দানকৃত জমির পরে অবশিষ্ট জমি সঠিকভাবে চিহ্নিত, নিবন্ধিত বা রেকর্ড করা নিশ্চিত করা।

৫.০ স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ এবং অভিযোগ পরিচালনা পদ্ধতি সম্পর্কিত প্রস্তাবনা

প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাব এবং প্রকল্পের ধরন বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন স্টেইকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগ এবং তাদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা প্রয়োজন। যেহেতু এই প্রকল্পের ৪ টি কম্পোনেন্ট আছে এবং এর বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলি ভিন্ন, তাই প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন পিআইইউর মধ্যকার আন্তঃযোগাযোগ উন্নয়ন করাটা গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্পের কার্যক্রমগুলির মধ্যে ছোট আকারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত করা হবে যেমন অ্যাক্সেস সড়ক নির্মাণ, দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র, পানি ও স্যানিটেশন কার্যক্রম, জ্বালানি কাঠের উপর চাপ কমানো, বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাজনগোষ্ঠীর প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আগুনের ঝুঁকি কমানো, বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় উভয় জনগোষ্ঠীকে অত্যাবশ্যকীয় নগর সুবিধা প্রদান, স্বল্প ও মাঝারি মেয়াদে পরিবেশ বিপর্যয় হ্রাস ও পুনরুদ্ধার, ইত্যাদি এবং এগুলির যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রকল্পের পুরো সময় ব্যাপী বিভিন্ন পর্যায়ে এবং উপপ্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের আলোকে কমিউনিটির লোকজন বা অংশীদারদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া হবে। মূলত: সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা, সামাজিক (এবং পরিবেশগত) যাচাইকরণ, স্বেচ্ছায় জমি প্রদান এবং তৎসংশ্লিষ্ট প্রভাব মূল্যায়ন, প্রভাব নিরসন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সাথে সাথেই অধিকতর আনুষ্ঠানিক পরামর্শ গ্রহণ, ফোকাস গ্রূপের সাথে আলোচনা , এবং স্থানীয় প্রাজ্ঞ এবং গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাৎকারের বিষয়াদি শুরু হবে। পরামর্শ নেওয়ার ক্ষেত্রে সমাজের সব লোকের কাছ থেকে পরামর্শ না নিয়ে প্রকল্পের সাথে যাদের সরাসরি সম্পৃক্ততা আছে এরূপ সুনির্দিষ্ট গ্রূপের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া হবে।

পিআইউউ বেসরকারী সাহায্য সংস্থার সহায়তায় ক্ষতিগ্রস্থ ভূমি মালিকদের সাথে নিয়মিত পরামর্শসভায় মিলিত হবে। প্রকল্প কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ পদ্ধতি, ভূমির স্বেচ্ছা দানের প্রক্রিয়া, ভূমি লীজের প্রক্রিয়া, নির্মাণ কাজের সময় প্রভাব এবং প্রশমন ব্যবস্থা অবশ্যই জানাতে হবে।

৫.১ মূল স্টেকহোল্ডারগণ

সুরক্ষা সংক্রান্ত বিয়য়াদি বিবেচনায় মূল অংশীদারদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত:

- প্রকল্পের কার্যক্রমের দ্বারা যেসব লোক/কমিউনিটি সরাসরি প্রভাবিত;
- প্রকল্পের কার্যক্রমের দ্বারা প্রকল্পের প্রভাব বলয়ের মধ্যকার যেসব লোক/কমিউনিটি/সংগঠন পরোক্ষভাবে প্রভাবিত;
- স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি (ইউনিয়ন এবং উপজেলা পর্যায়ে);
- সরকারি দপ্তর/এজেন্সি: পরিবেশ ও বন অধিদপ্তর
- উন্নয়ন অংশীদার;
- স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক এনজিও যারা স্থানীয় কমিউনিটি/বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করছে।

তিনটি বাস্তবায়ন সংস্থাকে সাথে নিয়ে বিশ্বব্যাংক সেফগার্ড দল বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাজনগোষ্ঠী, স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় সরকারী সংস্থার সাথে বেশ কয়েকটি পরামর্শসভা করেছে। এই সঙ্কটে বিশ্বব্যাংকের পদক্ষেপ স্থানীয় এবং বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাজনগোষ্ঠীর পক্ষে থাকবে। গৃহীত পরামর্শ সভা তালিকা নিচে দেওয়া হলোঃ

সারণী ৩ - পরামর্শ সভা সারসংক্ষেপ

মিটিং নং	তারিখ	স্থান	প্রধান অংশগ্রহণকারী গ্রুপ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	
				পুরুষ	মহিলা
১	২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮	এলজিইডি অফিস, কক্সবাজার	সরকারী কর্মকর্তা, আইএনজিও, এনজিও	১১	২
২	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮	নয়াপাড়া ক্যাম্প	বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী	২০	১০
৩	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮	ইউএনও অফিস, টেকনাফ	স্থানীয় জনগন	১১	৫
৪	১ অক্টোবর, ২০১৮	কুতুপালং ক্যাম্প ১-ই	বাস্তুচুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী	৫	১৩
৫	১ অক্টোবর, ২০১৮	বালুখালী ক্যাম্প ৯	বাস্তুচুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী	১৫	৭
৬	১ অক্টোবর, ২০১৮	বালুখালী উপ-প্রাইমারি স্বাস্থ কেন্দ্র	বাস্তুচুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী	০	৩
৭	১ অক্টোবর, ২০১৮	ইউএনও অফিস, উখিয়া	স্থানীয় জনগোষ্ঠী	৭	০

মিটিং নং	তারিখ	স্থান	প্রধান অংশগ্রহণকারী গ্রুপ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	
				পুরুষ	মহিলা
৮	৫ নভেম্বর, ২০১৮	উখিয়া ক্যাম্প	বাস্তুচুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী	৫	৩
৯	৬ নভেম্বর, ২০১৮	এলজিইডি অফিস, কক্সবাজার	সরকারী কর্মকর্তা, আইএসসিজি	৮	৪

সভা ১

সভা ২

বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারগণের সাথে পরামর্শ সভা

৫.২ পরামর্শ সভা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল

বিপুল সুংখ্যক রোহিঙ্গা আসার কারণে স্থানীয় অবকাঠামোর উপর এর প্রভাব পড়েছে। শুরুর দিকে রোহিঙ্গারা সড়ক, বাঁধ এবং সেতুর উপরে আশ্রয় নিয়েছিলা, যার ফলে স্থাপনাগুলির ক্ষতিসাধন হয়েছিল। বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের গমনাগমন কারনে এবং মানবিক সাড়াদান কাজে ভারী যানবাহন ব্যাবহারের কারনে অবকাঠামোগত বড় ধরনের ক্ষতি সাধিত হয়েছে। টেকনাফ-কক্সবাজার মহাসড়ক, বিশেষ করে রাজাপলং-উখিয়া বাজার-কুতুপালং-বালুখালী-ওয়াইকং-নোয়াপাড়া এলাকা থেকে এবং দক্ষিণ নীলা থেকে টেকনাফ পর্যন্ত সড়কে যানজট ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ত্রাণ পরিবাহী যানবাহনগুলি প্রায়ই সংকীর্ণ পথের রাস্তা ব্যবহার করতে গিয়ে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। এর ফলে প্রায়শই যানজটের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা হোস্ট কমিউনিটি কাছে আগে অনেকটাই অজানা ছিল। এছাড়া, গুরুত্বপূর্ণ বিদেশি প্রতিনিধি এবং রাজনৈতিক নেতাদের পরিবহনের কারণে যান চলাচল মাঝে মধ্যে স্থগিত করা হয়। টেকনাফ ও উখিয়ার বাসিন্দারা জানায় যে তাদের নিজ নিজ এলাকায় সড়কে যানজট বেড়েছে, এবং দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি রাস্তার অবস্থার অবনতি ঘটেছে।

বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে পরামর্শ সভার মাধ্যমে জানা গেছে যে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা প্রবেশের কারণে শ্রম বাজারে মজুরি পড়ে গিয়েছে। এই গবেষণার অংশ হিসাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয় এবং তাদের নিকট থেকে ও একই মতামত উঠে এসেছে। বিদ্যমান অনেক সেকেন্ডারি নথি এবং গুণগত গবেষণা থেকেও শ্রম হারের এই পরিবর্তন সম্পর্কে জানা গেছে। অধিকাংশ স্থানীয় লোকেরা জানায় যে মজুরির হার ৫০০ থেকে কমে ২০০ টাকা হয়ে গেছে যা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রাকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করছে। কিছু কমিউনিটি শ্রমিকরাও দাবি করেছে যে তারা প্রায় ৩৫০ টাকা শ্রমমজুরি পাচ্ছে। অন্যান্য উপ-জেলায় যেখানে রোহিঙ্গা উপস্থিতি নেই সেখানে শ্রমহার আগের মতোই, এমনকি কিছু ক্ষেত্রে উচ্চতর। এই বিপরীত চিত্রের এর একটি সহজবোধ্য

ব্যাখ্যা হল- রোহিঙ্গারা বেশিরভাগই তাদের ক্যাম্পের আশেপাশের এলাকায় কাজ করছে। মাঠ পর্যায়ে কাজের সময় দেখা গেছে যে সড়ক প্যাট্রোল এবং চেক পোস্ট পরিচালনার মাধ্যমে সম্ভবত বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর দীর্ঘ দূরত্বে ভ্রমণ নিয়ন্ত্রন করা হয়। অন্যদিকে, টেকনাফ ও উখিয়াতে ক্যাম্পের কাছে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য মজুরীভিত্তিক কাজ পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ।

সারণী ৪: পরামর্শ সভার ফলাফল

বিষয়	বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী	স্থানীয় সম্প্রদায়
ভূমি	• বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা লোকজনের কোন জমি নেই। কিছু অনিবন্ধিত রোহিঙ্গা ভাড়া দিয়ে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে বসবাস করছে।	• ৮০% মানুষ জমি অধিগ্রহণ এড়াতে অনুরোধ করেছে। • যদি অপরিহার্য না হয়, ৬০% জমির মালিক জমি ভাড়ার অনুরোধ করেছেন এই শর্তে যে জমিটি তার পুর্বের অবস্থায় প্রকল্প শেষে ফেরত দেয়া হবে। • ৩০% ভূমি মালিকরা জমি দান করতে ইচ্ছুক এই শর্তে যে প্রকল্প শেষে ভূমি ফেরত দেওয়া হবে। যদি জমি ২ বছরের বেশি সময় ধরে ব্যবহার করা হয় তবে ভাড়া পরিশোধ করতে হবে। • সশ্য ক্ষতিগ্রস্ত হলে পুরো মৌসুমের জন্যই ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত।
কাঠামো	• নির্মাণ কাজ চলাকালীন, আবাসিক কাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ হলে, অবিলম্বে প্রকল্পের অধীনে কাঠামো পুনর্গঠন করতে হবে এ মর্মে অনুরোধ জানিয়েছেন। • পানীয় জলের জন্য নলকূপ স্থাপনের অনুরোধ করেছেন।	• নির্মাণ কাজ চলাকালীন, আবাসিক কাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ হলে, অবিলম্বে প্রকল্পের অধীনে কাঠামো প্রতিস্থাপনের জন্য ক্ষতিপূরণ হবে এ মর্মে অনুরোধ জানিয়েছেন। • কক্সবাজারে ইট, টিন, কাঠ, সিমেন্ট ইত্যাদি আবাসিক কাঠামোর সামগ্রীর দাম বেশি। তাই কাঠামোর কোন ক্ষতির ক্ষেত্রে তাদের স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি টাকা খরচ হবে। • পানীয় জলের সংকটের কারনে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য নলকূপ স্থাপনের অনুরোধ করেছেন। • স্থানীয় সম্প্রদায়ের লোকজন প্রত্যাশা করেছে যে ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রগুলি এমন ভাবে তৈরি করা হবে যেন সকল ঝুকিতে থাকা ও দরিদ্র মানুষ দুর্যোগের সময় আশ্রয় পায়।
জীবিকা	• নির্মাণকালীন সময়ে চাকরির সুযোগের জন্য ১০০% ডিআরপি (পুরুষ ও মহিলা উভয়) অনুরোধ করেছেন। • শিক্ষিত ডিআরপি শিক্ষা, বৈদ্যুতিক, প্লাম্বার ও অন্যান্য প্রকল্প কার্যক্রমের সাথে জড়িত হতে আগ্রহী।	• স্থানীয় জনগোষ্ঠীর শ্রমিকেরা নির্মাণ সময়ে চাকরির সুযোগের জন্য অনুরোধ জানায়। • পরিচালনা পর্যায়ে যদি হোস্ট কমিউনিটির লোকজন ক্যাম্পে চাকরি পায়, তবে এটি কমিউনিটির মধ্যে শ্রম প্রবাহকে হ্রাস করবে। • স্থানীয় সম্প্রদায়ের লোকজন বৃক্ষ রোপন কার্যক্রমে যোগ দিতে আগ্রহী।

সারণী ৫: প্রকল্পের উপর অংশীদারদের প্রভাব

অংশীদার	প্রকল্পের উপর অংশীদারদের প্রভাব	যোগাযোগ মাধ্যম
বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী মূল অংশীদার (৯০%)	বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এই প্রকল্পের সুবিধাভোগী। প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, এবং বাস্তবায়ন পরিকল্পনা সকল ডিআরপি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কাছে প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়ন জন্য প্রকাশ করা অপরিহার্য। প্রকল্পের তথ্য প্রকল্প চক্রের সকল পর্যায়ে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করতে হবে।	পরামর্শসভা, এফ জি ডি, পুস্তিকা বিতরণ ইত্যাদি। যেহেতু রোহিঙ্গাদের ভাষা ভিন্ন, যোগাযোগের ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা এবং বাংলা উভয় ভাষা ব্যবহৃত হতে হবে। সকল পিআইইউ এনজিও এবং সুরক্ষা বিশেষজ্ঞের সহায়তায় আলোচনা-পরামর্শের জন্য দায়ী থাকবে।
হোস্ট কমিউনিটি (প্রায় ৩৩৬,০০০ জন)	শিবিরের আশেপাশের বাসিন্দারা রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের লোকদের স্বাগত জানিয়েছিল, তবে তাদের দীর্ঘ মেয়াদে অবস্থানের কারনে উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। নির্মাণের সময় কিছু ব্যক্তিগত জমি স্বেচ্ছাদান ভিত্তিতে প্রয়োজন হতে পারে।	স্থানীয় সরকার, এনজিও এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অংশীদারদের উপস্থিতিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে আলোচনা করা। প্রকল্প সংক্রান্ত সকল তথ্য স্থানীয় ভাষায় প্রকাশ করতে হবে।
বিভিন্ন উন্নয়ন অংশীদার	জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগীরা মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে জড়িত। প্রকল্পের সুফল লাভের জন্য উন্নয়ন অংশীদারদের সাথে নিয়মিত সমন্বয় সভা করা প্রয়োজন।	পিআইইউ ইউএন এজেন্সি ও উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে প্রকল্পের আপডেট এবং অগ্রগতির তথ্য প্রদান করবে।
আইএনজিও, এনজিও	বিভিন্ন এনজিও প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পিআইইউকে সমর্থন করবে। তারা অবশ্যই প্রকল্পটির হালনাগাদকৃত তথ্যগুলি অর্জন করবে, কারণ তারা সরাসরি ডিআরপি এবং স্থানীয় সম্প্রদায়গুলির সাথে কাজ করবে।	পিআইইউ এনজিওর সাথে নিয়মিত আলোচনা করবে
স্বেচ্ছাদান বা লিজ প্রদানকারী ভূমি মালিক	সম্পূর্ণ নীতিসমূহ, জমি গ্রহণ পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত করতে হবে।	এনজিওর সহায়তায় পিআইইউ প্রকল্পের সকল পর্যায়ে ভূমি মালিকদের সাথে পরামর্শ করবে।

অংশীদার	প্রকল্পের উপর অংশীদারদের প্রভাব	যোগাযোগ মাধ্যম
স্থানীয় সরকার	প্রকল্পটির কার্যকর নির্মাণ ও পরিচালনা করার জন্য স্থানীয় সংস্থাসমূহের সাথে সুসম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ।	পিআইইউ এবং প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি স্থানীয় সরকারের সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনের জন্য দায়ী।
ঠিকাদার	নির্মাণের সময়, বিভিন্ন ঠিকাদার এই প্রকল্পে জড়িত হবে। তারা বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রমিক নিয়োগ করতে পারে যা শ্রম প্রবাহ তৈরি করতে পারে ।	পিআইইউ বিশ্বব্যাংকের সুরক্ষা নীতিমালা এবং জাতীয় নীতিমালা সম্পর্কে ঠিকাদারকে জানানোর জন্য দায়ীত্বশীল।
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত মানুষ	নির্মাণের সময়, প্রকল্পের জন্য অস্থায়ী বা স্বেচ্ছাদান ভিত্তিতে জমি প্রয়োজন হতে পারে। প্রকল্পটির সকল পর্যায়ের তথ্য প্রকল্প প্রভাবিত মানুষের কাছে প্রকাশ করতে হবে। তাদের জিআরসি নীতি সম্পর্কেও জানানো হবে।	পিআইইউ, আরএপি বাস্তবায়ন এনজিও ইত্যাদি।

৫.২ পরামর্শসভা এবং ভূমিকা ও দায়িত্বের প্রকাশ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন স্টেইকহোল্ডারের সাথে কয়েকটি পরামর্শ সভার আয়োজন করেছে। এই স্টেইকহোল্ডারের মধ্যে উন্নয়ন অংশীদার, বেসরকারী সাহায্য সংস্থা, বাংলাদেশ সরকার, ইন্টার সেক্টর কোওর্ডিনেশিন গ্রুপ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিভিন্ন স্টেইকহোল্ডারের সাথে হওয়া পরামর্শ সভার ভিত্তিতে একটি 'পরামর্শ ও যোগাযোগ কৌশল' প্রস্তত করা হচ্ছে।

প্রকল্প প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে পরামর্শের সময় সর্বদা নিম্নলিখিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

- প্রকল্পের উদ্দেশ্য, আওতা এবং তাৎপর্য, আর্থ-সামাজিক প্রভাব এবং সেইসাথে খাস এবং অন্যান্য সরকারি জমির ব্যবহারকারী এবং ব্যক্তিগত ভূমি মালিকদের উপর সৃষ্ট নেতিবাচক প্রভাব।
- নির্মাণ কাজ চলার সময় বেসরকারি জমি ব্যবহার করার প্রয়োজন হতে পারে। ক্যাম্প এলাকার মধ্যে কোন ধরনের ভূমি অধিগ্রহণ চলবে না। হোস্ট কমিউনিটি অধ্যুষিত এলাকায় ব্যক্তিমালিকানাধীন জায়গা ব্যবহার করা আবশ্যক হয়ে পড়ে, তাহলে কেউ স্বেচ্ছায় জমি ব্যবহার করতে দেয় কিনা প্রকল্প কর্তৃপক্ষ সে মর্মে প্রচেষ্টা চালাবে এবং স্বেচ্ছায় জমি দানের বিষয়টি ভূমির মালিক এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করার মাধ্যমে কার্যকর হবে। যদি হোস্ট কমিউনিটির মধ্যে ভূমি অধিগ্রহণ আবশ্যক হয়ে পড়ে, ওপি ৪.১২. এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন – ২০১৭ এর নির্দেশনা অনুসারে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ভূমি অধিগ্রহণ করতে পারে। যদি কমিউনিটির কারো কাছ থেকে জমি নিতে হয়, তাহলে প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট অবশ্যই উক্ত জমি ব্যবহারের বিষয়টি প্রকাশ করবে।
- নেতিবাচক প্রভাবগুলি কীভাবে কমিয়ে আনা যায় সে বিষয়ে স্থানীয় সম্প্রদায় এবং বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাজনগোষ্ঠী এর মতামত সংগ্রহ করা; এবং এজন্য স্থানীয় এবং বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী, প্রকল্প প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি, যেমন জিওবি, বিশ্বব্যাংক, পরামর্শদাতা ইত্যাদি গোষ্ঠীগুলির অধিকার এবং দায়িত্বগুলি নিরুপণ।
- বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সহায়তাকল্পে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত কাজের সুযোগের সাথে সাথে সম্ভাব্য বিরুপ প্রভাব এবং তাদের উৎসগুলি নিরুপন।
  স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি, অভিযোগ সংক্রান্ত প্রতিকার কমিটি এবং তার সদস্যপদ ও গঠন, কার্যাবলী এবং সীমাবদ্ধতা এবং সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তির অভিযোগ করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানাতে হবে। এই অভিযোগ নিরসন কমিটি স্থানীয় এবং প্রকল্প উভয় পর্যায়েই গঠন করা হবে।
- প্রকল্পের প্রস্তুতি পর্যায়েই চিহ্নিত করা সম্ভব হলে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ স্থানীয় নারী, রোহিঙ্গা নারী, ও অন্যান্য ঝুঁকিপ্রবণ গোষ্ঠীর সাথে প্রয়োজন সাপেক্ষে পৃথক আলোচনায় মিলিত হবে। এই আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হবে স্থানীয় মহিলাদের এবং রোহিঙ্গা নারীদের কল্যাণের জন্য কার্যক্রম শুরু করার সম্ভাবনার অন্বেষণ করা।

সকল পর্যায়ের পরামর্শসভায় ডিপিএইচই, এলজিইডি এবং এমওডিএমআর নিম্নলিখিত ধাপগুলি অনুসরণ করবেঃ

সারণী ৬: পরামর্শ এবং প্রকাশের ভূমিকা এবং দায়িত্ব

প্রকল্প পর্যায়	অংশগ্রহণমূলক কর্মকান্ড/অংশীদার	দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান
প্রস্তুতি/ প্রাক-সম্ভাব্যতা/ সম্ভাব্যতা যাচাই পর্যায়	• স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তাদের এবং স্টেকহোল্ডারদের প্রকল্পের বিষয়ে, পুনর্বাসন নীতি, এবং পরামর্শদাতাদের কার্যক্রম সম্পর্কে জানানো	পিআইইউ, এবং পরামর্শদাতা
	• ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রাথমিক শুমারি এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদ এবং সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন পরিচালনা	স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তাদের সহায়তাক্রমে পিআইইউ, এবং পরামর্শদাতা
	• প্রস্তাবিত পুনর্বাসন নীতি কাঠামোর বিষয়ে পিআইইউর সাথে আলোচনা	পিআইইউ, এবং পরামর্শদাতা

প্রকল্প পর্যায়	অংশগ্রহণমূলক কর্মকান্ড/অংশীদার	দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান
	• স্বেচ্ছা জমি দান পদ্ধতি আলোচনা, অনুসরণীয় ধাপ, • ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের কাছে তথ্য লিফলেট বিতরণ, স্থানীয় সরকার অফিসে সংক্ষিপ্ত পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা পোস্ট করা	
বাস্তবায়ন পর্যায়	• দ্বিতীয় প্রকাশ বা অবমুক্তকরন মিটিং / পুনর্বাসন নীতি, এনটাইটেলমেন্ট এবং পুনর্বাসন বিষয়ে প্রভাবিত পরিবারের সঙ্গে আলোচনা	পিআইইউ, এবং পরামর্শদাতা
	• পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা এবং প্রকল্প তথ্য পুস্তিকাসমূহ হালনাগাদ/সংশোধন	পিআইইউ, এবং পরামর্শদাতা
	• হালনাগাদকৃত পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা এবং প্রকল্পের তথ্য লিফলেট অনুমোদনের জন্য পিআইইউতে এবং অনুসমর্থনের জন্য বিশ্বব্যাংকের নিকট জমা দেওয়া	পিএমইউ
	• ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের কাছে প্রকল্পের হালনাগাদকৃত পুস্তিকাসমূহ বিতরণ এবং স্থানীয় সরকার অফিসে সংক্ষিপ্ত হালনাগাদকৃত পুনর্বাসন পরিকল্পনা পোস্টিং	পিআইইউ
	• হালনাগাদকৃত পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	পিআইইউ
	• পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিরীক্ষণ	পিআইইউ (অভ্যন্তরীন) এবং পিএমইউ (বাহ্যিক)

সুরক্ষার নথিসমূহ তৈরির সময় এলজিইডি, ডিপিএইচই এবং এমওডিএমআর স্থানীয় সরকার, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, দাতাগোষ্ঠী, হোস্ট কমিউনিটি এবং বাস্তচ্যুত রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের লোকজনের সাথে বেশ কয়েকটি বৈঠক করেছে। সকল স্টেকহোল্ডার প্রকল্পের পক্ষে মত দেয়।

ডিআরপি প্রবাহের কারণে স্থানীয় জনসাধারণ অনেক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। তারা প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে প্রকল্পের সাথে জড়িত করার অনুরোধ করেছে, যাতে তারা এই প্রকল্প থেকে উপকৃত হতে পারে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ সম্ভাব্য প্রকল্প কার্যক্রমসমূহ প্রকাশ করেছে। হোস্ট কমিউনিটিগুলিও নির্মাণ কাজে স্থানীয় সম্প্রদায়কে যুক্ত করার অনুরোধ করেছে।

প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সাথেও পরামর্শ করেছেন, কারণ তারা ডিআরপির বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচিতেও জড়িত। প্রকল্প চক্রের সবগুলো পর্যায়ে, পিআইইউ বিভিন্ন উন্নয়ন অংশীদারদের সাথে সমন্বয় বজায় রাখবে।

প্রকল্প প্রস্তুতির পর্যায়ে ডিআরপিদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। স্থানীয় ভাষা থেকে রোহিঙ্গাদের ভাষা আলাদা, তারা প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ উন্নয়নের জন্য প্রকল্পের সাথে রোহিঙ্গাদের সম্পৃক্ত করতে অনুরোধ করেছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানায় যে রোহিঙ্গা লোকজন অভিযোগ প্রতিকার কমিটিতে (জিআরসি) জড়িত থাকবে, যাতে তারা কর্তৃপক্ষকে যে কোন সমস্যা জানাতে পারে। তাছাড়া রোহিঙ্গা শ্রমিকদের নির্মাণের সময় কাজে নিযুক্ত করা হবে।

৬.০ অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতি

চারটি কম্পোনেন্টের জন্যই গৃহীত অভিযোগসমূহের সময়মত ও সন্তোষজনক পদ্ধতিতে সমাধানের লক্ষ্যে একটি স্বাধীন তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে কম্পোনেন্ট ৩ এর অধীনে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ প্রতিকার এবং নিরসন প্রক্রিয়া (জিআরএম) প্রতিষ্ঠা করা হবে। নিম্নলিখিত পরিচালনা নীতিগুলির অধীনে জিআরএম বাস্তবায়ন করা হবেঃ ১) প্রাপ্ত সকল অভিযোগ রেকর্ড করা হবে; ২) অভিযোগকারীদের অভিযোগের সমাধান জানাতে হবে; এবং ৩) অভিযোগকারীর বেনামে অভিযোগ দাখিলের সামর্থ্য তৈরি করা যাতে সম্ভাব্য যে কোন প্রকার প্রতিশোধের ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব হয়; ৪) সমস্ত অভিযোগ নিরসন পর্যন্ত বা পাল্টা-ব্যবস্থা বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত পর্যবেক্ষন করতে হবে।

এই জিআরএম প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন করা হবে ক্যাম্পের ভেতরে ঝুকিপূর্ণ এবং নাজুক পরিবেশে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য, বিশেষ করে নারী ও কিশোরী মেয়েদের জন্য যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভোগান্তির শিকার হয়েছে এবং এখনো লিঙ্গ ভিত্তিক নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হচ্ছে। এই জিআরএম এর উদ্দেশ্য হচ্ছে স্থানীয় পর্যায়ে সমঝোতা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যত দ্রুত সম্ভব অভিযোগ সমাধান করা এবং যদি সেটা সম্ভব না হয় তবে পরবর্তী বিবেচনার জন্য স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা। প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ এবং স্থানীয় লোকদের তাদের অধিকার সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন করা হবে এবং অভিযোগের প্রতিকার পদ্ধতি বিস্তারিত ও কার্যকররূপে তথ্য প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত হবে।

বর্তমানে, সিআইসি কর্মীরা একটি স্বেচ্ছাসেবকদের সমন্বয়ে গঠিত নেটওয়ার্ক এবং রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের নেতাদের (মাঝি নামে পরিচিত) মাধ্যমে ডিআরপিদের বিভিন্ন কাজের সাথে সম্পৃক্ত করিয়ে থাকে। এই প্রকল্পটি এই স্বেচ্ছাসেবকদের নেটওয়ার্ককে সরকারের প্রধান ডিআরপি সংশ্লিষ্টতার কাঠামো হিসাবে পরিবেশন করতে সহায়তা করবে। এই কৌশল শেষ সময়ের ডেলিভারি টুল হিসাবে কাজ করবে যা এলজিইডি, ডিপিএইচই এবং এমওডিএমআরকে আচরণগত পরিবর্তন সম্পর্কিত যোগাযোগ(টিওটি কৌশলগুলির মাধ্যমে) ও অভিযোগ সমাধান প্রক্রিয়াসহ কার্যক্রমগুলিকে মূলধারার সাথে যুক্ত করতে সহায়তা করবে। স্বেচ্ছাসেবকরা একটি স্বচ্ছ, সম্মিলিত এবং প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হবেন যেখানে এই প্রক্রিয়াতে নারী ও অন্যান্য দুর্বল গোষ্ঠীগুলিকে যথাযথ বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে। প্রকল্পটি ডিআরপিদের অংশগ্রহণ ব্যবস্থার সংগঠন ও সহজতর করতে সেবা প্রদানকারী একটি বিশেষ সংস্থা (এসএ) কে অর্থায়ন করবে। উক্ত বিশেষ সংস্থা অভিযোগের রেকর্ডিং এবং কমিউনিটিকে প্রতিক্রিয়া প্রদানের জন্য সিআইসি অফিসে অভিজ্ঞ কর্মীদের নিয়োজিত করবে। সংস্থাটি ডিআরপিদের অংশগ্রহণের প্রক্রিয়াটি সহজতর, তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণ করবে, যার মধ্যে রয়েছে: (১) স্বেচ্ছাসেবীদের নির্বাচন এবং প্রশিক্ষণ; (২) পর্যবেক্ষণ এবং রিপোর্টিং কার্যক্রম; (৩) নির্দিষ্ট সময় পরপর সিআইসি এবং স্বেচ্ছাসেবক বৈঠক; এবং (৪) আইইসি উপকরণ বিতরণ। প্রকল্পটির জিআরএম প্রতিষ্ঠা, পর্যবেক্ষণ এবং মূলধারায় অন্তর্ভুক করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গৃহীত হবে:

(১) প্রোটোকল নকশা; (২) মানব নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা (ম্যানুয়াল ফর্ম এবং নিবন্ধক, প্রশিক্ষণ এবং প্রসার); (৩) জিআরএম ব্যবস্থাপনা ক্ষমতার পরিবর্ধন; (৪) ডিজিটাল পদ্ধতির উন্নয়ন (সফটওয়্যার, কম্পিউটার, প্রিন্টার, টেলিফোন, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, ইন্টারনেট এবং বিদ্যুৎ); (৫) কার্যক্রম পরিচালনার স্থান (ডেস্ক এবং চেয়ার); এবং (৬) অভিযোগ হটলাইন (পরিষেবা চুক্তি)।

প্রকল্পটিতে আশ্রয় প্রদানকারী জনগোষ্ঠী (হোস্ট কমিউনিটি) জন্য কিছু কার্যক্রম থাকবে। ঘূর্ণিঝড় প্রতিরক্ষায় এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত আশ্রয়কেন্দ্র, রাস্তা, সেতু, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণ কার্যক্রম এই প্রকল্পের আওতায় চলমান থাকবে যেখানে সম্প্রদায়ের লোকজন সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। প্রকল্পটিতে নির্মাণ কাজের স্বার্থে স্থানীয় শ্রমিকদের প্রয়োজন হতে পারে, যেখানে শ্রম আইন এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিমালা মেনে না চলার জন্য অভিযোগ তৈরি হতে পারে।

বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের অভিযোগগুলির মোকাবেলায়, এলজিইডি, ডিপিএইচই, এমওডিআরএম এবং বিশেষ সংস্থার সহায়তায় চার স্তরবিশিষ্ট জিআরএম প্রতিষ্ঠিত হবে। বিস্তারিত নীচে দেওয়া হল:

প্রথম স্তর:(কেমিউনিটি এবং ক্যাম্প পর্যায়ে অভিযোগ পেশ) অভিযোগ সমাধানের প্রথম এবং সহজ মাধ্যম হলো ক্যাম্প বা কমিউনিটি পর্যায়ে দ্রুত উক্ত ক্ষোভ প্রশমন করা। কম্পোনেন্ট ১ ও ২ এর অধীনস্থ ক্ষোভ ও অভিযোগগুলি এই ধাপে গ্রহণ করা হবে। প্রকল্পের ধরন অনুযায়ী প্রথম ধাপে ক্ষোভ জানানোর ক্ষেত্রে দুটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে।

১. বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা (ডিআরপি) কর্তৃক অভিযোগ: রোহিঙ্গা লোকজন কর্তৃক অভিযোগগুলি লিখিত এবং মৌখিকভাবে জানানোর জন্য রোহিঙ্গা সেচ্ছাসেবী নেটওয়ার্ক কাজ করবে। মাঠ পর্যায়ের ডিআরপি স্বেচ্ছাসেবকদের প্রকল্পের বিভিন্ন কাজ শেখানোর পাশাপাশি অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতি ও কর্মধাপগুলি শেখানো হবে। সকল স্বেচ্ছাসেবককে রোহিঙ্গা ভাষা ও বাংলা ভাষায় দক্ষ হতে হবে। অভিযোগ লেখা এবং নথিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাদেরকে দক্ষ হতে হবে। বিশেষায়িত সংস্থা স্বেচ্ছাসেবকদের বিভিন্ন গ্রুপ গঠন করবে। প্রতিটি গ্রুপে অন্তত ২ জন পুরুষ এবং ২ জন মহিলা স্বেচ্ছাসেবক থাকবে। অভিযোগ গ্রহণ, সমাধা করা এবং রেকর্ড করার ক্ষেত্রে প্রতিটি স্বেচ্ছাসেবক গ্রুপ ৩০০ থেকে ৫০০ ডিআরপি পরিবারকে সহযোগিতা করবে। যদি এই পর্যায়ে অভিযোগ সমাধান করা না যায়, তাহলে তা ক্যাম্প পর্যায়ে স্থানান্তর করা হবে।

২. স্থানীয় জনগোষ্ঠী (হোস্ট কমিউনিটি) কর্তৃক অভিযোগ: ক্যাম্পের বাইরে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা এবং এলজিইডি ও এর ঠিকাদারদের দ্বারা বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমের কারণে হোস্ট কমিউনিটি থেকেও অভিযোগ উঠতে পারে। বিশেষায়িত

সংস্থার অভিযোগ সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট, আন্তর্জাতিক এনজিও/এনজিওর প্রতিনিধি (যদি থাকে), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর / জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর -এর সুরক্ষা সংক্রান্ত কর্মকর্তা এবং প্রতিনিধির নিকট এসব অভিযোগ দাখিল করা যেতে পারে। যদি এই পর্যায়ে অভিযোগগুলি সমাধান করা না যায়, তাহলে তা ক্যাম্প পর্যায়ে স্থানান্তর করা হবে। সংশ্লিষ্ট ফোকাল পারসন নিম্নলিখিত তথ্য পরিপূর্ণরূপে নথিভুক্ত করবেন: (১) ব্যক্তির নাম; (২) অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ; (৩) অভিযোগের প্রকৃতি; (৪) অবস্থান, এবং (৫) অভিযোগ নিষ্পত্তির পদ্ধতি।

দ্বিতীয় স্তরের জিআরএম (ক্যাম্প পর্যায়ে): স্থানীয় পর্যায়ে যদি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা না যায়, তাহলে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় -এর প্রতিনিধিদের সহায়তায় বিশেষায়িত সংস্থার এ সম্পর্কিত ফোকাল পয়েন্ট ক্যাম্প পর্যায়ের ক্ষোভ প্রতিকার কমিটির নিকট সংশ্লিষ্ট অভিযোগ জানাবেন। এই কমিটির প্রধান থাকবেন ক্যাম্প ইন চার্জ। মাঝি, রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবীদের প্রতিনিধি, ক্যাম্প পর্যায়ের অভিযোগ নিরসনে বিশেষায়িত সংস্থার দায়িত্বশীল ফোকাল পয়েন্ট এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট -এর সদস্যরা এই কমিটির সদস্য হিসেবে থাকবেন। অভিযোগের প্রকৃতি ও ধরন অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে এই কমিটির নতুন সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শ্রমিকপক্ষ থেকে যদি কোন অভিযোগ জানানো হয়, তাহলে শুনানির সময় ঠিকাদারের প্রতিনিধিকে ডাকা হবে। ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে ক্রমাগত যোগাযোগের মাধ্যমে ক্ষোভের প্রতিকার করা হবে এবং ফোকাল পারসন পরিবেশগত ও সামাজিক ইস্যু সহ বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিবেন। ইলেকট্রনিক মাধ্যমের মাধ্যমে অভিযোগগুলি স্থানান্তর করার জন্য একটি সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন এবং একটি হটলাইন চালু করা হবে। সিআইসি অফিস সময়ে সময়ে অভিযোগগুলি একীভূত করবেন এবং তা নথিভুক্ত করবেন। প্রতিটি ক্যাম্পে একটি ক্যাম্প পর্যায়ের অভিযোগ প্রতিকার কমিটি(জিআরসি) প্রতিষ্ঠা করা হবে। প্রতিটি অভিযোগ পর্যালোচনা এবং সে সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য উক্ত কমিটি দায়ী থাকবে। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী সংস্থার নিকট অধিকতর বিবেচনার জন্য উক্ত অভিযোগ প্রেরণ করা হবে।

স্থানীয় পর্যায়ে হোস্ট কমিউনিটির অভিযোগ নিষ্পত্তি না হয়ে থাকলে, পরিবেশ/সামাজিক সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর - প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট) এলজিইডি কক্সবাজারের নির্বাহী প্রকৌশলী অফিসের নির্বাহী প্রকৌশলী পর্যায়ের জিআরসি - এর নিকট উক্ত অভিযোগ তুলে ধরবে। ডিপিএইচইর হস্তক্ষেপের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে অমীমাংসিত অভিযোগগুলি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কক্সবাজার নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট হস্তান্তর করা হবে। এই পর্যায়ে জিআরসি আহবান করার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবেন। স্থানীয় প্রশাসন, এনভাইরনমেন্ট এন্ড সোশ্যাল টিম (ইএসটি) (পরামর্শদাতা) এবং সুশীল সমাজ সহ অন্যান্য অংশীদারদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য সদস্যদের নির্বাচন করা হবে। সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ নিম্নলিখিত তথ্য পরিপূর্ণরূপে নথিভুক্ত করবেন: (১) ব্যক্তির নাম; (২) অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ; (৩) অভিযোগের প্রকৃতি; (৪) অবস্থান, এবং (৫) অভিযোগ নিষ্পত্তির পদ্ধতি। জিআরসির গঠন এবং এর সদস্যপদ নিচের নিয়মে হবে:

আহবায়ক	নির্বাহী প্রকৌশলী
সদস্য সচিব	এনভাইরনমেন্ট/সোশ্যাল সেইফগার্ড স্পেশালিস্ট (পিআইইউ)
সদস্য	স্থানীয় প্রশাসন থেকে প্রতিনিধি
	এনভাইরনমেন্টাল এন্ড সোশ্যাল টিম (ইএসটি) কনসালটেন্টের প্রতিনিধি
	সুশীল সমাজের প্রতিনিধি

তৃতীয় স্তর (জেলা পর্যায়- আরআরসি জিআরসি): ক্যাম্প পর্যায় বা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস পর্যায়ে যদি কোন অভিযোগ নিষ্পত্তি করা না যায়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় অথবা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর পিআইইউ ক্ষোভ প্রতিকার প্রক্রিয়ার তৃতীয় ধাপ অনুসরণ করবে এবং সংশ্লিষ্ট অভিযোগ লিখে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার এর কার্যালয়ের 'অভিযোগ প্রতিকার কমিটি'-র নিকট তা জানাবে। এই কমিটি অভিযোগ বিবেচনা করে দেখার পরে উপ-প্রকল্প পরিচালক, সেইফগার্ড কনসালটেন্ট, প্রোগ্রাম কনসালটেন্ট এবং অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত পরামর্শকের সাথে আলাপ-আলোচনা করে উক্ত অভিযোগ সমাধান করবেন। আরআরআরসির অফিসে কোন কমিটি থাকলে এই কমিটি তার সহায়তা নিবে এবং প্রয়োজন হলে আরআরআরসি, ডিসি এবং সংশ্লিষ্ট এজেন্সির জেলা পর্যায়ের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ তথা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর -এর প্রতিনিধিদেরকে অভিযোগ নিষ্পত্তিতে সম্পৃক্ত করবে। পর্যালোচনা এবং নিষ্পত্তির জন্য এই কমিটি জেলা পর্যায়ে গঠন করা হবে। অভিযোগের মামলাগুলি নিবন্ধিত করা এবং ফলো-আপ করার জন্য একটি সফ্টওয়্যার ভিত্তিক সিস্টেম উন্নয়ন করা হবে। এর পাশাপাশি প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ের কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য ম্যানুয়াল সিস্টেম অনুসরণ করা হবে। আকস্মিক সংকটের ক্ষেত্রে বিকল্প উপায় হিসেবে এই ম্যানুয়াল সিস্টেম অনুসরণ করা হবে। জিআরএম পরিকল্পনার অংশ হিসাবে, অভিযোগের অগ্রাধিকার ঠিক করা এবং তা সমাধা করার জন্য কয়েকটি অভিযোগ ক্যাটাগরি ঠিক করা হবে। এর মধ্যে প্রকল্প সংক্রান্ত অভিযোগ, লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা সম্পর্কিত অভিযোগ, সুরক্ষা সংক্রান্ত অভিযোগ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কিত অভিযোগের তথ্য সংগ্রহ এবং সে মর্মে প্রত্যুত্তর দানের জন্য সফ্টওয়্যার ভিত্তিক হটলাইন ব্যবহার করা হবে।

চতুর্থ স্তর (জাতীয় পর্যায়): জেলা পর্যায়ে যদি কোন অভিযোগ নিষ্পত্তি না হয়, তাহলে জাতীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট এজেন্সির নিকট নিয়ে যাওয়া হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় -এর কাজের ব্যাপারে অভিযোগ আসলে উক্ত অভিযোগ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ

মন্ত্রণালয় -এর নিকট, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর -এর কাজের ব্যাপারে অভিযোগ আসলে তা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর -এর নিকট, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর -এর কাজের ব্যাপারে অভিযোগ আসলে তা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর -এর নিকট নিয়ে যাওয়া হবে। এরপর প্রতিটি সংস্থা তাদের কাছে বিদ্যমান অভিযোগ নিষ্পত্তি নীতিমালা অনুসারে উক্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি করবেন। সংশ্লিষ্ট সংস্থার সুরক্ষা সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট অভিযোগ সমাধা করার ব্যবস্থা করবেন। স্তর ১ থেকে ৩ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সকল সভার কার্যবিবরণী শুনানিতে উত্থাপন করতে হবে। শুনানি এবং প্রামাণিক দলিলের উপর ভিত্তি করে কমিটি উক্ত অভিযোগগুলি সমাধা করবেন। অধিকন্তু, শ্রম সংক্রান্ত কোন অভিযোগ আসলে শ্রমিকরা সরাসরি ঠিকাদারদের নিকট তাদের অভিযোগ জানাতে পারেন। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুসারে ঠিকাদাররা শ্রম সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি করবে। শ্রমিক, ডিআরপি এবং হোস্ট কমিউনিটি সরাসরি যে কোন স্তরে তাদের অভিযোগ জানাতে পারবেন।

তাছাড়া যেসব ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মনে করে যে, তারা বিশ্ব ব্যাংক সমর্থিত বা পরিচালিত প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন, তারা প্রকল্প পর্যায়ে বিদ্যমান অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বা বিশ্ব ব্যাংকের অভিযোগ প্রতিকার সার্ভিস (জিআরএস) ব্যবহার করে তাদের অভিযোগ জানাতে পারেন। জিআরএস -এর মাধ্যমে অভিযোগ দাখিল করলে তা তাৎক্ষণিকভাবে প্রকল্প পর্যায়ে পর্যালোচনা করে দেখা হয়। প্রকল্পের কাজের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা কমিউনিটি বিশ্ব ব্যাংকের স্বাধীন অনুসন্ধানী প্যানেল ব্যবহার করে তাদের অভিযোগ উত্থাপন করতে পারেন। বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম এবং কর্মধাপ অনুসরণ না করার কারণে ক্ষতি হয়েছে কিনা বা ক্ষতি হতে পারে কিনা তা এই প্যানেলের মাধ্যমে নির্ধারণ করা যায়। বিশ্ব ব্যাংকের নজরে কোন বিষয় আনার পরে এবং ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক উত্তর দানের সুযোগ দেওয়ার পর যে কোন সময় অভিযোগ দাখিল করা যেতে পারে।

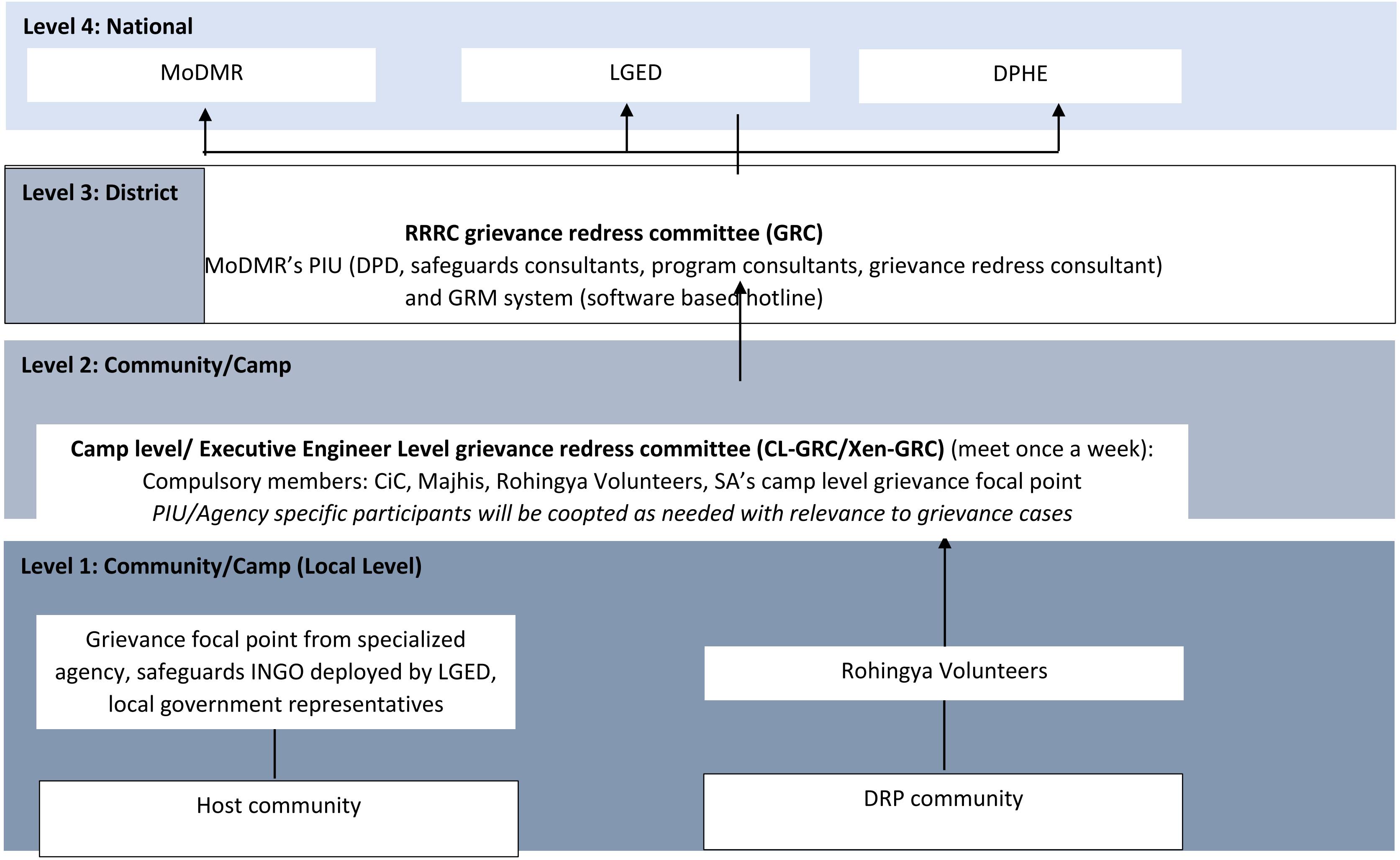

চিত্র ১ – অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা

সারণী ৮ : বিশেষায়িত সংস্থা দ্বারা অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতির (জিআরএম) পরিষেবা প্রদানের পূর্বে জিআরএম কাঠামো

লেভেল ৪ (জাতীয় পর্যায়)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট)	স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর (প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট)	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট)
লেভেল ৩ (শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার)	শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার কর্তৃক প্রণীত জিআরসিঃ আরআরআরসি এর নিজস্ব জিআরএম কাঠামো বিদ্যমান		
লেভেল ২ (জিআরসি এর নির্বাহী প্রকৌশলী): এলজিইডি এবং ডিপিএইচই (সামগ্রিকভাবে বিশেষায়িত সংস্থা কর্তৃক জিআরএম পরিষেবা শুরু করার পূর্বে ডিপিএইচই নির্বাহী প্রকৌশলী জিআরসি হিসেবে কাজ করবেন)	নির্বাহী প্রকৌশলী জিআরসি(এক্সেন-জিআরসি)ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ, ইএসটি পরামর্শক দলের প্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন, নাগরিক সমাজ সহ বিভিন্ন কমিউনিটি ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের প্রতিনিধি । ডিআরপিরা এলজিইডি এবং ডিপিএইচই এর প্রতিনিধিদের মাধ্যমে অথবা ক্যাম্প পর্যায়ে বিদ্যমান জিআরএম কাঠামোর মাধ্যমে অভিযোগ জানাতে পারবেন।		
লেভেল ১ (ক্যাম্প এবং আশ্রয় দানকারী জনগোষ্ঠী):	ডিআরপি এবং আশ্রয়দানকারী জনগোষ্ঠীঃ এলজিইডি এবং ডিপিএইচই কর্তৃক নিয়োগকৃত সুরক্ষা দল, স্থানীয় এলজিইডি এবং ডিপিএইচই প্রতিনিধিগণ ।		

৬.১ স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ এবং জিআরএম ট্র্যাকিং

একটি শক্তিশালী এবং সুসংহত যোগাযোগ কৌশল প্রকল্পের কার্যক্রমগুলির ধারাবাহিকতা, অংশীদারদের সমর্থন এবং যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটি রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্ভাব্য প্রতিরোধ এবং ভুল বোঝাবুঝিকে হ্রাস করতে সহায়তা করবে। কৌশলটি অংশীদারদের মধ্যে প্রকল্পটির কার্যক্রমগুলি আরও ভালভাবে বুঝতে ও গ্রহণ করতে সহায়তা করবে এবং সেইসাথে যথাযথ বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। একটি কার্যকরী কৌশল তৈরি করার জন্য এজন্য প্রথমে "প্রয়োজনীয় যোগাযোগের মূল্যায়ন" করা হবে। এই মূল্যায়ন সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের সনাক্ত করবে এবং সামাজিক-রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, তথ্য ঘাটতি, মনোভাব, আকাঙ্ক্ষা, বাস্তব ও অনুভূত উদ্বেগ, ভয় এবং পরিবর্তনের বাধাগুলি সম্পর্কে আরও ভাল ধারণা দিবে।

কৌশলটির দুটি উদ্দেশ্য থাকবে: ১) আচরণগত পরিবর্তন সম্পর্কিত যোগাযোগ এবং তথ্য আদান-প্রদান যার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠী প্রকল্প হস্তক্ষেপ থেকে সচেতন এবং উপকৃত হতে পারে; এবং ২) স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে প্রস্তাবিত হস্তক্ষেপের বিষয়ে সমঝোতা গড়ে তোলা। যোগাযোগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন অংশীদার, নীতিনির্ধারক, মিডিয়া, এবং রোহিঙ্গা ও স্থানীয় সম্প্রদায় সহ একাধিক অংশীদারদের অন্তর্ভূক্ত করা হবে; পারিবারিক সহিংসতা ও মানব-পাচার সহ যে কোনও ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ বার্তা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। জনসাধারণের উপলব্ধি ও সমর্থন, এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য একটি কার্যকর পরিবেশ তৈরি করতে সহায়তা করতে প্রকল্পটি বিভিন্ন অংশীদার গোষ্ঠীর কছে পৌঁছানোর জন্য একাধিক যোগাযোগের উপায় ব্যবহার করবে।

অংশীদারদের মধ্যকার সংযোগ প্রক্রিয়াটি যথাযথভাবে করার জন্য একটি সাধারন লগ শীটে (১) তারিখ, (২) স্টেকহোল্ডারের নাম, (৩) অনুসন্ধানের বিভাগ, (৪) অনুসন্ধানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (অভিযোগ, সমস্যা, অথবা প্রশ্ন), (৫) সমস্যা ফলো আপ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ, এবং সবশেষে (৬) বর্তমান অবস্থা (মীমাংসা, অথবা চলমান) রেকর্ড করার মাধ্যমে একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। ঐচ্ছিক মন্তব্যের জন্য একটি স্থানে প্রতিটি এন্ট্রির জন্য 'মেমো-ফর-রেকর্ড' রয়েছে। ট্র্যাকিং টেম্পলেটটি ও নির্দেশাবলী সুরক্ষা বিশেষজ্ঞদের বা প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট –এর স্টেকহোল্ডার পরামর্শ কার্যক্রমের সাথে জড়িত কর্মীদের রেকর্ডকিপিং এবং ট্র্যাকিং এর উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য।

সামাজিক সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ/যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ ট্র্যাকিং টেমপ্লেট পরিচালনার কাজটি করবেন; তারা (১) প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট বা আইএনজিও থেকে স্টেকহোল্ডার পরামর্শ কার্যক্রমে অংশগ্রহনকারী কোনও সদস্য; (২) ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী সহ সকল স্টেকহোল্ডার যারা কোনও অভিযোগ দাখিল করতে, কোনও সমস্যা প্রতিবেদন করতে প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট এর সাথে সরাসরি যোগাযোগ (ফোন কল, টেক্সট, ইন্টারনেট, মুখোমুখি সভা) করেন- সকলের কার্যক্রমকে একীভূত করবে।

স্থানীয় গ্রিভেন্স রিড্রেস কমিটি (অভিযোগ প্রতিকার কমিটি) এর কাছে করা অনুসন্ধান/অভিযোগ বছর, মাস, তারিখ বিন্যাস, এবং সনাক্তকারী সংখ্যা পদ্ধতির মাধ্যমে একই তারিখে গৃহীত অনুসন্ধানগুলির সংখ্যাক্রমে এবং অনুসন্ধানের ধরণ অনুযায়ী আদ্যক্ষর দিয়ে যেমন - অভিযোগ (G, সমস্যা (P,প্রশ্ন (Q [উদাঃ 2018-10-10-01-XXXG এ পদ্ধতিতে নামকরণ করে সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ প্রতিদিন এবং/অথবা যেভাবে প্রয়োজন সেভাবে হালনাগাদ করবে। এর ফলে অনুসন্ধানকারীকে নাম অথবা ফোন নাম্বার দিয়ে সনাক্ত করা যাবে।

সামাজিক সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ এবং যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ পিআইইউ সদস্যদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্বে থাকবে। তারা ট্র্যাকিং রিপোর্ট হালনাগাদ করবেন যেন উভয় কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সমাধান তাতে প্রতিফলিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট লাইন ইউনিটের মাধ্যমে অনুসন্ধানকারীর সমস্যা অথবা তথ্য প্রাপ্তির আবেদন "তদর্থক/অনানুষ্ঠানিক" ভিত্তিতে, ব্যক্তিগতভাবে, বিশেষ সভাগুলিতে, অথবা সাধারণ পিআইইউ স্টাফ মিটিংয়ে যথাসময়ের মধ্যে প্রদান করা যায়।

৭.০ এনটাইটেলমেন্ট

ক্ষতিপূরণের জন্য প্রকল্প-নির্দিষ্ট পুনর্বাসন নীতিগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত নীতিমালা ও অন্যান্য এনটাইটেলমেন্ট সংক্রান্ত নীতিমালা নীচের টেবিল ০৬ এবং ০৭ এ সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অধিকন্তু, ক্ষতিগ্রস্ত জমি বা সম্পদের ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে স্থানান্তরের আগেই ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদ বা জমির প্রতিস্থাপনের জন্য নির্ধারিত খরচ (যে কোন ধরনের কর বা ট্রানজেকশন খরচ ছাড়া) নির্ধারণ নীতির উপর ভিত্তি করে দেওয়া হবে, নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আলোকে যা কার্যকরভাবে সংজ্ঞায়িত:

৭.১ ক্যাম্পের ভিতরে ডিআরপিদের এনটাইটেলমেন্ট

১। ক্যাম্পের অভ্যন্তরে অস্থায়ীভাবে বা স্থায়ীভাবে স্থাপনা নির্মাণের জন্য বা স্থানান্তরের জন্য ক্যাম্পের মধ্যে কোনও ভূমি ব্যবহারে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ডিআরপি/ডিআরপি কমিউনিটির অনুমতি নিতে হবে। এটা অবশ্যই ঐচ্ছিক ভিত্তিতে হতে হবে।

২। যেহেতু ডিআরপিরা ক্যাম্পের মধ্যে বসবাস করছেন এবং ক্যাম্পের জমি সরকার কর্তৃক সরবরাহ করা হয়েছে, তাই নির্মাণের সময় ব্যবহার করার প্রয়োজন হলে ডিআরপি সেই জমির জন্য কোন ক্ষতিপূরণ পাওয়ার দাবী করতে পারবে না। তারপরেও, সমঝোতা বা অনুমতি ছাড়া সংলগ্ন ডিআরপি/ডিআরপি কমিউনিটির জমি কোন প্রকল্প কার্যক্রমে ব্যবহার করা যাবে না।

৩। যদি নির্মাণকালীন সময় স্থানান্তরের প্রয়োজন হয় যা কিনা প্রভাবিত ডিআরপির কাছ থেকে পরামর্শের ভিত্তিতে পূর্ববর্তীতে সম্মতি নেওয়া হয়েছিল, তবে সেক্ষেত্রে প্রকল্পের নিজ খরচে স্থাপনা/ সম্পদের স্থানান্তর, ভূমি উন্নয়ন এবং নতুন অবস্থানে স্থাপনা পুনর্নির্মাণ করা হবে।

৪। কাঠামো বা সম্পত্তির স্থানান্তরের সময় যদি কোন সম্পত্তির ক্ষতি হয়, প্রকল্প নিজ খরচ থেকে সেই সকল সম্পদের প্রতিস্থাপন করবে।

৫। নলকূপ বা টয়লেটের মত কোনও কমিউনিটি কাঠামো প্রভাবিত হলে, প্রকল্প নিজস্ব খরচ দিয়ে সেই সম্পদের প্রতিস্থাপন করবে।

৬। প্রকল্প দ্বারা অন্য কোন ক্ষতি বা প্রভাব হলে তার ক্ষতিপূরণে প্রকল্প খরচ বহন করবে।

৭.২ আশ্রয়দানকারী জনগোষ্ঠীর জন্য এনটাইটেলমেন্ট

১। জমি স্থায়ীভাবে প্রয়োজন হলে (শেষ বিকল্প হিসাবে), এটি ওপি ৪১২. এবং এআরআইপিএ ২০১৭ এর নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে। প্রতিস্থাপন খরচ অনুসারে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। মালিকরা প্রকল্পে ভূমি দান করতে ইচ্ছুক হলে, প্রকল্প থেকে নিশ্চিত করতে হবে যে উক্ত জমি প্রদান তাদের আয়ের ১০ শতাংশের বেশি আয়কে প্রভাবিত করবে না। স্বেচ্ছায় জমি দানের ক্ষেত্রে ভূমি মালিকদের এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষের মধ্যে এমওইউ এর মাধ্যমে জমি দান পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

২। জমিতে অস্থায়ী প্রভাবের ক্ষেত্রে এআরআইপিএ ২০১৭ এবং ওপি ৪.১২ অনুসারে ভাড়া বা ফরমায়েশি আকারে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে । এমওএউর মাধ্যমে যদি ভূমির মালিক অস্থায়ী ভিত্তিতে প্রকল্পের স্বার্থে ভূমি সরবরাহ করতে ইচ্ছুক হয়, তবে উক্ত জমি শর্তে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিতে হবে । যদি পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়া না হয় এবং প্রকল্পের পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া না হয়, তবে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি ভূমি প্রতিস্থাপনের ক্ষতিপূরণ হারে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হবেন। ঠিকাদারের চুক্তিতে জরিমানা সংক্রান্ত একটি অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হবে যাতে নিশ্চিত করা হবে যে ক্ষতিপূরণ ঠিকাদারের কাছ থেকে পাওয়া যাবে।

৩।যদি অধিগ্রহণ বা হুকুমদখল/ভাড়ার অথবা স্বেচ্ছায় প্রদানের কারণে কোনো সম্পত্তি/কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রতিস্থাপন খরচ প্রদান করা হবে।

৪। আবাসিক/বাণিজ্যিক/কৃষিজমির ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপন খরচের ভিত্তিতে হবে, যা একই এলাকায় সাম্প্রতিক জমির বিক্রয়মূল্য এবং এই ধরনের উদাহরণের অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে অনুরূপ অবস্থানে মূল্য বিবেচনাপূর্বক নির্ধারণ করা হবে;

৫। ঘর এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাঠামোর জন্য ক্ষতিপূরণ প্রতিস্থাপনের খরচের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে, যা বর্তমান বিল্ডিং উপকরণের এবং শ্রমের বর্তমান বাজার মূল্য বিবেচনা করে করতে হবে, যেখানে পরিত্যক্ত বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস এর ডেপ্রিসিয়েশন খরচ কিংবা মূল্য কর্তন অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৬। বার্ষিক ফসলের ক্ষতিপূরণ ফসলের বর্তমান বাজার মূল্যের সমতুল্য হবে;

৭। বহুবর্ষজীবী ফসল ও গাছের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রতিস্থাপনের খরচের ভিত্তিতে হবে এবং তা প্রদানের সময় ধরন, বয়স, এবং উৎপাদনশীল মান বিবেচনা করে নগদ ক্ষতিপূরণ বাজার মূল্যের উপর ভিত্তি করে হবে। কাঠের গাছের ক্ষেত্রে চার ফুট উচ্চতায় ব্যাস ধরে বর্তমান বাজার মূল্য বিবেচনা করা হবে।

সারণী ০৯ - আশ্রয়দানকারী জনগোষ্ঠীর জন্য এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্স

নং	ক্ষতির ধরণ	যেখানে প্রযোজ্য	এনটাইটেলড ব্যক্তি	এনটাইটেলমেন্ট	বাস্তবায়নে উদ্ভূত সমস্যা
এ১-	জমির পরিমাণ কমে যাওয়া বা জমির ক্ষতি	বাসস্থানের জমি, কৃষি কাজের জমি, বা খালি অবস্থায় পড়ে থাকা জমি অধিগ্রহণ করার জন্য আবেদন	জমির মালিকানা সঠিকভাবে যার নামে	• প্রতিস্থাপন খরচের সমতুল্য নগদ ক্ষতিপূরণ[1]। • প্রতিস্থাপন জমি খুঁজে পেতে সহায়তা। • স্ট্যাম্প ডিউটি, ল্যান্ড রেজিস্ট্রেশন ফি, ক্যাপিটাল লাভের উপর কর, এবং মূল্য সংযোজন কর প্রতিস্থাপন জমির জন্য প্রদানের বিধান। • অবশিষ্ট জমি আর কার্যকর না হলে বিকল্প ক্ষতিপূরণের বিধান। • পূর্বে ব্যবহার বা প্রবেশ সমতুল্য সাধারণ সম্পত্তির পুনরায় ব্যবহার বা প্রবেশের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে ; • ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারের জন্য অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ।	• পুনর্বাসনের অংশ হিসাবে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে একটি আদমশুমারীর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলি চিহ্নিত করা হবে[2]। • ভূমি মালিকের পরামর্শে জমির স্থায়িত্ব নির্ধারণ করা হবে।
এ২-	জমির পরিমাণ কমে যাওয়া বা জমির ক্ষতি	বাসস্থানের জমি, কৃষি কাজের জমি, বা খালি অবস্থায় পড়ে থাকা জমি হুকুম দখল/ ভাড়া করার জন্য আবেদন	জমির মালিকানা সঠিকভাবে যার নামে	• হুকুমদখল/ ভাড়া নেওয়ার সময়ের জন্য নগদ ক্ষতিপূরণ, • অবশিষ্ট জমি আর কার্যকর না হলে বিকল্প ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। • ঠিকাদার এবং এপিডিপি দ্বারা / পারস্পরিকভাবে ভাড়া ফি নির্ধারণ করা হবে • পূর্বে ব্যবহার বা প্রবেশ সমতুল্য সাধারণ সম্পত্তির পুনরায় ব্যবহার বা প্রবেশের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে ; • ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারের জন্য অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ।	• যদি জমি পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়া না হয় অথবা প্রকল্পের পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া না হয়, তবে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে ভূমি প্রতিস্থাপনের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। ঠিকাদারের চুক্তিতে জরিমানা সংক্রান্ত একটি অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হবে যাতে নিশ্চিত করা হবে যে ক্ষতিপূরণ ঠিকাদারের কাছ থেকে পাওয়া যাবে।
এ৩-	জমির পরিমাণ কমে যাওয়া বা জমির ক্ষতি	বাসস্থানের জমি, কৃষি কাজের জমি, বা খালি অবস্থায় পড়ে থাকা জমি অনুদানের ক্ষেত্রে জমির মালিক এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষের মধ্যে এমওইউ এর মাধ্যমে দান হিসেবে গ্রহণ	জমির মালিকানা সঠিকভাবে যার নামে	• জমিটি বৈধ মালিকের কাছে ফেরত দিতে হবে এবং জমি ব্যবহারের পরে সম্মত সময়ের মধ্যে প্রকল্প পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে হবে। • যদি জমি পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়া না হয় অথবা প্রকল্পের পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া না হয়, তবে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির ভূমি প্রতিস্থাপনের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। ঠিকাদারের চুক্তিতে জরিমানা সংক্রান্ত একটি অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হবে যাতে নিশ্চিত করা হবে যে ক্ষতিপূরণ ঠিকাদারের কাছ থেকে পাওয়া যাবে।	• স্বেচ্ছায় করা এই জমি দান এমনভাবে হতে হবে যেন এই দানের কারণে দানকারীর আয় ১০ শতাংশের বেশি হ্রাস না হয়।

[1] অধিগ্রহণকৃত বসতবাড়ি, জমি এবং অন্যান্য সম্পদের জন্য ক্ষতিপূরণ হার সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপনের খরচ এর সমতুল্য হিসেবে গণনা করা হবে।যেখানে বাজারের অবস্থা কী সেই তথ্যগুলো অনুপস্থিত বা বাজার একটি গঠনমূলক পর্যায়ে আছে, সেসকল ক্ষেত্রে ইএআইএ সাম্প্রতিক ভূমি লেনদেন /, ভূমি মান, ভূমি শিরোনাম, ভূমি ব্যবহার, ফসল ব্যবহার এবং ফসল উৎপাদনপ্রকল্প , এলাকা এবং অঞ্চলের ভূমি প্রাপ্যতা, এবং অন্যান্য সম্পর্কিত তথ্য সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য পেতে স্থানীয় ব্যক্তি এবং আশ্রয়দানকারী জনসংখ্যার সাথে আলোচনা করবে। ইএআইএ এসকল তথ্য / ছাড়াও বসতবাড়ি, বাড়ি ঘরের ধরনের, এবং নির্মাণ উপকরণের বেসলাইন তথ্য সংগ্রহ করবে।যোগ্যতাসম্পন্ন এবং অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞরা এই অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সম্পদ মূল্যায়ন করবে। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে মূল্যায়নের সময়, কাঠামো এবং সম্পদের ডেপ্রিসিয়েশন বিবেচনায় আনা হবে না।

[2] ডিপিরা/ ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারের তালিকায় মহিলা নেতৃত্বাধীন পরিবার, অক্ষম ব্যক্তি নেতৃত্বাধীন পরিবার, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক/ জাতিগত সংখ্যালঘু নেতৃত্বাধীন পরিবার এবং দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে ।

নং	ক্ষতির ধরণ	যেখানে প্রযোজ্য	এনটাইটেলড ব্যক্তি	এনটাইটেলমেন্ট	বাস্তবায়নে উদ্ভূত সমস্যা
এ৪-	জমির পরিমাণ কমে যাওয়া বা জমির ক্ষতি	বাসস্থানের জমি, কৃষি কাজের জমি, বা খালি অবস্থায় পড়ে থাকা জমি	যারা ভাড়া নিয়েছেন এবং ইজারাদার	• তিন মাসের ভাড়ার সমতুল্য ক্ষতিপূরণ। • ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারের জন্য অতিরিক্ত সহায়তা। • বিকল্প অবস্থান খুঁজে পেতে সহায়তা।	• জমির মালিক ভাড়া দেওয়া জমির জন্য ইতোপূর্বে প্রাপ্ত আমানত ভাড়াটেদের এবং ইজারাদারদের ফিরিয়ে দিবে; • পুনর্বাসনের অংশ হিসাবে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে একটি আদমশুমারীর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলি চিহ্নিত করা হবে।
এ৫-	জমির পরিমাণ কমে যাওয়া বা জমির ক্ষতি	বাসস্থানের জমি, কৃষি কাজের জমি, বা খালি অবস্থায় পড়ে থাকা জমি	বর্গাচাষী	• তৎকালীন ফসল কাটার ৬০ দিনের অগ্রিম বিজ্ঞপ্তি, যদি ফসল কাটা সম্ভব না হয়, তবে ফসলের ভাগের জন্য ক্ষতিপূরণ। • ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারের জন্য অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ।	• অধিগ্রহণের পূর্বে ফসল কাটার অনুমতি এবং ফসলের মৌসুম এড়িয়ে কাজের সময়সূচী নির্ধারণ; • পুনর্বাসনের অংশ হিসাবে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের একটি আদমশুমারীর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলি চিহ্নিত করা হবে।
এ৬-	জমির পরিমাণ কমে যাওয়া বা জমির ক্ষতি	বাসস্থানের জমি, কৃষি কাজের জমি, বা খালি অবস্থায় পড়ে থাকা জমি	যাদের ঐ জমির উপর সঠিক নামজারী নাই (অবৈধভাবে বসবাসরত জনগোষ্ঠী)	• দখলকৃত জমি থেকে সরে যাবার জন্য ৬০ দিনের অগ্রিম নোটিশ। • ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারের জন্য অতিরিক্ত সহায়তা।	• পুনর্বাসনের অংশ হিসাবে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে একটি আদমশুমারীর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলি চিহ্নিত করা হবে।
বি ১-	কাঠামোর ক্ষতি	আবাসিক/ বানিজ্যিক কাঠামো এবং অন্যান্য সম্পদ (যেমন প্রাচীর, দরজা, পোস্ট) কাঠামো	মালিকানা সঠিকভাবে যার নামে	• পূর্ণাঙ্গ (অথবা আংশিক) কাঠামোর ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপন মুল্যের সমতুল্য নগদ ক্ষতিপূরণ। • সম্পূর্ণ কাঠামোর জন্য ক্ষতিপূরণ প্রযোজ্য হবে যদি কাঠামোর অবশিষ্টাংশ কার্যকর না থাকে। • প্রতিস্থাপন কাঠামোর নিমিত্তে প্রদেয় সমস্ত কর, রেজিস্ট্রেশন খরচ, এবং অন্যান্য ফি প্রদানের বিধান। • চলমান প্রকৃত খরচের উদাঃ ট্রাক) ভাড়া, সরঞ্জাম ইত্যাদি উপর ভিত্তি (করে স্থানান্তর ভাতা। • ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারের জন্য অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ। • বিকল্প এলাকা খুজে পেতে সহায়তা করা।	• পুনর্বাসনের অংশ হিসাবে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে একটি আদমশুমারীর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলি চিহ্নিত করা হবে। • আংশিকভাবে চিহ্নিত কাঠামোগুলির বৈধতা স্থানীয় পূর্ত বিভাগ কর্তৃক বিল্ডিং মালিকের পরামর্শে নির্ধারণ করা হবে।
বি২-	কাঠামোর ক্ষতি	আবাসিক/ বানিজ্যিক কাঠামো এবং অন্যান্য সম্পদ (যেমন প্রাচীর, দরজা, পোস্ট) কাঠামো	যারা ভাড়া নিয়েছেন এবং ইজারাদার	• ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির দ্বারা নির্মিত কাঠামো (বা এর অংশ) র প্রতিস্থাপন মূল্যের সমতুল্য নগদ ক্ষতিপূরণ প্রদান। • কাঠামোর পরিত্যক্ত সম্পদের উপর উপর অধিকার। • প্রতিস্থাপন কাঠামোর নিমিত্তে প্রদেয় সমস্ত কর, রেজিস্ট্রেশন খরচ, এবং অন্যান্য ফি প্রদানের বিধান। • প্রতিস্থাপণ খরচ প্রকৃত খরচের ভিত্তিতে হবে (যেমন-ট্রাক ভাড়া, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি) • ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারের জন্য অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ। • বিকল্প অবস্থান খুঁজে পেতে সহায়তা।	• পুনর্বাসনের অংশ হিসাবে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে একটি আদমশুমারীর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলি চিহ্নিত করা হবে। • কাঠামোর মালিক ভাড়াটে এবং ইজারাদারদের কাছ থেকে নেওয়া অগ্রিম ভাড়া বা আমানত ফেরত প্রদান করবে।

নং	ক্ষতির ধরণ	যেখানে প্রযোজ্য	এনটাইটেলড ব্যক্তি	এনটাইটেলমেন্ট	বাস্তবায়নে উদ্ভূত সমস্যা
বি৩-	কাঠামোর ক্ষতি	আবাসিক/ বানিজ্যিক কাঠামো এবং অন্যান্য সম্পদ (যেমন প্রাচীর, দরজা, পোস্ট) কাঠামো	অবৈধভাবে ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠী	• ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির দ্বারা নির্মিত কাঠামো (বা এর অংশ)র প্রতিস্থাপন মূল্যের সমতুল্য নগদ ক্ষতিপূরণ প্রদান। • কাঠামোর পরিত্যক্ত সামগ্রীর উপর অধিকার। • প্রতিস্থাপন কাঠামোর নিমিত্তে প্রদেয় সমস্ত কর, রেজিস্ট্রেশন খরচ, এবং অন্যান্য ফি প্রদানের বিধান। • প্রতিস্থাপণ খরচ প্রকৃত খরচের ভিত্তিতে হবে (যেমন-ট্রাক ভাড়া, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি) • ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারের জন্য অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ। • বিকল্প অবস্থান খুঁজে পেতে সহায়তা।	• পুনর্বাসনের অংশ হিসাবে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে একটি আদমশুমারীর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলি চিহ্নিত করা হবে।
সি	ক্যাম্পের অভ্যন্তরে জনসাধারণের জন্য বিদ্যমান সাধারণ সম্পদ এবং সরকারি ভবনের ক্ষতি	ধর্মীয় ভবন, সরকারি অফিস, স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদি।	কমিউনিটি/ সরকার	• কমিউনিটির সেই সম্পদগুলি তার মূল অবস্থায় বা আরও ভাল অবস্থায় পুনঃনির্মাণ।	• পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে বিকল্প সাইটের জন্য কমিউনিটি এবং সরকারের সঙ্গে পরামর্শ
ডি	গাছ এবং ফসলের ক্ষতি	বিদ্যমান গাছ এবং ফসল	মালিকানা সঠিকভাবে যার নামে, ভাড়াটিয়া, ইজারাদার, ফসলের অংশীদার (বর্গাচাষি), দখলদার, অবৈধভাবে ব্যবহারকারি	• তৎকালীন ফসল কাটার জন্য ৬০ দিনের অগ্রিম নোটিশ, যদি ফসল কাটা সম্ভব না হয়, তবে ফসলের ভাগের জন্য বাজারমুল্যে ক্ষতিপূরণ। • দ্রব্যের বার্ষিক নেট বাজার মূল্যের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক ফসল এবং ফলবতী গাছের জন্য অবশিষ্ট উত্পাদনশীল বছর দ্বারা গুণ করে নগদ ক্ষতিপূরণ। • অফলদায়ী গাছ বা কাষ্ঠজাতীয় গাছের জন্য বিদ্যমান বাজার মূল্যের সমতুল্য নগদ ক্ষতিপূরণ।	• কাজের সময়সূচী এমনভাবে নির্ধারণ যাতে ফসল কাটার সুযোগ এবং ফসল কাটার মৌসুম এড়ানো সম্ভব হয়; • বাজার মূল্য বিভাগীয় বন বিভাগের পরামর্শে নির্ধারিত হবে।
ই	জীবিকার ক্ষতি	জীবিকা / আয়ের উৎস	ব্যবসায়ের মালিক, ভাড়াটিয়া, ইজারাদার, কর্মচারী, কৃষক, হকার, ভেন্ডর, অবৈধভাবে ব্যবহারকারি	• ৬০ দিনের অগ্রিম নোটিশ। • বিকল্প অবস্থান খুঁজে পেতে সহায়তা। • এক মাসের হারানো আয়ের সমতুল্য এককালীন সহায়তা(প্রতিস্থাপন খরচ হিসাবে) অথবা সর্বনিম্ন মজুরি হার (এ দুইএর মধ্যে যেটা বেশি হবে) • ব্যবসা অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া এবং পুনস্থাপনের জন্য খরচ (ট্রাক ভাড়া, সরঞ্জাম, ইত্যাদি) • ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারের জন্য অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ। • প্রকল্প কর্মসংস্থানের জন্য বিবেচনা করার বিধান।	• পুনর্বাসনের অংশ হিসাবে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে একটি আদমশুমারীর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলি চিহ্নিত করা হবে।
এফ১-	নিজস্ব কাঠামো/ সম্পদে অস্থায়ী ভাবে প্রবেশে ক্ষতি	জমি, কাঠামো, ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, সাধারণ সম্পত্তি বা সম্পদের ব্যবহার / প্রবেশে অস্থায়ী ক্ষতি	ব্যবসায়ের মালিক, ভাড়াটিয়া, ইজারাদার, কর্মচারী, কৃষক, হকার, ভেন্ডর, অবৈধভাবে ব্যবহারকারি	• ৬০ দিনের অগ্রিম নোটিশ প্রদান; • যেখানে সম্ভব সেখানে অস্থায়ী প্রবেশ এবং স্থানান্তর ব্যবস্থা প্রদান; • প্রভাবিত ভূমি, কাঠামো, ইউটিলিটি, সাধারণ সম্পদের পুনরুদ্ধার/ পূর্বের থেকেও ভাল অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার বিধান।	যথাযোগ্য আলোচনার ভিত্তিতে ঠিকাদার পুনঃস্থাপন করে দিবে

নং	ক্ষতির ধরণ	যেখানে প্রযোজ্য	এনটাইটেলড ব্যক্তি	এনটাইটেলমেন্ট	বাস্তবায়নে উদ্ভূত সমস্যা
এফ২-	অস্থায়ীভাবে জীবিকার ক্ষতি	জীবিকা /আয়ের উৎস অস্থায়ীভাবে হ্রাস পাওয়া	ব্যবসায়ের মালিক, ভাড়াটিয়া, ইজারাদার, কর্মচারী, কৃষক, হকার, ভেন্ডর, অবৈধভাবে ব্যবহারকারি	• ৬০ দিনের অগ্রিম নোটিশ প্রদান; • যেখানে সম্ভব সেখানে অস্থায়ী প্রবেশ এবং স্থানান্তর ব্যবস্থা প্রদান; • যেখানে সম্ভব বিকল্প স্থানে অব্যাহত অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বজায়ের রাখার বিধান • বিকল্প স্থান পাওয়া সম্ভব না হলে বিঘ্নিত সময়ের জন্য হারানো আয়ের পরিবর্তে এককালীন সহায়তা প্রদান(যদি তিন মাসের কম হয়) অথবা তিন মাসের হারানো আয়ের জন্য একটি থোক বরাদ্দ (প্রতিস্থাপন খরচ অনুসারে) অথবা ন্যুনতম মজুরি হার (যেটা বেশি হবে) • কৃষি জমির জন্য ক্ষতিপূরণ; • প্রভাবিত ভূমি, কাঠামো, ইউটিলিটি, সাধারণ সম্পদের পুনরুদ্ধার /পূর্বের থেকেও ভাল অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার বিধান।	
জি	ঝুঁকিপূর্ণ এপিদের উপর প্রভাব	সকল ধরনের প্রভাব	ঝুঁকিপূর্ণ এপি গণ	• জমি বা কাঠামোর ক্ষতির জন্য অতিরিক্ত ৫০০০ টাকার সমতুল্য ভাতা প্রদান। • প্রকল্প কর্মসংস্থানে সুযোগ প্রদান।	• পুনর্বাসনের অংশ হিসাবে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে একটি আদমশুমারীর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলি চিহ্নিত করা হবে।
এইচ	অন্য কোন ধরনের ক্ষতি যা সনাক্ত করা সম্ভব হয় নি			• অননুমিত অনিচ্ছাকৃত প্রভাবগুলি এই আরপিএফ এর প্রদত্ত নীতিমালার ভিত্তিতে এবং সরকারের ও অপি ৪.১২ এর সাথে সঠিকভাবে সঙ্গতিপূর্ণ রেখে নথিবদ্ধ করতে হবে এবং প্রভাব কমিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে।	• সাব প্রজেক্ট আরপি আদমশুমারি ও আর্থসামাজিক-জরিপের সময় অন্য কোন অননুমিত প্রভাব আছে কিনা তা মূল্যায়ন করবে।

সারণী ১০ - ক্যাম্পের ডিআরপিদের জন্য এনটাইটেলড ম্যাট্রিক্স

নং	ক্ষতির ধরণ	যেখানে প্রযোজ্য	এনটাইটেলড ব্যক্তি	এনটাইটেলমেন্ট
এ১-	জমির হারানো	জমি ব্যবহারের জন্য সরকার / ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ /বিদ্যমান জমি ব্যবহারকারীর কাছ থেকে অনুমতি		• প্রকল্পটি জমির ব্যবহার বা প্রবেশ সীমিত করলে কর্তৃপক্ষ পূর্বে প্রবেশের সমতুল্য সাধারণ সম্পদের সংস্থানগুলিতে প্রবেশ / ব্যবহার নিশ্চিত করবে
এ২-	জমি হারানো (যদি নির্মাণকালীন সময়ে ডিআরপিদের প্রকল্প কর্তৃক ব্যক্তিমালিকানাধীন স্থানে স্থানান্তর করতে হয়)	বাসস্থানের জমি, কৃষিজমি, বা খালি অবস্থায় পড়ে থাকা জমির ভাড়া/ হুকুমদখল	• জমির মালিকানা সঠিকভাবে যার নামে	• হুকুমদখল বা ভাড়ার সময়ের জন্য নগদ ক্ষতিপূরণ • ফসল বা গাছ, ইত্যাদি হারানোর কারনে ক্ষতিপুরন • অবশিষ্ট জমি কার্যকর না থাকলে ক্ষতিপূরণের বিধান রয়েছে • ভাড়ার পরিমান ঠিকাদার এবং এপি/ ডিপি দের মধ্যে আলচনার মাধ্যেম নির্ধারিত হবে • পূর্বে ব্যবহার বা প্রবেশ সমতুল্য সাধারণ সম্পত্তির পুনরায় ব্যবহার বা প্রবেশের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে ; • ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারের জন্য অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ।
বি	কাঠামো নষ্ট/ হারানো	আবাসিক/ বানিজ্যিক কাঠামো এবং	• বসবাসরত ডিআরপি অথবা ব্যবসায় নিযুক্ত	• প্রকল্প তাদের নিজস্ব খরচে সমস্ত কাঠামো স্থানান্তর করবে;

নং	ক্ষতির ধরণ	যেখানে প্রযোজ্য	এনটাইটেলড ব্যক্তি	এনটাইটেলমেন্ট
		অন্যান্য সম্পদ (যেমন প্রাচীর, দরজা, পোস্ট) কাঠামো	ডিআরপি	• সকল স্থানান্তর ডিআরপির সাথে পূর্বে পরামর্শের ভিত্তিতে এবং স্বেচ্ছায় হতে হবে; • প্রকল্প খরচের আওতায় কাঠামো পুনর্গঠন করা হবে ; • কাঠামো থেকে পাওয়া অবশিষ্ট উপকরণের উপর অধিকার থাকবে ; • ঠিকাদার কর্তৃক যে কোন সম্পদ/ কাঠামোর যে কোন ক্ষতির ক্ষতিপুরন হিসেবে একই ধরনের কাঠামো/ সম্পদ প্রতিষ্ঠা /প্রদান করতে হবে • যদি কোন পরোক্ষ কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে প্রকল্পটি সেই কাঠামোগুলি আগের অবস্থায় পুনঃনির্মাণ/ ক্রয় করে দিবে।
সি	ক্যাম্পের অভ্যন্তরে জনসাধারণের জন্য বিদ্যমান সাধারণ সম্পদ এবং সরকারি ভবনের ক্ষতি	ধর্মীয় ভবন, সরকারি অফিস, স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদি।	• ডিআরপি সম্প্রদায় / সরকার	• সম্প্রদায়ের সেই সম্পদগুলি তার মূল অবস্থায় বা আরও ভাল অবস্থায় পুনঃনির্মাণ।
ডি	জীবিকার ক্ষতি	জীবিকা / আয়ের উৎস	ডিআরপিদের মধ্যে ব্যবসার মালিক, কর্মী বা কর্মচারী	• ৬০ দিনের অগ্রিম নোটিশ। • ক্যাম্পের মধ্যে বিকল্প অবস্থান খুঁজে পেতে সহায়তা। • এক মাসের হারানো আয়(প্রতিস্থাপনের খরচ) বা ন্যুনতম মজুরি হার (যেটা বেশি হয়) এর উপর ভিত্তি করে হারানো আয়ের বিপরিতে একধরনের এককালীন সহায়তা (সরকারি প্রবিধান অনুযায়ী) • প্রকল্পের ব্যয় থেকে ক্যাম্পের অন্য কোন জায়গায় ব্যবসা স্থানান্তর করার বিধান। • প্রকল্প কর্মসংস্থানের জন্য বিবেচনা করার বিধান।
ই	নিজস্ব কাঠামো / সম্পদে অস্থায়ী ভাবে প্রবেশে ক্ষতি	জমি, কাঠামো, ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, সাধারণ সম্পত্তি বা সম্পদের ব্যবহার/ প্রবেশে অস্থায়ী ক্ষতি	• ডিআরপি সম্প্রদায়	• ৬০ দিনের অগ্রিম নোটিশ প্রদান; • যেখানে সম্ভব সেখানে অস্থায়ী প্রবেশ এবং স্থানান্তর ব্যবস্থা প্রদান; • ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি, কাঠামো, ইউটিলিটি, সাধারণ সম্পদের পুনরুদ্ধার / পূর্বের থেকে ও ভাল অবস্থায় ন।ফিরিয়ে দেওয়ার বিধা
এফ	অন্য কোন ধরনের ক্ষতি যা সনাক্ত করা সম্ভব হয় নি			• অননুমিত অনিচ্ছাকৃত প্রভাবগুলি এই আরপিএফ এর প্রদত্ত নীতিগুলির ভিত্তিতে এবং সরকারের ও ওপি ৪ ১২.এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ রেখে সঠিকভাবে নথিবদ্ধ করতে হবে এবং প্রভাব কমিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে।

৮.০ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবায়ন

এ প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিচালনার জন্য সরকারের সার্বিক দায়িত্বে থাকবে স্থানীয় সরকার, সমবায় ও গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় (এমওএলজিআরডি এবং সি) এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (এমওডিএমআর)।

প্রকল্পটি তিনটি প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ) (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর - এলজিইডি, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর - ডিপিএইচই এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় - এমওডিএমআর) বাস্তবায়ন করবে। সমস্ত কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে রেফিউজি, রিলিফ অ্যান্ড রিপ্রেটিশন কমিশনার (আরআরআরসি) দ্বারা সমন্বয় করা হবে। প্রস্তাবিত বাস্তবায়ন কাঠামোটি সরকারি সংস্থাগুলির ম্যান্ডেট এবং বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির সাহায্য ও সমন্বয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং সরকারি অভ্যন্তরীণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণের জন্য কার্যকর পদ্ধতি।

সরকারের কার্যপ্রণালী বিধি অনুসরণ করে, পিআইইউ তাদের নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) কাছে রিপোর্ট করবে। একটি পিএসসির সভাপতিত্ব করবেন সিনিয়র সচিব/সচিব, এলজিডি, এমওএলজিআরডি এবং সি এবং আরেকটি পিএসসির সভাপতিত্ব করবেন সিনিয়র সচিব/সচিব এমওডিএমআর। প্রতিটি পিআইইউ প্রতিনিধিরা পিএসসির বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন।

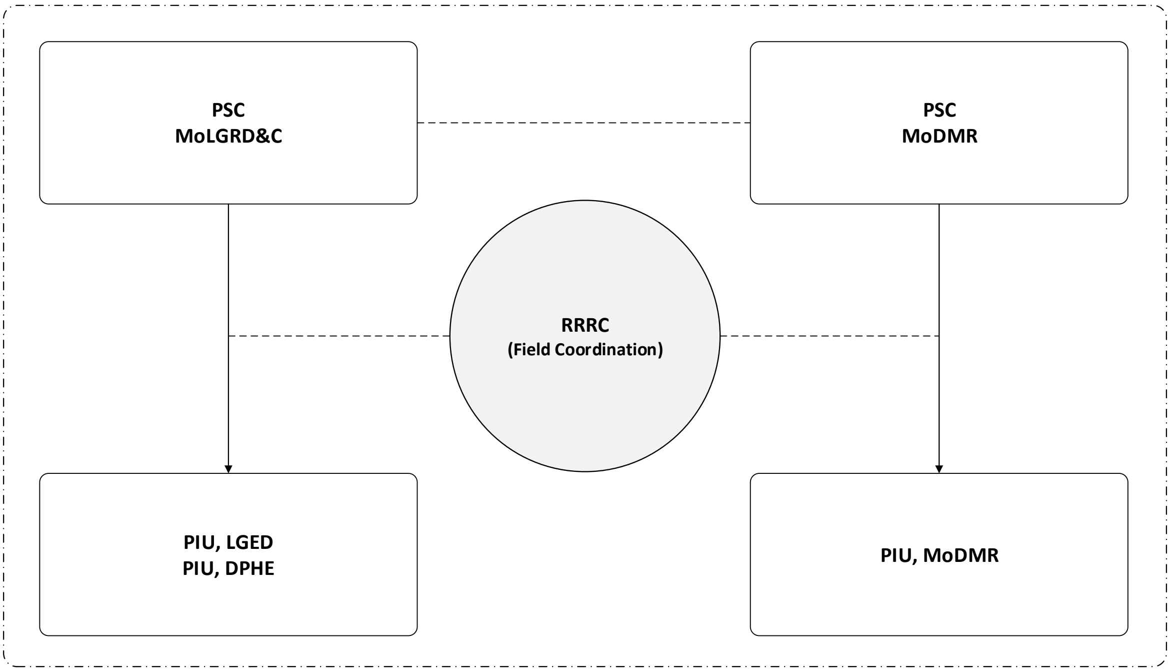

চিত্র ২ - সার্বিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা

ডিপিএইচই কম্পোনেন্ট ১-ক এবং কম্পোনেন্ট ৩-খ অংশের বাস্তবায়নকারী সংস্থা। ডিপিএইচই পিআইইউতে একজন ডেডিকেটেড প্রকল্প পরিচালক এবং একজন উপ- প্রকল্প পরিচালক থাকবে।

এলজিইডি কম্পোনেন্ট ১-খ এবং কম্পোনেন্ট ৩-খ অংশের বাস্তবায়ন করবে। বর্তমানে, এলজিইডি ৩৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র প্রকল্প (এমডিএসপি) বাস্তবায়ন করছে। এলজিইডি সম্মত হয়েছে যে বিদ্যমান এমডিএসপি প্রকল্প পরিচালক হবে প্রস্তাবিত প্রকল্পটির পিডি। বর্তমান এমডিএসপি পিআইইউ এবং প্রকিউরমেন্ট প্যানেল প্রস্তাবিত প্রকল্পটিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। এই প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এমডিএসপির সফল বাস্তবায়নে কোনও প্রভাব ফেলবে না। প্রস্তাবিত প্রকল্পের অধীনে প্রস্তাবিত অতিরিক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যমান এমডিএসপি পিআইইউকে শক্তিশালী করা হবে। এমডিএসপি এবং এই প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য পৃথক উপ প্রকল্প পরিচালক (ডিপিডি) থাকবে।

এমওডিএমআর কম্পোনেন্ট ২ এবং ৩ ক জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা হবে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করার জন্য যুগ্ম সচিব পদ মর্যাদার একজন প্রকল্প পরিচালক, এবং দুইজন ডিপিডি নিয়োগ করা হবে। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানে পিডিকে সহায়তা করার জন্য উদ্বাস্তু সেল এবং মাঠ পর্যায়ের মধ্যে একটি পিআইইউ স্থাপন করা হবে।

শরণার্থী, ত্রান এবং প্রত্যাবাসন কমিশনারের (আরআরআরসি) কার্যালয়ের রেফিউজি সেল এবং তার মাঠ পর্যায়ের ক্যাম্প-ইন-চার্জদের প্রতিদিনের সমন্বয় ও পরিচালনা করার জন্য এই কম্পোনেন্টের অধীনে বিশেষ সংস্থার মাধ্যমে যোগ্য পরিষেবা প্রদানকারী নিয়োগ দেয়া হবে।

সমন্বয়

প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যমান বাস্তবায়ন ব্যবস্থা ব্যবহার করবে এবং বিদ্যমান সরকারি ব্যবস্থার মাধ্যমে সমন্বয় করা হবে। বিভিন্ন উন্নয়ন অংশীদার/মাল্টি-লেটারাল/দ্বি-পক্ষীয়/ইউএন এজেন্সি মধ্যে সমন্বয় প্রক্রিয়া ইন্টার-সেক্টর কোঅর্ডিনেশন গ্রুপ (আইএসসিজি) এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে সমন্বয় হবে এবং কৌশলগত নির্বাহী গ্রুপ (এসইজি) দ্বারা ঢাকায়। আরআরআরসি, আইএসসিজি, এবং বাস্তবায়ন সংস্থাগুলির সাথে প্রকল্প কার্যক্রমগুলিতে আন্তঃ সংস্থা পর্যায়ের সমন্বয় থাকবে।

জাতীয় পর্যায়ের সার্বিক নীতি নির্ধারণী সমন্বয় ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স (এনটিএফ) দ্বারা পরিচালিত হবে। এটি একটি মন্ত্রিসভা অনুমোদিত আন্তঃ মন্ত্রণালয় পর্যায়ের পর্ষদ যার সাচিবিক পরিষেবা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দ্বারা উপলব্ধ। জাতীয় পর্যায়ের সমন্বয় হবে এমওডিএমআর এবং মাঠ পর্যায়ের সমন্বয় হবে আরআরআরসি এর মাধ্যমে। উপরন্তু, সমস্ত বিনিয়োগের কার্যক্রমগুলিতে কোনও সদৃশতা বা ওভারল্যাপ এড়াতে বাংলাদেশ সরকার, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং অন্যান্য সংস্থার মধ্যে সমন্বয় করবে।

৮.১ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান (পিআইইউ)

পিআইইউ এর কাজগুলি নিম্নরূপ:

(১) পিএসসি এবং বিশ্বব্যাংকের কাছে জমা দেওয়ার জন্য অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন স্ক্রীনিং প্রণয়ন এবং উপ-প্রকল্পগুলি শ্রেণীবদ্ধকরণ;

(২) বিশ্বব্যাংকের নীতিগুলি প্রধানত পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরামর্শ, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং শ্রম ভিত্তিক ক্রিয়াকলাপের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সামাজিক সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ নিয়োগ.

(৩) আরএপি প্রস্তুত এবং পিএসসি এবং বিশ্বব্যাংককে পর্যালোচনার জন্য জমা;

(৪) পিএসসি থেকে পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা অনুমোদন এবং বিশ্বব্যাংকের সম্মতি নিশ্চিত করা;

(৫) পূনর্বাসন পরিকল্পনা প্রস্তুতি এবং হালনাগাদ করার সময় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও তাদের সম্পদের ডাটাবেজ সংরক্ষণ;

(৬) সকল সরকারী নীতি মেনে চলা নিশ্চিত করা;

(৭) জনসাধারণের, বিশেষ করে প্রভাবিত পরিবারগুলি প্রকল্প এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্পর্কিত যেকোনো উন্নয়ন সম্পর্কে যথাযথভাবে জ্ঞাত হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য জনসাধারণের জন্য একটি তথ্য প্রচারাভিযান করা;

(৮) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের আদমশুমারী, ক্ষতিপূরণ প্রদানের সময় প্রদেয় হার এবং অন্যান্য এনটাইটেলমেন্টগুলির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের সময় যেন বিদ্যমান বাজারদর প্রতিফলিত হয় সে উদ্দেশ্যে হালনাগাদ করা।

(৯) প্রয়োজনে প্রতিস্থাপনের স্থান নির্বাচন ও প্রস্তুত, এনটাইটেলমেন্ট সরবরাহের সময়সূচি, জনগণের স্থানান্তর, ফসল সংগ্রহ এবং নির্মাণ কাজের জন্য ক্ষতিপূরণের কার্যক্রম সমন্বয়সাধন করা;

(১০) ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য এনটাইটেলমেন্ট সরবরাহ করা;

(১১) প্রকল্পের পুনর্বাসনের নীতিমালা এবং পুনর্বাসন কাঠামো অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলির অভিযোগ ও অভিযোগগুলি গ্রহণ করা এবং সমাধানের জন্য কাজ করা;

(১২) সমস্ত সভা, অভিযোগ, এবং অভিযোগ সমাধানের জন্য গৃহীত পদক্ষেপের রেকর্ড রাখা;

(১৩) পুনর্নির্মাণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;

৯.০ পর্যবেক্ষণ এবং রিপোর্টিং

পিআইইউ পুনর্বাসন পরিকল্পনার হালনাগাদ ও বাস্তবায়ন নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন পরিচালনা করবে। পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন এর উদ্দেশ্য হচ্ছে পুনর্বাসন কর্মসূচির কাঠামো অনুযায়ী পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং প্রয়োগ হচ্ছে তা নিশ্চিত করা। তাছাড়া প্রকল্পটির বহিঃস্থ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা এই প্রকল্পের জন্য প্রস্তুত সমস্ত সামাজিক সুরক্ষা প্রতিবেদন (ডিডিআর) পর্যালোচনা করবে। বহিঃস্থ পর্যবেক্ষক প্রকল্প প্রভাবিত সম্প্রদায়ের সাথে সংলাপ স্থাপন করবে এবং প্রকল্পে তাদের উদ্বেগ ও পরামর্শগুলি অন্তর্ভুক্ত এবং প্রয়োগ করা হবে তা নিশ্চিত করবে। বহিঃস্থ পর্যবেক্ষক পিএমইউ/পিআইইউ এর সাথে পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়নে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে এবং প্রস্তাবিত ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন, এবং আয় পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা বাস্তবায়ন এবং পুনর্বাসনের সময় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করবে ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় সহায়তা জন্য পরামর্শ প্রদানের জন্য দায়িত্বশীল থাকবে। তিনি পিআইইউ এবং ঠিকাদারদের কর্মীদের জন্য পুনর্বাসন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী এবং কর্মশালা প্রস্তুত করবেন; নিম্নলিখিত মূল সূচকগুলি পিআইইউ দ্বারা নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে।

সারণী ১১: মূল সূচকগুলোরপর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

পর্যবেক্ষণের বিষয়সমূহ	হোস্ট কমিউনিটির জন্য সম্ভাব্য সূচকসমূহ	রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের জন্য সম্ভাব্য সূচকসমূহ
ক্ষতিপূরণ প্রদান	• এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্স এ বর্ণিত ক্ষতির ধরন ও পরিমাণের সাথে প্রকৃত এনটাইটেলমেন্ট এর তুলনা। • সময়সীমার বিপরীতে ক্ষতিপুরণের পরিমান। • অস্থায়ীভাবে ভূমি হারানো বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদের সনাক্তকরণ, উদাঃ- মাটি নিস্কাশন, মাটি উত্তোলনের জন্য গর্ত খোড়া, ঠিকাদার ক্যাম্প নির্মাণ এর অন্তর্ভূক্ত। • নির্ধারিত পরিবহন খরচ, স্থানান্তর খরচ, আয় প্রতিস্থাপন সমর্থন, এবং কোন পুনর্বাসন ভাতা যথাসময়ে প্রদান। • জমি দানের নথিভুক্ত প্রমাণ • মালিকানা হস্তান্তরের মাধ্যমে ভূমি অধিগ্রহণের নথিভুক্ত প্রমাণ • ভূমি অধিগ্রহণের/ভাড়া নেওয়ার নথিভুক্ত প্রমাণ • ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়/ভাড়ার বিপরীতে ক্ষতিপূরণের শতকরা হার। • ক্ষতিগ্রস্থ স্থাপনা/সম্পদ/ফসল/গাছ এর জন্য ক্ষতিপূরণের শতকরা হার • সামাজিক অবকাঠামো ও পরিষেবা ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার। • ব্যবসায় ক্ষতির কারণে সম্ভাব্য ভবিষৎ আয়সহ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ।	• স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হওয়া রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের স্থাপনার সংখ্যা • অস্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হওয়া রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের স্থাপনার সংখ্যা • স্থানান্তরের সময় রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের স্থাপনার কোন ক্ষতি • ক্ষতিগ্রস্থ রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ের সংখ্যা • স্থানান্তরের জন্য মোট ব্যয়
পরামর্শ ও অভিযোগ	• পরামর্শসভা ও হোস্ট কমিউনিটির জন্য কার্যক্রমসমূহের মাধ্যমে পরামর্শ প্রদান। • হোস্ট কমিউনিটির লোকজনের ক্ষতিপূরন পাওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান। • হোস্ট কমিউনিটির লোকজনের অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়ার ব্যবহার। • অভিযোগের সমাধান সম্পর্কে তথ্য। • সামাজিক প্রস্তুতির বাস্তবায়ন সম্পর্কে তথ্য। • ঝুঁকিপ্রবণ ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার বাস্তবায়ন।	• পরামর্শসভা ও রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের জন্য কার্যক্রমসমূহের মাধ্যমে পরামর্শ প্রদান। • রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের লোকজনের ক্ষতিপূরন পাওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান। • রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের লোকজনের অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়ার ব্যবহার। • অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়ায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহনের সংখ্যা • রোহিঙ্গা ভাষায় অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতির লিখিত রূপ।
যোগাযোগ এবং অংশগ্রহণ	• সভার সংখ্যা (পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য)। • সকল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে নারীর শতকরা সংখ্যা। • নারীদের সাথে সভার সংখ্যা। • শুধুমাত্র ঝুকিগ্রস্থ গোষ্ঠীর সাথে সভার সংখ্যা। • নতুন প্রকল্প স্থানসমুহে সভার সংখ্যা। • স্থানীয় ও রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মধ্যে সভার সংখ্যা। • সভায় অংশগ্রহণের পরিমাণ (নারী, পুরুষ, ও ঝুকিগ্রস্থ গোষ্ঠির) • প্রদেয় তথ্যের পরিমাণ - পর্যাপ্ত, অথবা অপর্যাপ্ত। • তথ্য প্রকাশ। • স্থানীয় ভাষায় প্রকাশিত তথ্যের ভাষান্তর।	
বাজেট এবং সময়সীমা	• নির্ধারিত সময়ে মাঠ পর্যায়ের ও অফিসের কাজের জন্য সামাজিক সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ নিয়োগ। • নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।	

পর্যবেক্ষণের বিষয়সমূহ	হোস্ট কমিউনিটির জন্য সম্ভাব্য সূচকসমূহ	রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের জন্য সম্ভাব্য সূচকসমূহ
	• সম্মত বাস্তবায়ন পরিকল্পনার বিপরীতে পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কার্যক্রমের অর্জন। • নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থার কাছে পুনর্বাসন কার্যক্রমের জন্য তহবিল বরাদ্ধ। • পুনর্বাসন অফিস দ্বারা নির্ধারিত তহবিল প্রাপ্তি। • পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী তহবিল বরাদ্দ। • নির্ধারিত সময়ে সামাজিক প্রস্তুতি শুরু।	
জীবিকা, আয় ও পুনরুদ্ধার	• প্রশিক্ষণের ধরন এবং অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা। • ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা যারা আয় এবং জীবিকা পুনরুদ্ধার করেছে (নারী, পুরুষ, এবং ঝুকিপ্রবণ গোষ্ঠী)। • নতুন কর্মসংস্থান কার্যক্রম সংখ্যা। • পুনর্বাসনের প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ • জীবিকা সহায়তা প্রাপ্তির জন্য সন্তুষ্টির পরিমাণ। • শতকরা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা যারা আয় বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছে (নারী, পুরুষ, এবং ঝুকিপ্রবণ গোষ্ঠী)। • শতকরা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা যারা জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছে (নারী, পুরুষ, এবং ঝুকিপ্রবণ গোষ্ঠী)। • কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এমন জমির মালিকের সংখ্যা (নারী, পুরুষ, এবং ঝুকিপ্রবণ গোষ্ঠী)। • মোট জমির পরিমাণ (নারী, পুরুষ, এবং ঝুকিপ্রবণ গোষ্ঠী)।	• অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী ও মজুরীপ্রাপ্ত (ধরণ নির্ধারিত নয়) রোহিঙ্গা লোকজনের সংখ্যা। • বৃক্ষ রোপনে অংশগ্রহণকারী ও মজুরীপ্রাপ্ত (ধরণ নির্ধারিত নয়) রোহিঙ্গা লোকজনের সংখ্যা। • বিভিন্ন প্রকল্প কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ও মজুরীপ্রাপ্ত (ধরণ নির্ধারিত নয়) রোহিঙ্গা লোকজনের সংখ্যা। • বিভিন্ন প্রকল্প কার্যক্রমে কাজের সুযোগপ্রাপ্ত রোহিঙ্গা নারীর সংখ্যা।
স্বেচ্ছামূলক দান	• যারা জমি দান করেছেন তাদের অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি। যেসব ক্ষেত্রে উপ-প্রকল্পটি বি ক্যাটাগরির এবং স্বেচ্ছামূলক জমিদান অন্তর্ভূক্ত, সেসব ক্ষেত্রে স্বেচ্ছামূলক জমিদান প্রতিবেদন পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনার সাথে যুক্ত করতে হবে।	প্রযোজ্য নয়।

পরিশিষ্ট ১ স্বেচ্ছায় জমি দান ফর্ম

পিআইইউ	
জেলা	
উপজেলা	
ক্যাম্প	
উপপ্রকল্প আইডি-	

ভূমি মালিকের নাম:	আইডি নম্বর	প্রকল্পের সুবিধাভোগী: হ্যাঁ না /		
লিঙ্গ:	বয়স:	পেশা:		
ঠিকানা:				
প্রকল্পের জন্য গৃহীত জমির বিবরণ	প্রভাবিত এলাকা	মোট এলাকা	প্রভাবিত ভূমি বনাম মোট জমি অনুপাত	মানচিত্র কোড, যদি পাওয়া যায়:
ভূমির বার্ষিক ফসল উৎপাদনের বর্ণনা এবং প্রকল্পের প্রভাব				
	বিবরণ	সংখ্যা		
গাছ ধ্বংসের পরিমাণ				
ফল গাছ				
অর্থনৈতিক বা গৃহস্থালি কাজে ব্যবহৃত অন্যান্য গাছ				
পরিপক্ক বনজ গাছ				
অন্যান্য				
যে কোনও সম্পত্তির বর্ণনা দিতে হবে যা হারিয়ে যাবে বা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরানো উচিত:				
দানকৃত সম্পদের মূল্য				

ভূমি ব্যবহারকারী বা মালিক যদি স্বেচ্ছায় সম্পূর্ণ অস্থায়ী/ স্থায়ী ভিত্তিতে এই সম্পত্তি ব্যবহারের সুযোগ দান করে উপ-প্রকল্পে অবদান রাখতে সম্মত হন, তবেই এই ফর্মের উপর স্বাক্ষর বা আঙ্গুলি-মুদ্রণ প্রদান করবেন। যদি ভূমি ব্যবহারকারী বা মালিক ঐচ্ছিক ভাবে এই প্রকল্পে অবদান রাখতে না চান, তবে তিনি স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করবেন এবং পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ দাবি করবেন।

তারিখঃ.................................

জেলা পিএমও প্রতিনিধির স্বাক্ষর   ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর (স্বামী এবং স্ত্রী দুজন)

পরিশিষ্ট ২ - সামাজিক স্ক্রীনিং ফর্ম

প্রকল্প কার্যক্রম

১। উপ প্রকল্প বা কম্পোনেন্টের কার্যক্রমের বিবরণ-

২। প্রকল্প কার্যক্রমের অঞ্চল এবং প্রকল্পের প্রভাব অঞ্চলের বিবরণ

জমি ব্যবহারের পরিকল্পনা

৩। জমির মালিকানার অবস্থা

৪। জমির বর্তমান ব্যবহার অবস্থা

৫। কার্যকলাপগুলি কি ভূমি ব্যবহার জোনিং এবং পরিকল্পনাগুলিকে প্রভাবিত করবে কি না বা প্রচলিত ভূমি ব্যবহারের নিদর্শনগুলির সাথে সাংঘর্ষিক হবে কিনা?

৬। কার্যকলাপগুলিতে অনেক বেশি ভূমি ব্যবহারের বা সাইট ক্লিয়ারেন্সের প্রয়োজন পড়বে কিনা ?

৭। প্রকল্প কার্যক্রমের কারণে কোন কাঠামো (আবাসিক/ বাণিজ্যিক/ কমিউনাল/সরকারী /ব্যক্তিগত) এর উপর প্রভাব পড়বে কিনা বা স্থানান্তর প্রয়োজন হবে কি? কার্যকলাপগুলির কারণে ভূমি বাজেয়াপ্তকরণ বা বিদ্যমান কাঠামো ধ্বংস করা হবে কি? প্রকল্পের জন্য কোন ভূমি অধিগ্রহণ বা অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন অনুমোদিত নয়।

৮। কার্যকলাপগুলিতে কি অতিরিক্ত বা সহায়ক সুবিধার প্রয়োজন পড়বে কি ?

৯। ক্যাম্প যদি ব্যক্তিগত জমির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে জমির মালিকদের চিহ্নিত করা, পরামর্শ দেওয়া এবং তাদের অনুমতি নেওয়া / ঐ জমির উপর প্রকল্প কার্যক্রম চালিয়ে নিতে এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়েছে কিনা ?

১০। কোন ফসলের ক্ষতি বা ব্যক্তিগত সম্পদের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে কি? পুনর্বাসন কার্যক্রমের পরিকল্পনা (আরএপি) বা এর একটি সংক্ষিপ্ত রূপের প্রয়োজন আছে কিনা ?

১১। নির্মাণ কাজের জন্য কোন স্বেচ্ছায় জমি দানের ঘটনা ঘটবে কি? যদি হ্যাঁ হয়, তবে কতগুলি পরামর্শ সভা করা হয়েছে?

জীবিকার প্রভাব

১২। জীবিকার উপর কোনো ধরনের প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা আছে কি? থাকলে, তা কি কাম্পের অভ্যন্তরে নাকি বাইরে, অথবা উভয় স্থানে ?

১৩। প্রকল্প এলাকার জন্য একটি আর্থ সামাজিক বেসলাইন নির্ধারণ করা হয়েছে কি ?

১৪। জীবিকার সংগে যুক্ত নারী পুরুষের মধ্যে কতজন প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা আছে ?

১৫। জীবিকার কার্যক্রমে যুক্ত কোন কিশোর কিশোরী বা শিশুরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কি?

১৬। জীবিকার তাগিদে কোনো কার্যক্রম আছে কি যেখানে বয়স্ক ব্যক্তি বা শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিরা নিযুক্ত ?

পরামর্শ এবং যোগাযোগ

১৭। স্টেকহোল্ডার সংক্রান্ত কোন বিশ্লেষণ হয়েছে কি?

১৮। কোন পরামর্শ কৌশল বিদ্যমান আছে কি?

১৯। আশ্রয়দানকারী জনগোষ্ঠী এবং ডিআরপি ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে যথাযথ পর্যায়ে পরামর্শ সভা হয়েছে কি? (জানা থাকলে, কতগুলি সেশন এবং অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা উল্লেখ করুন)

২০। যোগাযোগের জন্য অন্য কোন উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে কি ?

২১। পরোক্ষ কোন উৎস আছে কি যেখান থেকে শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যাবে ?

অভিযোগ প্রতিকার

২২। স্থানীয় বা বিদ্যমান কোনো ধরনের অভিযোগ প্রতিকারের পদ্ধতি আছে কি? বিদ্যমান পদ্ধতির কার্যকারিতা সম্পর্কে কোন মূল্যায়ন বা পর্যালোচনা হয়েছে কি ?

২৩। প্রকল্পের জন্য নতুন জিআরএম এর প্রয়োজন পড়বে কি ?

পরিশিষ্ট ৩ – পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিকল্পনার রূপরেখা

অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন প্রভাব আছে এমন প্রকল্পসহ সমস্ত প্রকল্পগুলির জন্য একটি পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রয়োজন। এর বিস্তারিত স্তর এবং সামগ্রিকতা সম্ভাব্য অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসনের প্রভাব এবং ঝুঁকিগুলিকে কমিয়ে আনতে বা সামঞ্জস্য করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। রূপরেখার মূল দিকগুলি পুনর্নির্মাণ পরিকল্পনার প্রস্তুতির নির্দেশনা হিসেবে কাজ করে, যদিও কোনটার পর কোনটা হবে সব ক্ষেত্রে তা প্রদত্ত নয়।

এ. নির্বাহী সারসংক্ষেপ

এই বিভাগ প্রকল্পের আওতায় সুযোগ, মূল জরিপের ফলাফল, এনটাইটেলমেন্ট এবং সুপারিশকৃত কর্ম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করে।

বি. প্রকল্পের বিবরণ

এই বিভাগে প্রকল্পের একটি সাধারন বিবরন, প্রকল্পের যে কম্পোনেন্টগুলি সরকারী জমি, অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন অথবা উভয়ের প্রয়োজন পড়বে তা সম্বন্ধে আলোচনা এবং প্রকল্প এলাকা চিহ্নিতকরন অন্তর্ভুক্ত থাকবে। পুনর্বাসন এড়িয়ে চলতে বা কমিয়ে আনতে বিবেচিত বিকল্পসমূহের বর্ণনা থাকবে। তথ্যভিত্তিক একটি সারণী থাকবে এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার যৌক্তিকতা ও উল্লেখ থাকবে।

সি. অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তা

এই বিভাগেঃ

i. প্রকল্পটির কার্যক্রমের কারণে সম্ভাব্য প্রভাবগুলি নিয়ে আলোচনা থাকবে এবং প্রকল্প কম্পোনেন্ট বা ক্রিয়াকলাপগুলির কারণে প্রভাবান্বিত অঞ্চল বা অঞ্চলগুলির মানচিত্র অন্তর্ভুক্তি থাকবে;
ii. ভূমি অধিগ্রহণের সুযোগ বা প্রযোজ্যতা সম্বন্ধে (মানচিত্র প্রদান) বর্ণনা থাকবে এবং প্রধান বিনিয়োগ প্রকল্পে এটি কেন জরুরী তার ব্যাখ্যা থাকবে
iii. সম্পদ অধিগ্রহণ এবং জনগোষ্ঠীর স্থানান্তরের কারণে তাঁরা কী ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তার সারসংক্ষেপ থাকবে। এবং
iv. জনসাধারণের কোন সাধারণ সম্পত্তি অধিগ্রহণের প্রয়োজন পড়লে তার বিস্তারিত থাকবে।

ডি. আর্থ-সামাজিক তথ্যাবলি এবং প্রোফাইল

এই বিভাগটি সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন, জনসংখ্যা জরিপ এবং অন্যান্য গবেষণার ফলাফলগুলি, জেন্ডার, ঝুঁকিপূর্ণতা এবং অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীগুলি আলোকে বিভক্ত তথ্য বা তথ্যসহ রূপরেখা থাকবে:

i. জনগণ এবং সম্প্রদায় যারা প্রকল্পের কাজে প্রভাবিত হবেন তাদের সংজ্ঞায়িত, চিহ্নিত, এবং সংখ্যা নির্ণয়;
ii. সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক পরিমিতির সাপেক্ষে জমি এবং সম্পদ অধিগ্রহণে যেসকল মানুষ এবং সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তাঁদের বর্ণনা থাকবে,
iii. দরিদ্র, আদিবাসী বা নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ দলের উপর প্রকল্পের প্রভাব নিয়ে আলোচনা থাকবে,
iv. জেন্ডার এবং পুনর্বাসন প্রভাব এবং সেই সাথে আর্থসামাজিক অবস্থা, , প্রভাব, চাহিদা এবং নারীদের প্রাধান্য ইত্যাদি নির্ণয় এবং আলোচনা থাকবে।

ই. তথ্য প্রকাশ, পরামর্শ এবং অংশগ্রহণ

এই বিভাগেঃ

i. প্রকল্প স্টেকহোল্ডারদের, বিশেষ করে প্রাথমিক স্টেকহোল্ডারদের চিহ্নিত করা থাকবে;
ii. প্রকল্প চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যবহার করা পরামর্শ এবং অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ার বর্ণনা থাকবে ;
iii. স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণের জন্য প্রকল্প নকশা এবং প্রস্তুতির সময়ে প্রকল্পের কার্যক্রম এবং সেই কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় পুনর্বাসনের তথ্যাবলির বর্ণনা থাকবে।
iv. ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শের ফলাফলগুলি সারসংক্ষেপে উল্লেখ করা (আশ্রয়দানকারী সম্প্রদায়সহ)থাকবে এবং পুনর্বাসন পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি ও সুপারিশগুলির আলোচনা করা থাকবে;
v. প্রভাবিত ব্যক্তিদের কাছে খসড়া পুনর্বাসন পরিকল্পনার প্রকাশ নিশ্চিত করা এবং পরবর্তী কোন পরিকল্পনা প্রকাশ করার ব্যবস্থা রাখা নিশ্চিত করা থাকবে;
vi. প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় পরিকল্পিত তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা (বিভিন্ন ধরনের তথ্য এবং সেই সকল তথ্য প্রচারের পদ্ধতি) এবং প্রভাবিত ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শের প্রক্রিয়া বর্ণনা থাকবে।

এফ. অভিযোগ প্রতিকারের পদ্ধতি

এই বিভাগে প্রকল্প কার্যক্রমে প্রভাবিত ব্যক্তিদের উদ্বেগ এবং অভিযোগগুলির সমাধান পেতে এবং সমাধান করার প্রক্রিয়াগুলির বর্ণনা থাকবে। পদ্ধতিগুলি কিভাবে জেন্ডার সংবেদনশীল এবং প্রভাবিত ব্যক্তিদের নিকট কিভাবে অভিগম্য হবে তা বর্ণিত হবে।

জি. আইনি কাঠামো

এই বিভাগেঃ

i. প্রকল্পে প্রযোজ্য জাতীয় এবং স্থানীয় আইন এবং এই সকল আইনের প্রবিধানগুলির বর্ণনা থাকবে এবং স্থানীয় আইন ও বিশ্বব্যাংকের নীতিগত চাহিদাগুলির মধ্যে কোনো অসামঞ্জস্য থাকলে তা চিহ্নিত করা থাকবে; এই সকল অসামঞ্জস্যতা কীভাবে সামঞ্জস্য করা হবে তার আলোচনা থাকবে।
ii. সকল ধরনের বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর জন্য বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান যেসকল আইনি এবং নীতিগত সম্মতি মেনে চলবে তার বর্ণনা থাকবে।
iii. সম্পদ, আয় এবং জীবিকার প্রতিস্থাপন মূল্যের মূল্যায়ন করা এবং এসকল ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের হার নির্ধারণ কোন নীতি বা পদ্ধতি অবলম্বন করে করা হয়েছে তার রূপরেখা থাকবে। ক্ষতিপূরণ এবং সহায়তা পাবার জন্য কী কী যোগ্যতা থাকা লাগবে এবং কখন ও কীভাবে এই ক্ষতিপূরণ এবং সহায়তা দেওয়া হবে তা বলা থাকবে।
iv. জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়ার বর্ণনা থাকবে এবং মূল পদ্ধতির প্রয়োজনীয় ধাপগুলো অনুসরণের ক্ষেত্রে একটি সময়সূচী থাকতে হবে।

এইচ. এনটাইটেলমেন্ট, সহায়তা এবং সুবিধা

এই বিভাগেঃ

i. বাস্তুচ্যুত জনগণের এনটাইটেলমেন্ট এবং যোগ্যতা সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া থাকবে, এবং পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সহায়ক পরিমাপগুলোর উল্লেখ থাকবে (এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্স সহ);
ii. নারী এবং অন্যান্য বিশেষ জনগোষ্ঠীসহ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর প্রতি যেসকল সহায়তা দেওয়া হবে তা উল্লেখ থাকবে ,
iii. এই প্রকল্পের উন্নয়নের কারণে প্রভাবিত জনগোষ্ঠী কী ধরণের সুবিধাদি পাবে তার রূপরেখা থাকবে।

আই. বসতবাড়ির পুনঃস্থাপন এবং পুনর্বাসন

এই বিভাগেঃ

i. বসতবাড়ি পুনঃপ্রতিষ্ঠা, নগদ ক্ষতিপূরণ বা স্বনির্বাচনসহ বসতবাড়ি পুনঃস্থাপন এবং পুনর্বাসনের বিকল্পগুলির বর্ণনা থাকবে (জেন্ডার সংক্রান্ত এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর প্রতি সহায়তা নিশ্চিত করা থাকবে),
ii. বিকল্প যে সকল সাইট বিবেচনা করা হয়েছিল তার বর্ণনা করা থাকবে, সম্প্রদায়ের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে তার বর্ণনা, স্থান, পরিবেশগত মূল্যায়ন, ও উন্নয়ন চাহিদার কথা উল্লেখপূর্বক যে সাইটটি নির্ধারণ করা হয়েছে তার যৌক্তিকতা থাকবে।
iii. সাইট প্রস্তুতি এবং স্থানান্তরের জন্য সময়সীমা দেওয়া থাকবে;
iv. মেয়াদ নিয়মিতকরণ এবং পুনর্বাসন ব্যক্তিদের নামজারী স্থানান্তরে আইনি ব্যবস্থার বর্ণনা থাকবে;
v. স্থানান্তরিত ব্যক্তিদের নতুন স্থানগুলিতে তাদের স্থানান্তর ও সংস্থার সহায়তার জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলির রূপরেখা থাকবে;
vi. নাগরিক অবকাঠামো পরিকল্পনার বর্ণনা থাকবে ;
vii. আশ্রয়দানকারী জনগোষ্ঠীর সাথে কীভাবে সমন্বয় করা হবে তার ব্যাখ্যা থাকবে।

জে. আয় পুনরুদ্ধার এবং পুনর্বাসন

এই বিভাগেঃ

i. জীবিকাগুলি কী ধরনের ঝুঁকির মধ্যে পড়বে তা চিহ্নিত করা থাকবে এবং জনসংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য/ উপাত্ত এবং জীবিকা উৎসের উপর ভিত্তি করে আলাদা সারণী দেওয়া থাকবে;
ii. আয় পুনরুদ্ধারের জন্য গৃহীত কর্মসূচির বর্ণনা থাকবে, যার মধ্যে সব ধরনের জীবিকা পুনরুদ্ধারের একাধিক বিকল্পের কথা থাকবে (প্রকল্প সুবিধা ভাগাভাগি, রাজস্ব ভাগাভাগি ব্যবস্থা, ভূমির যৌথ মালিকানা, স্থায়ীত্ব এবং সেফটি নেট এর উপর আলোচনা ইত্যাদি);
iii. সামাজিক বীমা এবং/ অথবা প্রকল্পের বিশেষ তহবিলের মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা জোগান দেওয়ার ব্যবস্থাগুলির রূপরেখা থাকবে;
iv. ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীগুলোকে সহায়তা দেবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার বর্ণনা থাকবে ;
v. জেন্ডার বিবেচনার ব্যাখ্যা থাকবে ;
vi. প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের বর্ণনা থাকবে।

কে. বাজেট এবং অর্থায়নের পরিকল্পনা পুনঃস্থাপন

এই বিভাগেঃ

i. পুনর্বাসন ইউনিট, কর্মী প্রশিক্ষণ, নিরীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং ঋণ বাস্তবায়নের সময় পুনর্বাসন পরিকল্পনার প্রস্তুতি সহ সমস্ত পুনর্বাসন কার্যক্রমগুলির জন্য একটি আইটেমযুক্ত বাজেট উল্লেখ থাকবে;

ii. তহবিলের খরচের ধারা বর্ণনা থাকবে (বার্ষিক পুনর্বাসন বাজেটে মূল আইটেমগুলির জন্য বাজেট নির্ধারিত ব্যয় প্রদর্শন করা থাকবে);

iii. ক্ষতিপূরণ হার এবং অন্যান্য অনুমিত খরচ ও প্রতিস্থাপন খরচের (নির্মাণকালীন ও মূল্যের পরিবর্তন সাপেক্ষে) গণনার ক্ষেত্রে সমস্ত অনুমানের একটি যৌক্তিকতা অন্তর্ভুক্ত থাকবে

iv. পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাজেটের জন্য তহবিলের উৎস সম্পর্কে তথ্য থাকবে।

এল. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা

এই বিভাগেঃ

i. পুনর্বাসন পরিকল্পনা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এবং প্রক্রিয়া বর্ণনা থাকবে ;

ii. প্রয়োজন সাপেক্ষে প্রযুক্তিগত সহায়তাসহ প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থাপনা ;

iii. জড়িত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা, এবং পুনর্বাসন পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সংগঠনের বর্ণনা থাকবে;

iv. কিভাবে পুনর্বাসন পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় নারীরা জড়িত থাকবে তার বর্ণনা থাকবে।

এম. বাস্তবায়নের সময়সীমা

এই বিভাগে সমস্ত মূল পুনর্বাসন ও পুনর্বাসনের ক্রিয়াকলাপগুলির জন্য একটি বিস্তারিত, সময়-আবদ্ধ, বাস্তবায়ন সময়সূচীর উল্লেখ থাকবে। বাস্তবায়ন সময়সূচীটি পুনর্বাসন কার্যক্রমের সমস্ত দিককে অন্তর্ভুক্ত করবে যা বেসামরিক নির্মাণ প্রকল্পের সময়সূচির সাথে সামঞ্জস্য করা হবে এবং ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া ও তার সময়সীমা উল্লেখ করবে।

এন. পর্যবেক্ষণ এবং রিপোর্টিং

এই বিভাগে পুনর্বাসন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন করার জন্য প্রকল্পের উপযুক্ত প্রক্রিয়া এবং বেঞ্চমার্কগুলির বর্ণনা থাকবে। পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় প্রভাবিত ব্যক্তির অংশগ্রহণ কীভাবে থাকবে তার উল্লেখ থাকবে। এই বিভাগে রিপোর্টিং পদ্ধতিরও বর্ণনা থাকবে।